আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

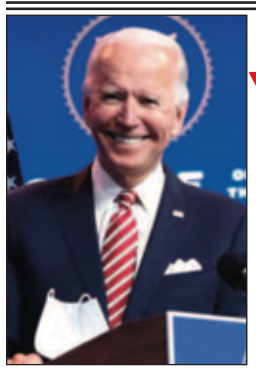
বাইডেনের ভাষণ লিখেছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিনয়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনে একের পর এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের নাম উঠে আসছে শিরোনামে। কেউ তার মন্ত্রিসভায়, কেউ **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ১৮ || সোমবার || মাঘ ১১ || ১৪২৭ || জমাদিউল সাঃ ১১ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 18 || 25 January || 2021 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



ফুডস্ট্যাম্প, ভাড়াটিয়া সুবিধাসহ নির্বাহী আদেশ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের অনগ্রসর এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে পড়া লোকজনের জন্য নতুন দুই নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, আমরা লোকজনকে অভুক্ত থাকতে দিতে পারি না। দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যস্ত লোকজনের প্রতি সহমর্মিতার বাণী উচ্চারণ করে প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, দেশে করোনায় চার লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আরো কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠেছে। দেশে জরুরি অবস্থা বিরাজ করছে। নতুন স্বাক্ষরিত দুই নির্বাহী আদেশে আমেরিকার অল্প আয়ের লোকজনের মধ্যে খাদ্য সহযোগিতা (ফুড স্ট্যাম্প) বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেসব লোকজন স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে কাজে ফিরতে পারছে না তাদের কর্মহীন ভাতা সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করার আগে দেয়া বক্তৃতায় প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, লোকজন কর্মহীন হয়ে পড়েছে, আমরা তা নীরব দর্শক হয়ে দেখতে পারি না। আমাদের **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

ঘুমানোর আগে খাওয়া ঠিক নয় ৩ খাবার

আখতারুন নাহার আলোঃ শরীর সুস্থ রাখতে হলে অবশ্যই খাবারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। কারণ বিভিন্ন ধরনের খাবার আপনার পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে ও শরীর সুস্থ রাখে। তবে কিছু খাবার **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়**

মডার্নার টিকার খুব একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি : জরিপ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মডার্নার টিকার তীব্র এলার্জিক প্রতিক্রিয়া খুব একটা দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ শুক্রবার এ কথা জানিয়ে বলেছে, ৪০ লাখ প্রথম ডোজ প্রয়োগের পর মাত্র ১০ জনের শরীরে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। দ্য সেন্টার্স ফর ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন করোনা মহামারী মোকাবেলায় ব্যাপক



হারে টিকা দেয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। একইসঙ্গে সিডিসি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এক রিপোর্টে জানিয়েছে, মডার্নার টিকার তেমন কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি এবং মৃত্যুর মতো কোন ঘটনা ঘটেনি বলে এতে আভাস দেয়া হয়েছে। সিডিসি'র **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

কাগজপত্রহীনদের বহিষ্কারাদেশ ১০০ দিন জন্য স্থগিত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ১০০ দিনের মধ্যে কোন কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা হবে না। ২১ জানুয়ারি থেকে এ নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের **(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)**

ট্রাম্পের ভাইরাল নকল চিঠিতে কি রয়েছে?



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক ঃ জো, আপনি জানেন, আমি জিতেছি'- সদ্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন দায়িত্ব নেওয়া প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে এমন একটি চিঠি লিখে গেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

যে কারণে অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পরিবর্তন করতে সহায়তা না করায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারপ্রাপ্ত **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ল্যারি কিং আর নেই



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : চলে গেলেন ল্যারি কিং। খ্যাতনামা এই টিভি ব্যক্তিত্ব ৮৭ বছর বয়সে শনিবার মারা গেছেন। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। ইউএস টুডের এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য জানা গেছে। তবে তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনো জানা যায়নি। এদিকে, সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ল্যারি কিংয়ের ছেলে চান্স মৃত্যুর খবরটি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শনিবার সকালে তার বাবা **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

৪৯২ উপজেলায় ৬৬ হাজার ভূমি-গৃহহীন ঘর পেলো

ঢাকা : ভূমি ও আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য একদিনে ৬৬ হাজারেরও বেশি ঘর-জমিসহ হস্তান্তর করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রায় সারা দেশের জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের প্রান্তিক মানুষ এই ঘর এবং জমির উপকারভোগী। একদিনে সারা দেশে সরকারি ঘর ও জমি **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

কেমন আছেন ট্রাম্প!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়ার পর এখন বসবাস করছেন ফ্লোরিডায়। ওয়াশিংটন ডিসির ক্ষমতার মসনদ ছেড়ে তিনি এখন কেমন আছেন সেটা জানার আগ্রহ ভক্তদের। যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবারই নিজেকে এক নতুন বাস্তবতায় আবিষ্কার করলেন ট্রাম্প। কয়েক **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

ইসরায়েল এখন দুশ্চিন্তায়

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : ইরান এবং ফিলিস্তিন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তায় পড়ছে ইসরায়েল। ক্ষমতাগ্রহণের ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই বাইডেন **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

'ধীরে চলো' পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এগুচ্ছেন বাইডেন

হেলাল উদ্দীন রানা: যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে সহসা কোন রকমের নাটকীয় পরিবর্তন আসছেনা। বাইডেন এক্ষেত্রে অনেকটা ধীরে চলো নীতি গ্রহন করে অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। **(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)**

www.banglapatrikausa.com

APOLLO BROKERAGE INC.
TLC INSURANCE
ব্ল্যাক কার সার্ভিস, গ্রীন ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কার, বাড়ি ও বিজিনেস অতি বিশ্বস্ততার সাথে ও সহজ কিস্তিতে ইন্স্যুরেন্স করা হয়।
মানি ট্রান্সফার ওয়েস্টার্ন ইউইনিয়ন
ডিডিসি মানি অর্ডার নোটারী পাবলিক
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com
Shamsher Ali
President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway,
Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed
Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments Tax Liens
Charge Offs Garnishment
Inquiries Collections
Call us: 646-775-7008
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com
Mohammed A Kashem
Credit Consultant

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান!
লাইসেন্স পরীক্ষা, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
Hajj trusted since 2000
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276,
347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatiha@gmail.com
Web: www.hajjsunnah.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7823
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
Crescent Insurance Brokerage Inc.
KABIR CHOWDHURY

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES
LOVE WITH CARE IS HUMANITY"
বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office
72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA
HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal



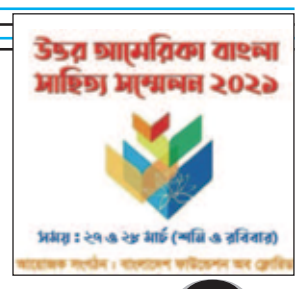
BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO
718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388
E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 25 // 2021

২৭-২৮ মার্চ উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-২০২১

ফ্লোরিডা: আগামী ২৭ ও ২৮ মার্চ (শনি ও রোববার) হতে যাচ্ছে দু'দিন ব্যাপী ভার্চুয়াল উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২১। সম্প্রতি উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি আতিকুর রহমান আতিক ও সদস্য সচিব কাজী মশহুরুল হুদা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানান। সম্মেলন কমিটির সভাপতি আতিকুর রহমান বলেন, গত ১৪ ও ১৫ মার্চ ২০২০ সালে ফ্লোরিডায় দুইদিন ব্যাপী উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২০ হওয়ার প্রস্তুতি চলছিল কিন্তু করোনার কারনে আমরা তা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু ২০২১ সালে ভার্চুয়ালি এ আয়োজন করতে যাচ্ছি। আয়োজক সংগঠন (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)



বৃহত্তর নোয়াখালী বহির্বিশ্ব জাতীয়তাবাদী ফোরামের উদ্যোগে শহীদ জিয়ার জন্মদিন পালন

যুক্তরাজ্য: 'বৃহত্তর নোয়াখালী বহির্বিশ্ব জাতীয়তাবাদী ফোরাম' বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৮৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারী এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি ইকবাল হোসেন বাবুর সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব ব্যারিস্টার বেলায়েত হোসেনের সঞ্চালনায় উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু, প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শাহ-জাহান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, সহ কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ওয়াদুদ ভূইয়া





এবং জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিদ আউয়াল।

সভায় বরকত উল্লাহ বুলু বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল। তিনি শুধু স্বাধীনতার ঘোষক নন, তিনি নানা উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে স্বনির্ভর বাংলাদেশের ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন বলেন, প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়েই বর্তমান সরকার বেগম খালেদা জিয়াকে মিথ্যা মামলায় আটকে রেখেছিল এবং আজগুবি মামলা দিয়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কণ্ঠরোধ করে রেখেছে।

সভায় বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদের যাতাঁকলে পড়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। জনগণের ভোটাধিকার ও বাকস্বাধীনতা হারিয়ে গেছে, এই অবস্থায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের জায়গায় পৌঁছাতে হলে, মানুষের বাক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হলে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত 'টেইক ব্যাক বাংলাদেশ' আন্দোলনে রাজপথে নামার কোন বিকল্প নেই।

এছাড়া বক্তারা ১৯ জানুয়ারী বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটি আয়োজিত জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বিএন-পির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট গঠন এবং সংসদীয় আসন বৃদ্ধির পরিকল্পনার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং বহির্বিশ্বে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কীর্তিময় জীবন বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য নানা কর্মসূচ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়ার কথা বলেন।

সভায় ইটালি বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক, ডেনমার্ক বিএনপির সভাপতি গাজী মনির, ফ্রান্স বিএনপির সেক্রেটারী এম এ তাহের, সৌদিআরব বিএনপি নেতা আব্দুল মান্নান, কেফায়েত উল্লাহ চৌধুরী কিসমত, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাসুদ পারভেজ হামদু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শাহ আলম, নোয়াখালী জেলা যুবদলের সভাপতি মঞ্জুরুল আজিম সুমন এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, ইটালি বিএনপি নেতা তৌহিদ কাদের, ফিনল্যান্ড বিএনপি নেতা শামসুল গাজীসহ আরো বক্তব্য রাখেন, ইটালি থেকে মান্নান হীরা, জাহাঙ্গীর আলম, ফ্রান্স থেকে কুতুবউদ্দিন জেকো, সৌদি আরব থেকে জাকির হোসেন ভূঁইয়া শরাফ উদ্দিন সুমন আবু সুফিয়ান, শওকত কামাল শারাফুদ্দিন সুমন, করিম চান্দ, জাহাঙ্গীর আলম, সাব্বির চৌধুরী শাওন তালুকদার ওমর ফারুক, আলমগীর কবির, যুক্তরাষ্ট্র থেকে নাসিম আহমেদ মোতাহার হোসেন চৌধুরী কবিরুল ইসলাম, পরান চৌধুরী, তোফায়েল আহমেদ, এ জে এম হুসাইন, কবিরুল ইসলাম মোহাম্মদ কাজল, মোহাম্মদ মহসিন, এটিএম হেলালুর রহমান, জাহাঙ্গীর সোহরাওয়ার্দী আবুল কালাম, যুক্তরাজ্য থেকে ব্যারিস্টার আরেফিন আরেফিন আশরাফ, এনামুল অশ্রু, সাইফুল ইসলাম মিরাজ, বেলজিয়াম থেকে হারুনুর রশিদ, গ্রিস থেকে ওসমান গনি লিটন কুয়েত থেকে জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া শফিকুল, শফি-কুল ইসলাম শফিক সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে আব্দুল্লাহ ফারুক, ইঞ্জিনিয়ার ফারুক, আকবর হোসেন, কাতার থেকে কামালউদ্দিন নাম্বার বাহারাইন থেকে শাহাদাত হোসেন, সাউথ আফ্রিকা থেকে জাফর সামির, আব্দুল্লাহ আল মামুন, অস্ট্রেলিয়া থেকে দেলোয়ার হোসেন, মোসলে উদ্দিন আরিফ, আব্দুল্লাহ ইয়াসুফ শামীম, অস্ট্রিয়া থেকে আবুল কাশেম, স্পেন থেকে গাজী আবু বকর, কাজী লতিফুল হক বাদল, নিলু খন্দকার, ডেনমার্ক থেকে চৌধুরী মাহবুব মোঃ তোফায়েল আহমেদ হেলাল, খায়রুল বাশার, সুইডেন থেকে আনোয়ার সেন্টু, বাংলাদেশ থেকে নোয়াখালী জেলা যুবদলের সেক্রেটারী নুরুল আমিন, আবু নাছের মামুন, ওমান থেকে বাবলু মিয়া আয়ারল্যান্ড থেকে জসীমউদ্দীন জসিম, মাহফুজুর রহমান মাহফুজ, এন এম এম রাজু, ওয়াহিদুল্লাহ, এম এ সুমন, আবদুর রশিদ, মিস মৌ, রোজিনা আক্তার ডলি, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জাবের প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



'বাংলাদেশী'স ফর বাইডেন-হ্যারিস ইন ব্রঙ্কস'এর আয়োজনে আনন্দ সমাবেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নজীরবিহীন নানা নাটকীয়তার পর জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারী বুধবার শপথগ্রহণ করলেন ৭৮ বছর বয়সী জো বাইডেন। তাঁর সঙ্গে শপথ নিলেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম নারী ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। প্রথম নারী, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী এবং দক্ষিণ এশীয় হিসেবে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তিনি।

মিথ্যাকে রীতিমতো শিল্পে পরিণত করে বিরল নজির স্থাপন করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিথ্যা দিয়ে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্সি শুরু করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতা টানা চার বছর বজায় রেখে যথারীতি মিথ্যা দিয়েই ক্ষমতা ছাড়লেন তিনি।

দিনটা ছিলো ইতিহাসে স্মরনীয়। স্মরণীয় এই দিনটাকে আরো স্মরনীয় করে রাখতে-'বাংলাদেশী'স ফর বাইডেন-হ্যারিস ইন ব্রঙ্কস' এর উদ্যোগে ২০ জানুয়ারী সন্ধ্যায় সীমিত পরিসরে, সোস্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে আয়োজন করা হয়েছিলো এক আনন্দ সমাবেশ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে প্রেসিডন্ট জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সুস্বাস্থ এবং দীর্ঘায়ু কামনা করেন। জাতিগত বিভেদ, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া করোনা পরিস্থিতি, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, নজিরবিহীন বেকারত্ব আর বিশ্ব রাজনীতি থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া এক যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে আগামী চার বছর পথ চলতে হবে বাইডেনকে। তার সে পথ চলা যেন সহজ হয়, নতুন নেতৃত্ব দেশে শান্তি, সংহতি, পারস্পরিক বোঝাপড়া, সম্প্রীতি ফিরিয়ে আসুক এজন্য প্রার্থনা জানান তারা।

অনুষ্ঠানে অন্যানের মাঝে মো: খলিলুর রহমান, কামরুজ্জামান বাবু, এ. ইসলাম মামুন, মো: মামুনুর রশীদ, সাংবাদিক হাবিব রহমান, সাংবাদিক শাহেদ আলম, সাংবাদিক দিদার চৌধুরী, সাংবাদিক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, বিল্লাল ইসলাম, স্বপন তালুকদার, জাফর চৌধুরী, সুমন চৌধুরী, মতিন সরকার, মো: আজাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠান শেষে হাবিব রহমানের সৌজন্যে আনা কেক কাটা হয়। আর খলিল বিরিয়ানীর স্বত্বাধিকারী মো: খলিলুর রহমানের সৌজন্যে সবাইকে ডিনারে আপ্যায়িত করা হয়।





এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির

(শেষের পাতার পর)

শুরু থেকে চলতি সময় পর্যন্ত মানবতার পাশে থেকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি স্বরূপ এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট থেকে প্রশংসাপত্র লাভ করেছে। সংগঠনিটির কর্মকর্তারা এই মহামারির সময় অসহায় ও বেকার সাধারণ মানুষের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রোসারি সামগ্রী, মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণসহ সব ধরনের কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসেন। এস্টোরিয়াসহ নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন জায়গায় খাবার পৌঁছে দেন সংগঠনটি। গত কয়েক মাসে শত শত মানুষের মধ্যে এসব খাবার বিতরণ করা হয় বলে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন জানান।

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির এই মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানায় নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট। সিনেটর মাইকেল এন জেনারিস সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনের হাতে তাদের মহৎ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসাপত্র তুলে দেন। একই সাথে সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিনকে তার কাজের জন্য পৃথকভাবে স্বীকৃতি স্বরূপ প্রশংসাপত্র তুলে দেয় সিনেট অফিস।

মানবতার সেবায় নিয়োজিত থেকে প্রশংসা পাওয়ায় জাবেদ উদ্দিন বলেন, মহামারী করোনার শুরু থেকে আজ অবদি আমাদের সংগঠনের কর্মকর্তারা খাবার বিতরণেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। এই সম্মান শুধু আমার একার নয়, সকলের। এজন্য ব্যক্তিগতভাবে স্পন্সর ও সংগঠনের সকল কর্মকর্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাদের সহযোগিতা ছাড়া কোন ভাবে আমরা ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারতাম না। তাদের সহযোগীতা অব্যাহত থাকলে ভবিষ্যতেও এই ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

সভাপতি সোহেল আহমেদ বলেন, ভাল কাজের জন্য স্বীকৃতি পেয়ে ভাল লাগছে। তাদের কাজের জন্য মূল্যায়ন করায় সিনেটর মাইকেলকে তিনি ধন্যবাদ জানান এবং সংগঠনের কর্মকর্তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

করোনায় আরো বাংলাদেশীর

(শেষের পাতার পর)

তার নাম আশিক আলী (৬৮)। তার গ্রামের বাড়ি সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার দেওকলস ইউনিয়নের দেওকলস গ্রামে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ব্রকস শহরের বাসিন্দা আশিক আলীর কোভিড-১৯ প্রজেটিভ ধরা পড়ে গেল ৫ জানুয়ারি। শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় মাউন্ট সাইনাই হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় রোববার (২৪ জানুয়ারী) ভোররাতে হাসপাতালে মারা যান তিনি। আজ সোমবার স্থানীয় লোরাল গ্লোব সেমিটারীতে তার জানাজা ও দাফন অনুষ্ঠিত হবার কথা।

তার ছোট ছেলে সুহেল আহমদ জানান, ২০১০ সাথে মা-বাবা, ভাই-বোনসহ যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান বাবা। গেল ক'দিন পূর্বে হঠাৎ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হন তিনি। ভোররাতে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেশে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সে হিসেবে বাবাকে সবাই চিনতেন। বাবার রুহের মাগফিরাত কামনায় সকলের দোয়া কামনা করছি।

মসজিদ আলহামদুলিল্লাহর কার্যক্রম শুরুবৃহৎ পরিসরে

(শেষের পাতার পর)

সাথে চার মাস যাবত কাজ শুরু হয়েছে হিফজ বিভাগের। এখানে হিফজের জন্য ফুল টাইম এবং পাট টাইম ছাত্র ভর্তি শুরু হয়েছে। এদিকে জামেয়াতুল উলুম মাদাদ্রাসাকেও সাজানো হয়েছে অভিজ্ঞ মাওলানা, মুফতি, হাফিজ নিয়োগ দিয়ে। এই প্রতিষ্ঠান দাওরায়ে হাদীস তথা মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিতহবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিস্টরা।

বর্তমানে ৩ জন ছাত্রী নিয়ে দাওরায়ে হাদীস চালু হয়েছে। আরো অনেককে ভর্তি হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ২৬ বছর আগে ১৯৯৪ সালে নওমুসলিম আফ্রিকান-আমেরিকানরা যে মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ চালু করেছিলেন সেই মসজিদে এখন জুম্মার নামাজে শতাধিক মানুষের উপস্থিতি উল্লেখ করার মত। এছাড়া মসজিদের ওজুখানা বাথরুম ইত্যাদির সংস্কার করা হচ্ছে এবং উন্নয়ন কাজ চলছে। মসজিদটিকে আরো সুন্দর এবং উন্নত করতে সবার সাহায্য প্রয়োজন বলে জানিয়েন কর্তৃপক্ষ। এছাড়া মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য সবার সাহায্য কামনা করেছেন মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়ামিন হোসেন।

ইয়ামিন হোসেন জানান, দ্বীনী শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী দেও পাশাপাশি বোর্ড অব এডুকেশন অনুমোদিত স্কুল সিলেবাস অনুস্মরন করে মেথ ইলএ, সাইন্স এন্ড সোসাল স্টাডিজ শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে এই মাদ্রাসায়। এছাড়া আফটার স্কুল শাখায় অভিজ্ঞ মাওলানা, হাফিজ মুফতিযারা অভিজ্ঞরা সংশ্লিস্ট রয়েছেন। মাদ্রাসার ওয়েবসাইট: জামেয়া এনওয়াই ডট ওআরজি।

ক্যাপিটল হিলে হামলায় অর্থ যোগায় ট্রাম্পের নির্বাচনী তহবিল!

(শেষের পাতার পর)

করা হয়েছে সবগুলোর নেপথ্যে ভূমিকা ছিল ট্রাম্পের এই নির্বাচনী ক্যাম্পেইনের।

কিছু সংগঠন ও ব্যক্তিকে গত ২ বছর ধরে ট্রাম্পের পক্ষে সমাবেশের আয়োজন করতে বিপুল পরিমানে এমোন অর্থ ছাড় করা হয়। প্রদত্ত অর্থের অংকের পরিমান প্রায় ৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার।

সেন্টার ফর রেসপনসিভ পলিটিক্স-এর বরাতে ব্লুমবার্গ এনিয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। সকল সভা সমাবেশের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের ট্রাম্পের ক্যাম্পেইন টিমের আট সদস্যের নামে ইস্যু করা পারমিটে ম্যাগি মুলভানির নাম রয়েছে যিনি এসব সমাবেশ আয়োজনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছেন।

ম্যাগি হচ্ছেন ট্রাম্পের সাবেক হোয়াইট হাউস চীফ অব ষ্টাফ মাইক মুলভানির ভাতিজি। মাইক ক্যাপিটল হামলার পর ট্রাম্পের নর্থান আয়ারল্যান্ড বিষয়ক বিশেষ এনভয়ের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস ও ফেডারেল ইলেকশান কমিশনে দাখিল করা নথি থেকে এসব তথ্য পাওয়া
গেছে।

ম্যাগি মুলভানিকে ১ লাখ ৩৮ হাজার ডলার দেয়া হয় গত ২৩ নভেম্বরের পর ট্রাম্পের ক্যাম্পেইন থেকে এই অর্থ প্রদান করা হয়। গত ২০১৯ ফেব্রুয়ারীতে মেগান পাওয়ার নামে আরেক জনকে দেয়া হয় ২ লাখ ৯০ হাজার ডলার। তাকে দুইজনের একজন ম্যানেজার বলে উল্লেখ করা হয়। পারমিটে ম্যাগিকে অপারেশন ম্যানেজার হিসাবে দেখানো হয়। রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম চাঁদা সংগ্রহকারী ক্যারোলিন ওর্য়েনকে পারমিটে উপদেষ্টা হিসাবে বলা হয়। এছাড়াও এই প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজনের জন্য ইভেন্ট ষ্ট্যাটেজি ইনক নামের একটি সংস্থাকে ভাড়া করা হয়। এই ফার্মের মালিক জাষ্টিন কাপরেল ও টিম উনসকে সমাবেশ প্রোডাকশন ও ব্যাক ষ্টেইজ ম্যানেজার হিসাবে দেখানো হয়। এই সংস্থাকে দেয়া হয় ১৭ লাখ ডলার।

তবে ট্রাম্পের ক্যাম্পেইন উপদেষ্টা বলেছেন, এইসব সমাবেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও অর্থ লেনদেনে ক্যাম্পেইনের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। রিপোর্টে এই অর্থের পরিমান মোট ২৭ লাখ ডলার বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারীর সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প উপস্থিত হয়ে বক্তব্য দেন। তিনি সন্ত্রাসীদের ক্যাপিটল অভিমুখে যাত্রায় উৎসা দিয়ে বলেন, আমিও তোমাদের সাথে ক্যাপিটল ভবনে যাব। যদিও পরে ট্রাম্প তাঁদের সাথে যাননি। আইনসভায় তখন ইলেক্টোরাল ভোট গননা চলছিল প্রেসিডেন্ট বাইডেনের বিজয় নিশ্চিত করতে। তখন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন। হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসি সহ কংগ্রেসের সকল আইনপ্রণেতারা এতে উপস্থিত ছিলেন। সন্ত্রাসী হামলাকারীরা ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্স ও স্পিকার পেলোসি সহ ট্রাম্প বিরোধী আইনপ্রণেতা
দের হত্যা করার উদ্দেশে খুঁজতে থাকে। তাঁরা পালিয়ে প্রাণে রক্ষা পান। এ ঘটনায় ক্যাপিটল পুলিশ
সহ ৫ জন মারা যান। বর্তমানে এফবিআই সহ অন্যান্য ফেডারেল সংস্থা এবিষয়ে তদন্ত করছে। এপর্যন্ত প্রায় শতাধিক ব্যাক্তিকে গ্রেফতার ও কয়েক শ মামলা দায়ের করা হয়েছে ক্যাপিটল হামলার ঘটনায়।

হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার ও ব্রঙ্কসের

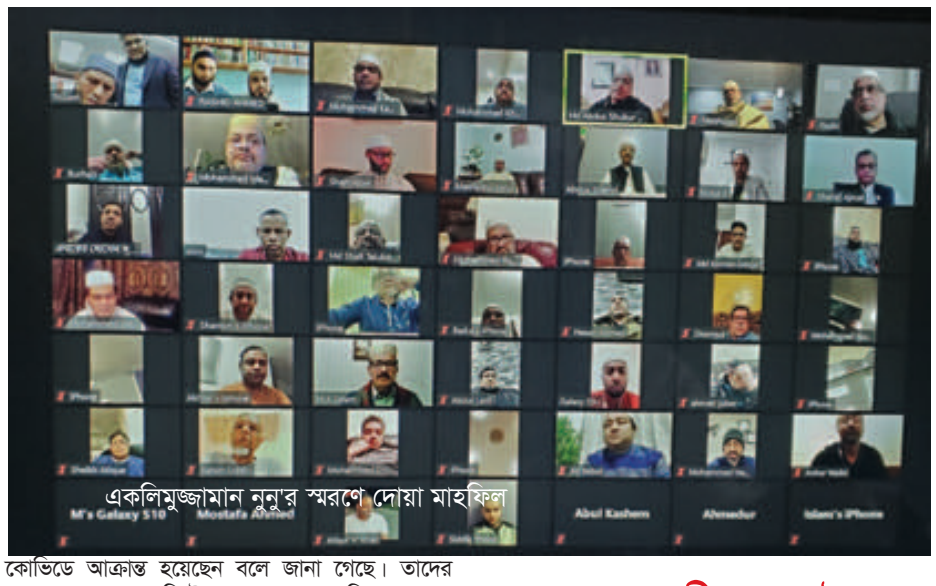
(শেষের পাতার পর)

হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানিয়েছেন, আমাদের মসজিদের কয়েকজন নিয়মিত মুসুল্লি কোভিডে আক্রান্ত হওয়ায় সিডিসি গাইড লাইন মোতাবেক দুই সপ্তাহের জন্য মসজিদ বন্ধ থাকবে। এই বন্ধ কার্যক্রম ২০ জানুয়ারী বুধবার ফজর থেকে শুরু হয়ে ২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত চলবে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী ফজর থেকে আবার নিয়মিত নামাজ আদায় শুরু হবে। এই সময়কালে মসজিদের সকল নিয়মিত মুসুল্লিদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই সময়ে পুরো মসজিদটি নিয়মিত সেনিটাইজ করা হবে।

অপরদিকে পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার (পিআইসি) কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন, কমিউনিটিতে কোভিড সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ায় সাময়িকভাবে ২৪ জানুয়ারী রোববার বাদ মাগরিব থেকে নামাজ আদায় বন্ধ থাকবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং জুমআ নামাজ এর অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

এছাড়াও গত সপ্তাহে সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকন্ডলীর সভাপতি, প্রাক্তন সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, সাংবাদিক কাজল চৌধুরী ও আলমগীর বেপারী, বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরি সদস্য সাদি মিন্টুসহ তার পরিবারের সদস্যরা





কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাদের আরোগ্যের জন্য সংশ্লিস্টরা এবং তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

একলিমুজ্জামান নুনু'র ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে সহ অস তার মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কবসা (কোনাপাড়া) গ্রামের সন্তান একলিমুজ্জামান দীর্ঘদিন ধরে ওজনপার্কে বসবাস করছিলেন। মরহুমের নামাজে জানাজা রোববার বাদ আছর ওজনপার্কস্থ মসজিদ আল ফোরকান-এ (৭৭ স্ট্রীট এবং গ্লিনমোড় এভিনিউ) অনুষ্ঠিত হয়। মহামারী করোনায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী জানাজায় অংশ নেন। জানাজায় ইমামতি করেন এই মসজিদের ইমাম মওলানা আব্দুল হালিম।

এদিকে মরহুম একলিমুজ্জান নুনুর মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনায় রোববার বাদ মাগরিব তাৎক্ষনিক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। নিজাম উদ্দিন ও তুলন মিয়ার যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিলে বিয়ানীবাজার পৌরসভার মেয়র আব্দুস শকুর এবং নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ দেশ-বিদেশের দেড় শতাধিক শুভাকাংশ অংশ নেন। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা রশীদ আহমদ।

শোক প্রকাশ: কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট একলিমুজ্জামান নুনু'র ইন্তেকালে বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ পৃথক পৃথক বার্তায় গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। শোক জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে রয়েছেন: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও মিজানুর রহমান শেফাজ, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আজাদ ও জুয়েল চৌধুরী, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃদিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান ও মাসুদুল হক সানু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ খসরু, পেনসিলভেনিয়া বিয়ানীবাজার সমিতির পক্ষ থেকে মাসুক উদ্দিন, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির ইউএসএ'র সভপতি তজমুল হোসেন ওস-ধারণ সম্পাদক, জাবেদ উদ্দিন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

১২ ফেব্রুয়ারী থেকে ট্যাক্স ফাইল

(শেষের পাতার পর)

পড়েন তাদের রিটার্ন পেতে যাতে দেরী না হয় সে লক্ষে অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। আইআরএস এর তথ্যবাতায়ন থেকে আরো জানা গেছে পরিবর্তন আনা হয়েছে আইনে আর সে আইনে যারা স্টিমুলাস চেক পাননি তারা রিকোভারী রিবেট ক্রেডিট হিসেবে তাদের ২০২০ সালের ট্যাক্স রিটার্নের সাথে সেই অর্থ পাবেন।

দ্রুত রিটার্ন পাওয়ার জন্য আইআরএস ইলেকট্রনিক পদ্বতিতে ট্যাক্স রিটার্ন করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। যাতে সব কিছু ঠিক থাকে এবং আইাারএস ফাইল জমাদানকারীকে ডাইরেক্ট ডিপোজিট করতে পারে সরাসরি একাউন্টে। ১২ ফেব্রুয়ারীর আগে ট্যাক্স ফাইল জমা দিলে তা গ্রহনযোগ্য হবেনা তবে সংশ্লিস্টরা আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে পারেন। আইআরএস কমিশনার চাক রেটিগ বলেছেন ইকোনমিক ইমপেক্ট পেমেন্ট যথাযথভাবে ও সময়মত আমেরিকানদের কাছে পৌছে দিতে ইতিমধ্যে আইআরএস বা কেন্দ্রীয় রাজস্ব বিভাগ প্রশংসিত হয়েছে। পনেডামিকের সময় ট্যাক্স রিটার্ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তারা বদ্বপরিকর। তিনি আরো জানান গত বছর গড়ে পরিবার প্রতি ২৫০০ ডলার ট্যাক্স রিফান্ড দেয়া হয়। এ বছর ১ কোটি মানুষ ট্যাক্স রিটার্ন করবে বলে তিনি আশা করেন। ট্যাক্স কমিশনার উল্লেখ করেন যে পাথ অ্যাক্ট অনুযায়ী তারা আর্নড ইনকাম ট্যাক্স ক্রেডিট অথবা এডিশনাল চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট এর অর্থ ইস্যু করতে পারবেননা মধ্য ফেব্রুয়ারীর আগে। তবে মার্চের প্রথম সপ্তাহে ইলেক্ট্রনিক পদ্বতিতে রিটার্ন জমাদানকারীরা রিটার্ন জমা পাওয়ার আশা করছেন। এবারও ট্যাক্স ফাইলে ভুল তথ্য প্রদান কিংবা জালিয়াতি না করার জন্য হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে আইআরএস এর পক্ষ থেকে। ভুলে অন্যের স্টিমুলাসের টাকা একাউন্টে জমা হলে তা ফেরত দেয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে আইআরএস রিটার্ন জমাদানকারীরা কবে টাকা পাবেন সেটি জানার জন্য ট্যাক্স ফাইল জমাদানীকারীদের জন্য সুযোগ রেখেছে। হোয়ারস মাই রিফান্ড এ ক্লিক করে সংশ্লিস্টরা তা জানতে পারবেন। তবে তাদেরকে আইআ-রএসডট গভ ওয়েবসাইটে যেতে হবে। আইআরএস আগেই জানিয়েছে স্টিমুলাস এর উপর কোন কর ধার্য্য করা হবেনা। দুই দফা যারা স্টিমুলাস এর অর্থ পেয়েছেন তাদেরকে এই অর্তের জন্য কোন ট্যাক্স দিতে হবেনা।

ট্যাক্স ফাইলিং এর শেষ তারিখ আগামী ১৫ এপ্রিল। রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন প্রফেসার এহতেশামুল হক, সাউথইস্ট ইউএসএ গ্রুপ ইনক। ফোন ৯১৭-৫৬৬-১৬১২।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

জো বাইডেনের অভিষেক যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বের জন্য এক বড় সুখবর

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন। ২০ জানুয়ারী বুধবার স্থানীয় সময় ১১টা ৪৮ মিনিটে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে শপথ নিয়েছেন তিনি। তার আগে শপথ নিয়েছেন নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বলা বাহুল্য, ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে তারা দুজন শপথ নিয়েছেন। একদিকে করোনাভাইরাস, অন্যদিকে বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রেখে যাওয়া বিভক্ত সমাজ-এ দুই কারণে শপথ অনুষ্ঠানটি আগের মতো থাকতে পারেনি। বস্তুত করোনাভাইরাসজনিত বিপর্যয়কর পরিস্থিতি, মহামারির কারণে নাজুক অর্থনীতি, ভেঙে পড়া পররাষ্ট্রনীতি, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের চরম অসহযোগিতা ও সহিংসতার আশঙ্কার মধ্যে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে জো বাইডেনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। অনুষ্ঠানে ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুপস্থিত থেকে তার অগণতান্ত্রিক চরিত্র আবারও পরিস্ফুট করেছেন। শপথ অনুষ্ঠানের বক্তব্যে জো বাইডেন বলেছেন, 'আজ আমেরিকার বিজয় দিবস, আজ গণতন্ত্রের বিজয় দিবস। এ মুহূর্তে আমরা বলতে পারি, গণতন্ত্র জয়ী হয়েছে।'

জো বাইডেন এমন এক সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, যখন সেখানে বিরাজ করছে এক বিভক্ত সমাজ। ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'শ্বেতাঙ্গরাই শ্রেষ্ঠ' নীতি আমেরিকাকে এমন এক সমাজে পরিণত করেছে, যা গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বাইডেনও উপলব্ধি করেছেন এই সত্য। আর তাই তিনি অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে বলেছেন, 'কঠিন ও সমস্যাসংকুল সময়ে আমরা বাস করছি।

এ সমস্যা থেকে উত্তরণে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আত্মা ও তার ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে যা প্রয়োজন, তা হলো ঐক্য।' বলা বাহুল্য, আমেরিকার জনগণের এই ঐক্য মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করে গেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমরা চাইব, আমেরিকার হারানো ঐক্য পুনরুদ্ধারে জো বাইডেন গণতান্ত্রিক চেতনায় আন্তরিকভাবে কাজ করে যাবেন। বাইডেনের জন্য দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ হলো করোনাভাইরাস মোকাবিলা করা।

যুক্তরাষ্ট্রের চার লাখ মানুষ ইতোমধ্যেই করোনাভাইরাসের কারণে মারা গেছেন। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দেশটির অর্থনীতি। সেখানে বেড়েছে বেকারত্ব। এই প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে তাকে। বাইডেনের তৃতীয় চ্যালেঞ্জ হলো ট্রাম্প যুগের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন সাধন করা। গত চার বছরে বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হৃত ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি কতটা সফল হন, তা দেখার অপেক্ষায় রইলাম আমরা।

জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় বাংলাদেশের জন্য তা এক আশীর্বাদ বলা যায়। বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত অভিবাসীদের প্রতি সংবেদনশীল বলেই পরিচিত। তিনি অভিবাসন নীতিতে যে পরিবর্তন আনার কথা বলেছেন, তাতে বিশেষত অবৈধ অভিবাসীরা বৈধতা লাভ করবেন। এতে বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশী অভিবাসীর জীবনে স্বস্তি ফিরে আসবে, যা আমাদের রেমিটেন্সের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বৈকি। দ্বিতীয়ত, জিএসপি সুবিধাপ্রাপ্তির প্রশ্নেও বাইডেনের ওপর আমরা আস্থা রাখতে পারি।

তৃতীয়ত, বাইডেন বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন পুরো প্রজন্মের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই প্রেক্ষাপটে তিনি ২০১৫ সালের জলবায়ু চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ফেরত আনবেন। বলা বাহুল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের দিক থেকে বাংলাদেশ একটি নাজুক দেশ। যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু চুক্তিতে ফেরত এলে বাংলাদেশের জন্য তা ইতিবাচক ফল বয়ে আনতে পারে।

চতুর্থত, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রেও বাইডেনের যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক ভূমিকা রাখতে পারে বৈকি। অবশ্য এ ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। এক কথায়, বাইডেনের শাসনামলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নিবিড় অংশীদারিত্ব তৈরি করা গেলে আমাদের জন্য তা অনেক সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক ক্ষেত্রে বাইডেন প্রশাসনের সাফল্য কামনা করছি।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

কত দূর যেতে পারবেন জো বাইডেন

আবদুল মান্নান

বিশ্বের মুরব্বি বলে খ্যাত যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০ জানুয়ারী শপথ নিলেন ৭৮ বছর বয়স্ক জো বাইডেন। সঙ্গে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস, যাঁর মা ভারতীয় ও বাবা ক্যারিবিয়ান। বাইডেন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট। রোনাল্ড রিগান যখন প্রথমবার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৯। বাইডেন তাঁকে টপকে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, পরবর্তীকালের ঘটনাবলি, শপথ গ্রহণ দিনের প্রস্তুতি–সব কিছু সেই দেশের ইতিহাসে একাধিক নানা তর্ক-বিতর্ক জন্ম দিয়ে স্মরণ করার মতো বিষয় হয়ে থাকবে। নির্বাচনী প্রচারের শুরু থেকে বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, তিনি হারতে পারেন না আর যদি তিনি না জিতেন, তাহলে তিনি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেবেন না। ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো শালীনতা বোধ ছিল না। তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রার্থী জো বাইডেনকে সব সময় তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে কথা বলতেন। বাইডেন দীর্ঘদিন ধরে সিনেটর ছিলেন, পরবর্তীকালে বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। কমলা হ্যারিস একজন তুখোড় আই-নজীবী থেকে সিনেটর হয়েছিলেন। তাঁর মা-বাবা দুজনই উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত। সেই তুলনায় ট্রাম্পের কোনো রাজনৈতিক অতীত ছিল না। তিনি একজন ব্যবসায়ী। অভিবাসী পিতামহ ছিলেন পতিতার দালাল। ১৯৯১ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ট্রাম্পের মালিকানাধীন পাঁচটি হোটেল ও ক্যাসিনো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশ থেকে ট্রাম্পের কম্পানি বিপুল পরিমাণের তৈরি পোশাক আমদানি করে। অন্য ১০ জন মার্কিনের মতো তিনিও একজন অভিবাসীর সন্তান ছিলেন। ট্রাম্পের স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্প ২০০৬ সালে মার্কিন নাগরিকত্ব পান। ছিলেন মডেল।

২০১৬ সালে যখন ট্রাম্প ডেমোক্র্যাট প্রার্থী সাবেক ফার্স্ট লেডি ও বারাক ওবামার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন মানুষ প্রথম তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত হয়। সবার ধারণা ছিল হিলারি বুঝি জিতে যাবেন। হিলারি ট্রাম্পের চেয়ে ৩০ লাখ বেশি সাধারণ ভোটারের সমর্থন পেয়েও ট্রাম্পের কাছে হেরে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের জটিল নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কারণে। শুরুতে একজন অজানা ট্রাম্প কেমন প্রেসিডেন্ট হবেন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সে প্রশ্ন ছিল অনেকের। তবে ট্রাম্প যখন তাঁর নির্বাচনী প্রচারণা করছিলেন, তখন বোঝা গিয়েছিল নির্বাচনে বিজয়ী হলে কেমন প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি। বোঝা গিয়েছিল চারিত্রিকভাবে তিনি ছিলেন মারাত্মক একরোখা এবং নিজেকে ছাড়া অন্যকে তেমন একটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁর নৈতিকতা ছিল একেবারেই অনুল্লেখ্য। দেহ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক ছিল তা তিনি কখনো গোপন করেননি। দেশ ও সরকার কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান একজন হাই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সমপর্যায়েরও ছিল না। ট্রাম্পের কথাবার্তায় সব সময় মনে হতো তিনি কোনো গণতান্ত্রিক দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য লড়াই করছেন না, করছেন একজন স্বৈরাচার হওয়ার জন্য। তিনি যখন দায়িত্ব নেওয়ার সময় তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'আমেরিকা হবে আমেরিকাবাসীর জন্য' তখন বস্তুতপক্ষে তিনি ঘোষণা করেছেন আমেরিকা হবে সাদাদের, অন্যরা, যেমন–কালো, হিস-পানিক, এশীয়, চীনা, মেক্সিকান প্রভৃতি দেশ বা অঞ্চলের মানুষের জায়গা যুক্তরাষ্ট্র নয়। ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বায়নের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের যেসব কর্মকান্ড দেশের বাইরে চলে গেছে তা তিনি আবার দেশে ফিরিয়ে আনবেন, যা বাস্তবে তেমন একটা সম্ভব নয়।

আজ থেকে প্রায় ৬০ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্সি নিয়ে লিখে রিচার্ড নিউস্টাডাট বেশ যশ ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, হোয়াইট হাউস কোনো আনাড়ির জায়গা নয়। চার বছর মেয়াদকালে ট্রাম্প তাঁর পদের মর্যাদা কখনো বুঝতে পারেননি। আচরণ করেছেন একজন নিম্নমানের আনাড়ির মতো। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মিডিয়া হিসাব করে দেখিয়েছে ট্রাম্প গত চার বছরে গড়ে প্রতিদিন



২১টি মিথ্যা কথা বলেছেন। বিশ্লেষকরা বলেছেন, অজ্ঞতা ছিল ট্রাম্পের বৈশিষ্ট্য আর নিজ দেশের সংবিধান বা ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না। তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে তিনি তাঁর একান্ত বশংবদ ফক্স টিভির সংবাদ ও তথ্যের বাইরেও যে একটি বাস্তব জগৎ আছে, তা বিশ্বাস করতে অস্বীকার করেছিলেন। বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি ও সামরিকভাবে শক্তিশালী দেশের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালনে তিনি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রশাসনের কেউ যুক্তি দিয়ে কথা বললে বা দ্বিমত করলে তিনি তাঁকে তাৎক্ষণিক ছাঁটাই করতে দ্বিধা করতেন না। এর ফলে শেষের দিকে ট্রাম্পের প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। তাঁর কর্মকান্ডের কারণে তিনি বর্ণবাদীদের ঈশ্বর হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল তিনি নিজের স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতেন। ট্রাম্প যুগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই দেশের শিল্প-কারখানা। এর অন্যতম কারণ চীনের সঙ্গে সৃষ্ট বাণিজ্যযুদ্ধ (ট্রেড ওয়ার)। চীন থেকে আমদানি করা সব পণ্যের ওপর তিনি বাড়িয়ে দিলেন শুল্ক ও নানা ধরনের কর। এর প্রভাব পড়ল যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন ব্যয়ের ওপর, যার ফলে এসব পণ্যের চাহিদা কমে গেল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে। শেষের দিকে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই দেশের গাড়ি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। এর ফলে বেকারত্ব বেড়ে গেল জ্যামিতিক হারে। এটি বেশি হয়েছে ট্রাম্পের করোনা অতিমারিকে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে। তিনি তখন এতই বেপরোয়া যে একজন প্রেসিডেন্ট হয়েও তিনি বলছেন, এই অতিমারি চীনের সৃষ্টি, তাদের দেশকে কোনো ক্ষতি করবে না, এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিজের দেশের বিশেষজ্ঞ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন পরামর্শ দিল অতিমারি থেকে সুরক্ষার জন্য মাস্ক পরতে, ট্রাম্প সবাইকে অবাক করে দিয়ে নির্দেশ দিলেন কোনো সরকারি ভবনে মাস্ক পরা যাবে না। এটা নাকি সন্ত্রাসীরা পরে। ফলে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে এই পর্যন্ত চার লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে করোনার কারণে। ধারণা করা হচ্ছে, আরো এক লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে প্রত্যাহার করে নিতে নির্দেশ জারি করলেন।

শেষ পর্যন্ত নভেম্বরের নির্বাচনে বিনয়ী জো বাইডেন ও তাঁর রানিং মেট কমলা হ্যারিস ট্রাম্পকে হারিয়ে দিলেন। ট্রাম্প বললেন, নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। আসল বিজয়ী তিনি। মানেন না তিনি এই নির্বাচনী ফল। ছাড়বেন না ক্ষমতা। উসকে দিলেন তাঁর বর্ণবাদী গুন্ডাদের। তারা রাস্তায় বের হলো আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। আমাদের দেশের যেসব রথী-মহারথী সুযোগ পেলেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ছুটে যান 'বাংলাদেশে গণতন্ত্র নেই' বলে নালিশ করতে, তাঁরা এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত নিশ্চুপ। গত ৬ জানুয়ারী ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে (বলা যেতে পারে সে দেশের সংসদ ভবন) যখন নির্বাচনী ফল ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা চলছিল, তখন ঘটে গেল সেই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ঘটনা। ফল ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতার সভায় পদাধিকারবলে সভাপতিত্ব করছিলেন ট্রাম্পের ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। কাছেই হোয়াইট হাউস। তার কাছেই একটি পার্কে ট্রাম্পের আমন্ত্রণে জড়ো হয়েছিল তাঁর কয়েক হাজার উগ্র বর্ণবাদী সমর্থক। ট্রাম্প কোনো রাখঢাক না করেই বললেন, ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে তাঁর বিজয় ছিনিয়ে নেওয়ার সব আয়োজন চলছে। সমর্থকদের আহ্বান জানালেন তারা যেন কালবিলম্ব না করে সেখানে অভিযান চালায়। তিনিও তাদের সঙ্গে থাকবেন। হ্যাঁ, এটি ঘটেছিল গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী যুক্তরাষ্ট্রে। পরবর্তী দৃশ্য ছিল ভয়াবহ। হাজার হাজার ট্রাম্প সমর্থক, অনেকে সশস্ত্র অবস্থায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্যাপিটল ভবনে। নিরাপত্তাকর্মীরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত। ভেতরে অবস্থানরত কংগ্রেস ও সিনেটের কয়েক শ সদস্য যেখানে আত্মগোপন করলেন। একদল দুর্বৃত্ত ফাঁসির দড়ি নিয়ে মাইক পেন্সকে খুঁজতে

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

জিনুয়ারী	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১
ফজর	৫.৫১	৫.৫০	৫.৫০	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৪৮	৫.৪৭
সূর্যোদয়	৭.১১	৭.১০	৭.০৯	৭.০৮	৭.০৭	৭.০৬	৭.০৫
জোহর	১২.০৮	১২.০৮	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯	১২.০৯
আসর	৩.২৫	৩.২৬	৩.২৭	৩.২৮	৩.২৯	৩.৩১	৩.৩২
মাগরিব	৫.০৬	৫.০৮	৫.০৯	৫.১০	৫.১১	৫.১২	৫.১৩
এশা	৬.২৪	৬.২৬	৬.২৬	৬.২৭	৬.২৯	৬.৩০	৬.৩১

গৃহপালিত বিরোধী দলের উদ্ভাবকের আত্মকথা



গোলাম মাওলা রনি

আমি যখন গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতা হয়েছিলাম তখন পৃথিবীর কোনো ব্যাকরণ কিংবা অভিধানে 'গৃহপালিত বিরোধী দল' শব্দগুলো সংযোজিত হয়নি। ফলে একজন নেতা হিসেবে কিভাবে অন্য কোনো নেতার গৃহপালিত হয়ে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আমি মাসের পর মাস নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি। প্রকৃতিতে যেসব প্রাণী গৃহপালিত হিসেবে সফল এবং প্রশংসিত আমি গভীর অনুসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে সেসব প্রাণীকে বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। অন্য দিকে যেসব মানুষ নিয়মিত গৃহপালিত পশু-পাখি লালন-পালন করেন তাদেরও পর্যবেক্ষণ করেছি। তারপর একজন গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতার বৈশিষ্ট্য আচরণ-সংলাপ-অঙ্গভঙ্গি, পোশাক, খাবার-দাবার, পানীয়, বাসস্থান এবং পরিবেশ কী রূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে গবেষণালব্ধ ম্যানুয়াল তৈরি করেছি। পরিশেষে রাত-দিন পরিশ্রম করে রিয়ার্সাল দেয়ার পর অপারেশনে নেমে সাফল্য পেয়েছি।

বহু বছর আগে যে সংগ্রাম শুরু করেছিলাম, তা আজ রীতিমতো মহীরুহে পরিণত হয়েছে। গৃহপালিত শব্দটি দুনিয়াজুড়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং তাবৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই, প্রামাণ্য চিত্র, চলচ্চিত্র, নাটক-কবিতা-গল্প থেকে শুরু করে মহাকাব্যের মাধ্যমে বহুরূপী গৃহপালিত মানুষের যেভাবে শ্রেণীবিন্যাস ঘটানো হয়েছে তাতে আমি রীতিমতো অভিভূত। আজকের দুনিয়ায় পশু-পাখি-মানুষ এবং রোবটকেন্দ্রিক চতুর্মুখী গৃহপালিত পণ্য যেভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর। ফলে পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি, নৃত্যকলা, বিনোদন, বিদ্রোহ-বিপ্লব, যুদ্ধ ও প্রেমের মতো মানবিক কর্মকান্ডে গৃহপালিত প্রাণী এবং বোবটের দাপট যেভাবে বেড়েছে তা শেষ পর্যন্ত কোন উচ্চতায় গিয়ে ঠেকে তা ভাবতে গিয়ে বারবার রোমাঞ্চিত হই।

আজকের দিনে যখন জীবন ও জীবিকার সর্বত্র গৃহপালিত লোকজনের সফলতা দেখি, তখন আবেগে আমার কান্দন চলে আসে। যখন দেখি অনেক মানুষ একই সাথে গৃহপালিত হওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করছে এবং নিয়োগ লাভের জন্য বাহারি চেষ্টা তদবিরের পাশাপাশি তাবিজ-কবজ, জাদু-টোনা-বাণ, পুজো-অর্চনাসহ অশ্বমেধযজ্ঞের আয়োজন করছে তখন আনন্দে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে পড়ি। যখন দেখি আমার মানস পুত্র-কন্যা এবং নাতি-পুতিরা অর্থ-বিত্ত, পদ-পদবি হাসিল করার পর সমাজের সৎ-যোগ্য-নীতিবান এবং জ্ঞানীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ওসব লোকের জবানে তালা মেরে দিয়েছে এবং মাথার ওপর হাজারো দায়দেনার বোঝা চাপিয়ে মস্তক অবনত করতে বাধ্য করছে এবং সর্বোপরি তাদের নীতিকথা শুনাচ্ছে তখন গর্বে আমার বুকের ছাতি ফুলে যায়।

যখন দেখি যে, আমার দেখানো পথ অনুসরণ করে আমার চেয়ে অনেক নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা-দীক্ষা-মেধা-মননের অধিকারী লোকজন আমার উদ্ভাবিত কলা-কৌশলের সফল প্রয়োগ ঘটিয়ে খুব সহজে ক্ষমতাধরদের গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তখন মনে হয়, ইহজীবনে আমার আর চাইবার কিছুই নেই। সন্তানের সফলতা বিশেষত কোনো সন্তান যদি পিতাকে অনুসরণ করে পিতার সফলতাকে অতিক্রম করে তখন পিতা যেরূপ গর্ব অনুভব করে তদ্রূপ আমিও হাল আমলের গৃহপালিত প্রাণীর মাত্রাতিরিক্ত প্রজনন, বংশবৃদ্ধি এবং ফুলে-ফেঁপে বটবৃক্ষ হওয়ার দৃশ্য দেখে গর্ব অনুভব করছি। অথচ কর্মটি যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন এককভাবে আমাকে কতটা জুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তা স্মরণ করলে আজো ভয়ে শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যখন সিদ্ধান্ত নিলাম যে, একজন সফল গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে দেশ-জাতি এবং সংসদকে বিনোদিত করব তখন আমাকে কী কী বিষয়ে অনুশীলন করতে হয়েছিল তার কিছু ফিরিস্তি দিলেই আমার কষ্টের দিনগুলো সম্পর্কে আপনারা আন্দাজ করতে পারবেন।

আমার আরাধ্য কর্মে সফলতা লাভের জন্য সর্বপ্রথমে আমার মেরুদন্ড, চোয়াল, মাথা, ঠোঁট, জিহ্বার ব্যায়াম শুরু করলাম। দ্বিতীয় ধাপে আমার হাত, কোমর-পা এবং বিশেষ অঙ্গের লেফট-রাইট করার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অর্জনের চেষ্টা চালাতে থাকলাম। এরপর আমার চিন্তা, কথা-বার্তা, হাসি-তামাশার কার্যপ্রণালী বিধি রচনা করে ভোগ-বিলাস-আহার-নিদ্রার সাথে সমন্বয় করলাম। সবশেষে আমার দৃষ্টি, ঘ্রাণশক্তি এবং অনুভূতিকে মালিকের কদম মোবারকে নিবেদন করে রীতিমতো রোবটে পরিণত হলাম। আমার পরিচালনা শক্তিকে রিমোট কন্ট্রোল যন্ত্রের মধ্যে ঢুকিয়ে সেই যন্ত্রটিকে মালিকের হাতে সমর্পণ করে পুতুলের মতো নাচার জন্য দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে প্রস্তুত রাখতে আরম্ভ করলাম।

উল্লেখিত অনুশীলন চালাতে গিয়ে আমি কিরূপ কষ্ট করেছি তা যদি বিস্তারিত না বলি তবে আপনারা গৃহপালিত রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠী এবং এসব দলের ও গোষ্ঠীর নেতানেত্রীদের হাল হকিকত সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন না। আমি সবার আগে আমার মেরুদন্ডটির ব্যাপারে নজর দিলাম। সার্কাসের লোকদের মতো আমি যেন আমার পুরো শরীর ডানে-বামে এক শত আশি ডিগ্রি এবং সামনে পেছনে তিন শত ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকাতে পারি সেই চেষ্টা করতে শুরু করলাম। তারপর নিজের দুই পায়ের মধ্যে চিৎ হয়ে উল্টো দিক দিয়ে মাথাটি ঢুকিয়ে যেন মালিকের ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে কিলবিলিয়ে হাসতে পারি এমনতর অনুশীলন করতে গিয়ে আমার কী যে কষ্ট হতো সেটি যদি লোকজন একটু অনুভব করত তবে কিছুটা হলেও শান্তি পেতাম।

মেরুদন্ডকে আমার মালিকের ইচ্ছায় আঁকাবাঁকা করার যোগ্যতা অর্জন করার পর আমি আমার চোয়াল দাঁত ঠোঁট এবং জিহ্বাকে মালিকের কাজে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলাম, মালিকের ইচ্ছার সাথে তাল মিলিয়ে কথা বলা- হাসি কিংবা কান্না করা, কোনো কিছু চুম্বন করা অথবা কোনো আকর্ষণীয় বা সম্মানীয় বিষয়বস্তুর ওপর ঘৃণা মিশ্রিত থুথু নিক্ষেপ করা এবং সর্বোপরি মালিকের শত্রুদের বেধড়ক কামড়ানোর যোগ্যতা অর্জনের অনুশীলন করতে গিয়ে আমি সত্যিই মহা ঝামেলায় পড়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম যে, আমার শ্রবণশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জিহ্বার স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা নিয়ে কোনো অবস্থাতেই অন্যের ইচ্ছায় চোয়াল-ঠোঁট-দাঁত-জিহবা ব্যবহার করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত আমার মনমস্তিষ্ক যদি স্বাভাবিক মানুষের মতো কাজ করে তাহলেও কাঙ্ক্ষিক্ষত সফলতা আসবে না। মনের যে জায়গাটিতে মায়া মমতা দরদ উথলে ওঠে সেখানে বিষের ভান্ডার স্থাপন এবং মস্তিষ্কের যেখানে ভালো চিন্তার মেশিন বসানো রয়েছে সেটিকে অকার্যকর করাটা যে জরুরি তা আমি খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছিলাম।

আমার সমস্যাগুলো নিয়ে চেনাজানা অনেকের সাথেই কথা বললাম। কিন্তু কেউই আমাকে পরামর্শ দিতে পারল না। আর পারবেই বা কিভাবে! কারণ মানুষের মনমস্তিষ্ক থেকে সাধারণত ওসব বের হবে না। এ অবস্থায় আমি মানুষ বাদ দিয়ে অমানুষের খোঁজে বের হলাম এবং যারা অতীন্দ্রিয় বিষয়াদি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে সেরকম কাপালিকদেরও খুঁজে বের করলাম। যখন তাদের পেলাম এবং তাদের পরামর্শগুলো শুনলাম তখন এক অনাহূত বিজয়ের আনন্দে পতঙ্গের মতো খুশিতে নাচতে শুরু করলাম। যথাযথ অনুশীলন কিছু নির্ধারিত নোংরা খাবার ভক্ষণ, পূতি দুর্গন্ধময় স্থানে রাত যাপন, কিছু অশ্লীল কর্ম সম্পাদন এবং কাপালিকদের সান্নিধ্যে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত করার পর আমি টের পেলাম যে আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় কাংখিত মাত্রায় ভোঁতা হয়ে গেছে। বিবেক বলে কিছু আর অবশিষ্ট নেই। আমি এমন এক প্রেতাত্মায় পরিণত হলাম যে কিনা তার মালিকের সব নোংরা আদেশ নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালনে সক্ষম।

নিজের কর্ম সম্পর্কে আস্থাশীল হওয়ার পর আমি যথারীতি আমার মালিকের দরবারে হাজির হলাম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলেন যে, আমার মধ্যকার মনুষ্যত্ব, শরীরের পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মেরুদন্ডসহ অন্যান্য পৌরুষত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো বিলীন হয়ে গেছে। তিনি কেবল মুচকি মুচকি হাসতে থাকলেন। তার সেই হাসি দেখে আমার শরীরের মধ্যে এক ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত হতে থাকল। আমি নতজানু হয়ে তার পায়ের ওপর পড়ে গেলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বোলালেন তারপর বারকয়েক পিঠের ওপর মৃদ্যু চপেট-াঘাত করে মেরুদন্ডের হাড্ডিগুলোর অবস্থা অনুমান করলেন এবং সম্ভবত আমার নতজানু হওয়াটা পছন্দ করলেন। আমি মাথা নুয়ানো অবস্থাতেই মালিকের অট্টহাসি টের পেলাম। তিনি দয়া করে আমার চুল ধরে মৃদু টান দিলেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম।

উল্লেখিত ঘটনার পর আমার চাকরি হয়ে গেল। আমি মানবজাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গৃহপালিত বিরোধী দলের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হলাম। আমার সর্বশক্তি নিয়োগ করে রাজনীতিতে বিনোদন এবং জাতীয় জীবনে সর্বনাশ করার জন্য বিরাট এক সার্কাস পার্টি গঠন করে ফেললাম। জনগণ যাতে যুগপতভাবে বিভ্রান্ত এবং বিনোদিত হয় সেসব কথা ও কাজের সমন্বয় করে ঝড়ের গতিতে এগোতে থাকলাম। আমার নিয়োগকর্তার যাবতীয় অবৈধ অভিলাষ, চারিত্রিক বিভ্রাট, অশ্লীল কর্মকান্ড, দুর্নীতি, অনাচার, ব্যভিচার, যথেচ্ছাচার, স্বৈরাচার ইত্যাদি সব নারকীয় কর্মকে উপাদেয়রূপে নিজে ভোগ করে তৃপ্তি লাভের ভান করলাম এবং অন্য অনেকের ওপর তা চাপিয়ে দিলাম। ফলে রাজকোষের অর্থ, ক্ষমতা, জনগণের হক, মানসম্মান, ইজ্জত ইত্যাদি হরণ করার ক্ষেত্রে আমি ও আমার নিয়োগকর্তার মধ্যে এক অলিখিত সমঝোতা হয়ে গেল।

আমার মালিক আজ আর নেই। ফলে আমিও তার দেয়া সেই ভোগবিলাস মদ বাৎসল্য পাচ্ছি না বটে কিন্তু আমার কুকর্মজাত অঢেল সম্পদ আজো সাধারণ মানুষের চক্ষু চড়ক-গাছ বানিয়ে ফেলে। ফলে যে বিষবৃক্ষ আমি রোপণ করেছিলাম তার বিষক্রিয়া বিস্তার লাভ করতে করতে সমাজ সংসারের রাজনীতি-অর্থনীতি, চাকরি-চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচার, গল্প-কবিতা, নাটক-সিনেমা ইত্যাদি সবকিছুকে বিষময় করে তুলেছে। বিষের নেশায় পাগলপারা হওয়ার জন্য আমার মতো লাখ লাখ ধড়িবাজ, ফেতনাবাজ, চালবাজ, তেলবাজ প্রভৃতি শ্রেণিপেশার মনুষ্যরূপীরা পরস্পরের সাথে প্রতিযোগিতা করে নিজ নিজ সেক্টরে গৃহপালিত প্রাণী হওয়ার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে।

যখন আমার কুকর্ম শুরু করেছিলাম তখন ভেবেছিলাম হয়তো আমিই প্রথম এবং আমিই শেষ। আমি আরো ভেবেছিলাম যে, রাজনীতির বাইরে অন্য কোনো শ্রেণিপেশায় গৃহপালিত মনুষ্যরূপী অমানুষের বিস্তার ঘটবে না। কিন্তু মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ব্যবধানে আমার উদ্ভাবন যে এতটা বিস্তার লাভ করবে এবং নিজের উদ্ভাবন সম্পর্কে আমার আশাবাদকে ভুল প্রমাণ করে দেবে তা আমার মন ঘুণাক্ষরেও অনুমান করতে পারেনি। আজ আমার লাখ লাখ মানসপুত্র-কন্যা নাতি-পুতিরা যেভাবে দুর্নীতির উল্লাস নৃত্যের উৎসব করছে তা দেখে জীবন সায়াহ্নে মনে হচ্ছে– ইস! আরেকটি বার যদি ক্ষণেকের তরে হলেও পুরনো পদটি ফিরে পেতাম তাহলে না জানি কতই মজা হতো!

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

আমি যখন গৃহপালিত বিরোধীদলীয় নেতা হয়েছিলাম তখন পৃথিবীর কোনো ব্যাকরণ কিংবা অভিধানে 'গৃহপালিত বিরোধী দল' শব্দগুলো সংযোজিত হয়নি। ফলে একজন নেতা হিসেবে কিভাবে অন্য কোনো নেতার গৃহপালিত হয়ে সর্বোচ্চ ফায়দা হাসিল করা যায় সেসব বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আমি মাসের পর মাস নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি।

আমেরিকার ইতিহাসে নতুন সূর্যোদয়!

অভিনন্দন বাইডেন-হ্যারিস সরকার



আসেফ বারী

আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র। তাঁর সঙ্গে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে দায়িত্বভার নিলেন কমলা দেবী হ্যারিস। কোভিড বিধিনিষেধ মেনে ছিমছাম অনুষ্ঠানে আগামী চার বছরের জন্য এই গুরুদায়িত্বগ্রহণ করলেন ৭৮ বছর বয়সী জো বাইডেন।

এর আগে বারাক ওবামার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে ২০০৮-২০১৬ দায়িত্ব সামলেছেন জো বাইডেন। কিন্তু এবার চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। কোভিডের লড়াই তো আছেই, সামলাতে হবে দুর্বল হয়ে পড়া অর্থনীতিকে। আমি বিশ্বাস করি, তিনি (বাইডেন) যুক্তরাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং কার্যকরী দিকনির্দেশনা দেবেন।' ট্রাম্প আমলে কলেবরে বেড়েছে বিশ্বে চীনের শক্তি। একই সঙ্গে আছে রাশিয়ার রক্তচক্ষু। এছাড়াও ট্রাম্পের জমানায় সারা বিশ্বেই কমেছে আমেরিকান প্রভাব। একের পর এক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আমেরিকাকে হাসির খোরাক করে তুলেছিলেন ট্রাম্প। এই সবকে সামলে এগুতে হবে জো-কে।

এদিকে প্রথমবার কোনও ভারতীয় ও আফ্রিকান বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট হলেন। এই প্রথমবার কোনও নারী হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফলে দুই হাত উপুড় করে মহিলারা, কৃষ্ণাঙ্গরা ও এশিয়ানরা ভোট দিয়েছেন ডেমোক্র্যাটদের। আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তেও তাঁর মা-র কথা স্মরণ করেছেন কমলা। সব ছেড়ে অনিশ্চিতের পথে যেদিন তামিলনাড় থেকে আমেরিকা যান শ্যামলা গোপালন, সেদিন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তাঁর মেয়ে একদিন ইতিহাস গড়বে সেই জন্যই হয়তো ল্যান্ড অফ ড্রিমস বলা হয় আমেরিকাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন শপথ গ্রহণ করার আগেই মুসলমানদের জন্য স্বস্তির খবর আসতে শুরু করেছে। ডেমোক্র্যাট নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসে 'নো ব্যান অ্যাক্ট' নামের আইন প্রস্তাব পাস হয়েছে। মুসলমান প্রধান ১৩টি দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে জো বাইডেনের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথেই, বিলটি আইনে পরিণত হলে ধর্মীয় কারণে কোনো ভবিষ্যৎ আমেরিকান প্রেসিডেন্টও অভিবাসন নিয়ে বৈষম্য করতে পারবেন না বলে বলা হচ্ছে।

লেখক: সিইও, বারী হোম কেয়ার। নিউইয়র্ক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

Digital Travel Astoria

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

গণতন্ত্রের শক্তি

চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল



অনেক উৎসাহ, উদ্দীপনা, দুঃশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার পর জো বাইডেন আমিরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহন করলেন। একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন ও অনেক অনিশ্চয়তার পর নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাগ্রহন অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। গত দেড় মাসের ঘটনাবলী বিশেষ করে ৬ জানুয়ারী ক্যাপিটল হিল আক্রমণের পর অনেকে আমেরিকার গণতন্ত্রের সমালোচনা করছেন। কিন্তু আমি মনে করি এটাই বাস্তবতা, এটাই আমেরিকার গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য। পরাজিত রাষ্ট্রপতি কোনভাবেই ক্ষমতা আকড়ে থাকতে পারেননি। নির্বাচনে পরাজিত হলেও ডোনাল্ড ট্রাম্প উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের ভোট পেয়েছেন। এত ভোট পাওয়ার পরও পুণঃনির্বাচিত হতে না পারাটা স্বাভাবিকভাবেই তার জন্য ছিল হতাশাজনক। ক্ষমতায় থাকার জন্য নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ সহ নানা কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তিনি। কিন্তু এ প্রচেষ্টায় খুব কম সংখ্যক মানুষকেই কাছে পেয়েছেন। আমরা বাংলাদেশের জনগন কি এমনটা আশা করতে পারি।

আমেরিকার আড়াইশ বছরের ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের মত দু'একজন ক্ষমতায় আসতেই পারেন। পৃথিবীটা স্বর্গ নয়, মানুষও ফেরেশতা নয়। লক্ষ্যনীয় ব্যাপার আমেরিকার জনগন নৈতিকতার প্রশ্নে আপোষ করেনি। তাদের অনেকেই ট্রাম্পের সমর্থক হলেও নেতার অন্যায় ডাকা সাড়া দেয়নি। যদি দিত তাহলে ২০ জানুয়ারীর শান্তিপূর্ণ অভিষেক সম্ভব ছিল না। জো বাইডেনের জয়কে বৈধতা দিতে সংসদের উভয় কক্ষে রিপাবলিকানদের অনেক সদস্য ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। বাংলাদেশে কি এমনটা ভাবা যায়।

বাংলাদেশে আপনি যে দলেই যোগ দিন প্রথম দিন থেকেই আপনাকে ভেড়া হয়ে থাকতে হবে। আপনার কোন চাহিদা নেই, কোন আশা আকাঙ্খা নেই। নেতার ডাকে সাড়া দেওয়াই আপনার কাজ। নেতা যা বলবেন আপনাকে সমর্থন দিতে হবে। চিল্লায়া বলতে হবে 'ঠিক আছে'। না হলে, দল থেকে অর্ধচন্দ্র সুনিশ্চিত। আপনি তৃণমূলের নেতাই হোন আর সংসদ সদস্য বা মন্ত্রীই হোন (এমনকি রাষ্ট্রপতি হলেও) আপনার কাজ এই একটাই। এখানেই রাজনীতিতে আপনার সাফল্য নিহিত। এখানে আপনার সাফল্যের মাপকাঠি জনগনের প্রতি কমিটমেন্ট নয়, নেতার প্রতি আনুগত্য। দলীয় শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে সংসদে ভোট দিতে পারা এটাই আমেরিকার গনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, এটাই আমেরিকানদের শক্তি। দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে (এমনকি তথাকথিত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ ভারতেও) গণতন্ত্রের এ শক্তিটা অনুপস্থিত। তাই ৬ জানুয়ারীর ঘটনায় যারা আমেরিকার গণতন্ত্র গেল বলে রব তুলছেন তাদেরকে বলছি আগে নিজেদের অবস্থাটা দেখুন। সেদিন কত হাজার মানুষ ক্যাপিটল হিলে জমায়েত হয়েছিল। তাদের সংখ্যা কত। প্রায় ৩৫ কোটি মানুষের দেশে তাদের সংখ্যা কতভাগ। আমেরিকায় সেদিন চার জন নিহত হয়েছে। ভেবে দেখুন ভারত বা বাংলাদেশে এমন হলে কি হতো, কি পরিমান লাশ পড়ত।

তারপরও ঘটনার উস্কানিদাতা হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমালোচনা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে শান্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। বাংলাদেশে এটা সম্ভব? শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠা নিয়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। সেদিন রাজপথে প্রকাশ্যে মানুষ হত্যার দৃশ্য জনগন প্রত্যক্ষ করেছে। কই পারবেন কি তার বিচার করতে? কিছু বলতে তো পারেনইনি, এ ঘটনার সমালোচনা করার ক্ষমতাও আপনার নেই। উল্টো সেদিন যে শেখ হাসিনা ভুল করেননি এ কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ভারতের গুজরাটে নরহত্যার উস্কানীদাতা নরেন্দ্র মোদীকে ভারতীয় জনগন পুরস্কৃত করেছে। ঘটনার ১২ বছর পর তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে। এটাই কি গণতন্ত্রের শিক্ষা! বর্তমানে বাংলাদেশে যে মূর্তি সংক্রান্ত বিতর্ক চলছে আওয়ামী লীগের সবাই কি মূর্তির পক্ষে। অবশ্যই না। কিন্তু বলতে পারছে কই। সবাই এখন অতি মূর্তিবাদী হয়ে গেছে। বাংলাদেশে পরিষদকে যে রাজার চেয়েও শতগুন বেশী বলতে হয়। মৃত নেতাকে বাবা ডাকতে হয়। দলীয় নেত্রীর পা ছুয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়।

আমেরিকার গণতন্ত্র থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। তাহলে শেখ হাসিনা আর খালেদা জিয়ার মত নেত্রীরা যুগের পর যুগ জনগনকে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। নীতির প্রতি অবিচল থাকলে আর সুস্থ্য চিন্তার ক্ষমতা থাকলে কোন হিটলারই গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যহত করতে পারে না। সত্য বলা শিখতে হবে সবার আগে। দল আপনি করতেই পারেন। কিন্তু নৈতিকতার প্রশ্নে আপোষ করবেন কেন। চোখ বন্ধ করে ভোট দেওয়ার নাম গণতন্ত্র নয়। আমেরিকাতে কি ঘটে গেছে এটা বড় কথা নয়, কিভাবে তারা এ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠেছে এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ট্রাম্পের সমর্থকদের সমর্থন ছাড়া আমেরিকানদের পক্ষে ট্রাম্প সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। কিছু লোক তান্ডব চালিয়েছে, কিছু নেতা উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়েছে কিন্তু গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি নষ্ট করতে পারেনি। জনগনের নৈতিকতা ভেঙ্গে দিতে পারেনি। আর এটাই আমেরিকার গনতন্ত্রের শক্তি, এবং সৌন্দর্য্য।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



- ইমিগ্রেশন
- রিয়েল এস্টেট
- এক্সিডেন্ট
- ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
- ব্যাংক্রাপসি
- ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অইনে লেবর, ফ্যামিলি ও ইমিগ্রেশন ল'ইয়ার-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর আইনিদ অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং সিটিইয়ার্সের বিভিন্ন দপ্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইগ্রেশনের সর্বপ্রকার ডিফেন্স এবাউট ডেপোর্ট, পারসোনাল ইনজুরি, মেডিকেল মালপ্রাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রেজেন্টেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যায় সমাধানে যোগাযোগ করুন (হোম-পরিষেবা)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের মাধ্যমে অফিসের মাধ্যমে ধরা ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন ধরনের পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান পাচ্ছেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3203, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8303, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833701

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
- Tax Service
- Immigration
- Real Estate

যুব সমাজকে সংগঠিত করতে

একজন ফজলুল হকের বড় প্রয়োজন



শেখ সিরাজ

মো: ফজলুল হক। জাতীয় তরুণ সংঘ-জাতস'র পপ্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারমযান। মাত্র ১৪ বছর বয়সে যার সমাজ সেবা শুরু। সেই ১৪ বছর বয়স থেকে আজ অবধি ছুটে চলেছেন তিনি। এখন তার বয়স ৬৭। এখনও ছুটছেন। বাংলাদেশের গ্রাম থেকে গ্রামে। এক শহর থেকে আর এক শহরে। ক্লান্তিহীনভাবে ছুটে চলেছেন তিনি। কোথায় এর শেষ আমরা কেউ জানিনা। আজ ঢাকা, কাল লালমনিরহাট, পরশু যশোহর তারপর দিন রাজশাহী। এভাবেই ছুটছেন তিনি।

কিসের আশায় ছুটছেন তিনি? এটা তো তার কোন ব্যবসা না। চাকুরীও না। তাহলে? কোন আদর্শকে সামনে রেখে, কোন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ছুটছেন? গত এক বছরে করোনার ভয়ার্ত থাবায় পুরো পৃথিবী যখন স্তব্ধ তখনও তিনি থেমে থাকেননি। এসময় তিনি দেশের প্রায় ৩৫টি জেলা এবং বহু উপজেলা সফর শেষ করেছেন।

আমরা যারা তাঁকে চিনি বা জানি তাদের কতজনই বা বাংলাদেশকে এত কাছে থেকে দেখেছি? আমাদের অনেকে সারা জীবনেও দেশর ৩০ টি এলাকা সফর করিনি। আমার মনে হয় ফজলুল হকই ভাই একজন সৌভাগ্যবান যিনি দেশের প্রায় সবকটি জেলা এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উপজেলা সফর করেছেন। শুধু সফর করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তিনি বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রাম সফর করে মানুষকে একটি বাণীই পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর তা হলো: 'বৃদ্ধের বুদ্ধি আর তরুণের শক্তি এই দুয়ের মিলনে বাংলাদেশের মুক্তি'। অর্থাৎ তিনি সবসময় যুব সমাজকে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মাদক নেশা জাতীয় দ্রব্য থেকে সব সময় দূরে থাকার কথা বলেছেন। গড়েছেন স্কুল কলেজ, পাঠাগার মাদ্রাসা, গোরস্থান, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র। নিজে মন্ত্রী বা এমপি না হয়েও, কালো টাকা না ছড়িয়ে ও শুধুমাত্র মুখের কথা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করে সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাদের ইনভলব করিয়েছেন।



তাই আজ প্রশ্ন উঠছে, যিনি কোন সরকারী কর্মকর্তা না হয়েও, সরকারী টাকা বা অফিস ব্যবহার না করেও, সরকারের কোয়ার্টারস, জেলা পরিষদ অফিস, উপজেলা অফিস এমনকি সার্কিট হাউজে ব্যবহার না করেও হাজার হাজার মানুষকে সৎপথে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, যিনি স্কুল মাদ্রসা, পাঠাগার বানিয়ে যুব সমাজের বিরাট একটি অংশকে সংগঠিত করেছেন তাকে আজ কেন মূল্যায়ন করা হবে না?

ফজলুল হক ভাই ও কি মাইলের পর মাইল পথ হেঁটে গ্রামে গ্রামে হাজা মজা পুকুর পরিষ্কার করেননি। তিনি কি শত শত তরুণকে সাথে নিয়ে পুকুরের কচরী পানা পরিষ্কার করেননি। তিনি 'মুষ্ঠি মুষ্ঠি চাল বদলে দেবে দিনকাল' এ শ্লোগান নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে ফেরেননি। শাক সবজীর খামার থেকে শুরু করে গবাদি পশুর খামার, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র, শরীর চর্চা কেন্দ্র পাঠাগার গড়ে তোলেন নি? আন্তর্জাতিকভাবে তার যে পরিচিতি তার কথা নাই বা বললাম। আমাদের অনেক তরুণ এখন একটি গ্রামে বা একটি উপজেলায় কাজ করছেন। অনেকে তরুণ উদ্যোগতা হয়েছেন। তাদেরকে আমরা টিভি জাতীয় পত্র পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি কিন্তু যিনি ৫৫ বছর যাবত বাংলাদেশের তরুণ সমাজকে শুধু ভাল মানুষ হবার পরামর্শ দিয়েছেন, যিনি হাজার হাজার গ্রামের গরীব কৃষকের বাড়ীতে রাত কাটিয়ে তাকে সব্জী বাগান আর নার্সারী তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন অথচ তাকে আমরা কোন মিডিয়ায়ও দেখতে পাইনা!

এসময় যখন সকল নেতা-নেত্রী গরীব অসহায় শীতার্ত মানুষের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি সে সময় ফজলুল হক দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন।

তাই আজ অন্য কারো কাছে নয়। সরাসরি সরকার এবং সরকার প্রধানের কাছে অনুরোধ জানাবো যেন বাংলাদেশের যুবসমাজকে সংগঠিত করে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় তরুণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান মো: ফজলুল হককে এখনই দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের প্রজ্ঞা ও মেধা শক্তি কাজে লাগিয়ে দেশের যুব সমাজেকে নেতৃত্ব দিয়ে ক্ষুধা মুক্ত দারিয়ু মুক্ত বাংলাদেশ উপহার দেবে!

ফজলুল হক ভাইয়ের গুণের কথা এই স্বল্প পরিসরে বলা বা লেখা সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি, তিনি তরুণদের স্বপ্ন দেখাতে পারেন। স্বপ্ন দেখিয়েছেনও। তাঁর আদর্শে ও নীতিতে উদ্বুদ্ধ বহু তরুণ তার অনুসারী হয়ে দেশে-বিদেশে বসবাস করছেন। দেশের বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তার ভক্তের সংখ্যা কম নয়। তিনি কোন প্রকার দায়িত্ব পেলে তরুণ যুবকদেও ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করে মাদকাশক্ত থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তার সম্মোহনি শক্তি দিয়ে তিনি তরুণ সমাজকে সংগঠিত করে ক্ষুধা মুক্ত দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবে অনায়াসে!

e-mail: sislam59@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং



আমরা বাজার কম নেই

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শফিক এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

বৈধ ইমিগ্রেশন নিয়ে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নয়া নীতিমালা এবং পদক্ষেপঃ

গত ৪ বছর সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প খবরের শিরোনাম ছিলেন তার ইমিগ্রেশন বিরোধী নীতিমালার কারণে। তার গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে প্রধানত ছিলো ইমিগ্রেশনের বিরুদ্ধে অবস্থান। বিশেষত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের বিরুদ্ধে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা, ২০১২ সালের চাইল্ড এরাইভাল ডেফারড এ্যাকশন কর্মসূচী বাতিল করে নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি এবং মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল সম্প্রসারণ কাজ বন্ধের নির্দেশ।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নতুন ইমিগ্রেশন প্রস্তাবনার ৪ বছর আগে ট্রাম্পের কঠোর নীমিতালা পরিবর্তন করে নতুনভাবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে বলে প্রতিয়মান হচ্ছে তাঁর প্রশাসনের প্রথম দিন থেকেই ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের জারি করা পলিসি বাতিল করেন। এছাড়াও তিনি দ্রুত ইমিগ্রেশন বিল কংগ্রেসে পাঠান যাতে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রায় ১ কোটি ১০ লাখ আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টের নাগরিকত্ব লাভের পথ সুগম হয়। নিম্নে আমরা প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নতুন কয়েকটি ইমিগ্রেশন নীতি নিয়ে আলোচনা করছি।

বাইডেন প্রশাসনের নতুন নীতিমালায় আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্ডদের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির পথ উন্মুক্ত হবে। তা না হলেও কমপক্ষে ডিপোর্টেশনের খড়গ থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা হবে। তার নীমিতালা দুইভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) ইমিডিয়েট এ্যাকশন, (খ) কংগ্রেস কর্তৃক ব্যাপক ভিত্তিক আইন পাশ।



সম্ভবতঃ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ইমিডিয়েট এ্যাকশন কার্যকর হতে যাচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন অত্যন্ত আক্রমনাত্মক নির্বাহী আদেশ জারি করে যারা বহিষ্কার যোগ্য তাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারি করে। অর্থাৎ এদেশে বসবাসে যদি কারো বৈধ স্ট্যাটাস না থাকে তবে তাদের বহিষ্কারের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হবে।

আইনের এ ধরনের প্রয়োগ বাইডেন প্রশাসন অবসান চান। বাইডেন তার নির্বাহী আদেশ জারি করে এ ধরনের সব ইমিগ্র্যান্টের বহিষ্কারাদেশ ১০০ দিনের জন্যে বাস্বায়নের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। অবশ্য যারা সন্ত্রাসবাদ এবং গোয়েন্দা অপরাধে অভিযুক্ত তারা এই সুযোগ পাবে না। ১০০ দিন পর প্রশাসন পর্যালোচনা করে নতুন নীতিমালা জারি করবে বহিষ্কারের বিষয়ে।

আনডকুমেন্টেড অভিবাসী বৈধকরনের বিলঃ

প্রেসিডেন্ট বাইডেন '২০২১ ইউএস সিটিজেনশীপ এ্যাক্ট' শিরোনামে একটি ইমিগ্রেশন বিলের প্রস্তাব করেছেন যা ৮ বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে বসাবসকারী আনডকুমেন্টেড অভিবাসীদের সিটিজেনশীপ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি করবে (প্রথম ৫ বছর অস্থায়ী স্ট্যাটাস, এরপর নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে গ্রিনকার্ড)। এই আইনে রিফুজি প্রবেশের সুযোগ প্রসারিত হবে এবং সীমান্ত প্রহরাসহ প্রযুক্তি প্রয়োগের পরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এটি খুবই বলিষ্ঠ একটি পদক্ষেপ এবং প্রস্তাবটি মেক্সিকো সীমান্তে এ্যাসাইলাইম প্রার্থীও অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে তাদের জন্য সহায়ক হবে।

আমরা বর্তমান প্রশাসনের ইমিগ্রেশন পলিসির আপডেট সম্পর্কে নজর রাখবো এবং আমাদের পাঠকদের সে সম্পর্কে অবহিত করব।

নিউইয়র্ক থেকে আনিসুল হকের প্রশ্নঃ

আমি একজন গ্রীনকার্ডধারী। আমি গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে এদেশে এসেছি। আজকে আমার জানার বিষয় হচ্ছে একজন গ্রীনকার্ডধারী এবং ইউএস সিটিজেন কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন? বাংলাদেশে আমার ভাইবোন আছে আমি তাদের জন্যে আবেদন করতে পারব কিনা? এব্যাপারে পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

আনিসুল হকের প্রশ্নের উত্তরঃ

প্রথম আমরা উল্লেখ করছি যে একজন গ্রীনকার্ডধারী নিম্নে উল্লেখিত তার আত্মীয়ের জন্যে আবেদন করতে পারেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী),

২) ২১ নিম্নে এবং ২১ উর্ধ্বে অবিবাহিত সন্তান।

গ্রীনকার্ডধারী সন্তানদের দুটি ক্যাটাগরি আছে যা উল্লেখ করেছি। ২১ নিম্নের বয়সের সন্তানেরা এ ক্যাটাগরিতে পড়ে আর ২১ উর্ধ বয়সের সন্তানেরা ২-বি ক্যাটাগরিতে পড়ে। আর একজন ইউএস সিটিজেন তার নিম্নে উল্লেখিত আত্মীয়দের জন্য আবেদন করতে পাবেনঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী),

২) বিবাহিত এবং অবিবাহিত সন্তান,

৩) মা-বাবা এবং

৪) ভাই বোন।

আপনি একজন গ্রীনকার্ডধারী বাংলাদেশে বসবাসকারী আপনার ভাইবোনের জন্যে আবেদন করতে চাইলে আপনাকে সিটিজেনশীপ লাভ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

সেই সাথে আরো একটি কথা জানা দরকার আর তা হলো যে ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মা-বাবা এবং ২১ নিম্নে বয়সের অবিবাহিত সন্তানেরা সাক্ষাত আত্মীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সাক্ষাত আত্মীয়দের জন্যে কোন অপেক্ষার সময় নেই। আর ইউএস সিটিজেনের ভাইবোনেরা চতুর্থ প্রেফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটাগরীর অপেক্ষার সময় হচ্ছে আনুমানিক দশ বছরের বেশি।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।
অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

‘শালীনতা’-সুস্থ সমাজ গঠনের সহায়ক শক্তি



সামছুদ্দীন আজাদ

শালীনতা-যার ইংরেজি অর্থ Modesty। পোষাক ও আচরণের একটি বিশেষ ধরণ। যার উদ্দেশ্য হল নিজের আচরণে অপরকে শারীরিক বা যৌন আকর্ষণ আকৃষ্ট করার প্রয়াস থেকে নিজকে বিরত রাখা বা সংযমী হওয়া। অর্থাৎ একজন মানুষ যখন তার আচরণে, চলনে বলনে- নম্র, ভদ্র, বিনয়ী হয় তাকে বলা হয় ভদ্র লোক, একজন শালীন মানুষ। শালীনতা-একজন মানুষের শ্রেষ্ঠগুণ। ধর্মীয় বিবেচনায়ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে শালীনতার কথা বার বার বলে গেছেন। এই মহা মানবের জন্ম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অশালীন কোন আচরণ করেননি এবং কারো অশালীন আচরণকে সমর্থনও করেননি। তিনি বলেছেন একজন শালীন মানুষ, শোভন মানুষ শেষ বিচারের দিন পুরস্কৃত হবেন। আমার আজকের লেখার বিষয়টি অন্যান্য দিনের লেখার বিষয়বস্তু থেকে আলাদা মান হলেও বর্তমান বাস্তবতায় আমরা সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত আমাদের শালীনতার সীমানা কোন পর্যায় গিয়ে পৌচেছে এবং আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, কোন পরিণতি আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, সেসব বিষয় নিয়ে আমার যে অবজারবেশন সেটাই আজ ব্যাখ্যা করবো।

মানুষ যেহেতু সৃষ্টির সেরা জীব, মানুষ সভ্য সমাজের বাসিন্দা, আর সভ্য বলেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে, পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে এবং পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করে। কেবল পশু-পাখির জন্য কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই কারণ প্রকৃতিই তাদের এভাবে সৃষ্টি করেছেন, বন-জঙ্গলে স্বাধীনভাবে নিজের মত করে বিচরণ করতে। তারপরও দেখা গেছে পশু-পাখির বিচরণভূমি বনে-জঙ্গলে হলেও তারা কিন্তু বনের ক্ষুদ্র, দূর্বল প্রাণীর সাথে হিংস্র আচরণ করে না। কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাতিক্রম থাকলেও বাঘে-মহিষে এক ঘাটে জল খাওয়ার যে প্রবাদ চালু আছে তা কিন্তু মানব জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। আমরা বাঙালীরা প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাস ঐতিহ্য সমৃদ্ধশালী জাতি। এই ভূখণ্ডে মুসলমান, হিন্দু, আর্য্য, অনার্য্য মঙ্গোলিয়ান, সুলতান, বারভূইয়া, মোগল, ইংরেজ সবাই শাসনের নামে শোষন করে ধনরত্ন লুটপাট করে নিজেদের ভান্ডার সমৃদ্ধ করেছে। বৃটিশ দুইশত বছর শাসন করে এ বাংলাকে Divide and Rule নীতিতে বিভক্ত করে চিরদিনের জন্য



আমাদের মধ্যে বিভক্তির দেয়াল রচনা করে দিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ঐ বিভক্তি ধর্মের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে দু'টি আলাদা জাতির জন্য দু'টি আলাদা দেশ সৃষ্টি করে গেছেন। সেখানেও আবার বিভক্তি হয় On the basis of two Nations therory বা দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে সর্বশেষ বিভক্তি হয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দু'টি আলাদা রাষ্ট্র। তবে এখানে একটি জায়গায় কিছুটা আশার আলো জাগার সুযোগ সুযোগ ছিল-সেটা হল দু'রাষ্ট্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ। আর মুসলমানদের ইতিহাস গৌরব ঐতিহ্য শিষ্টাচার, শালীনতার ইতিহাস। ইতিহাস বলে পৃথিবীতে যুগে যুগে মুসলিম সভ্যতা সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধশালী, মুসলমানেরা বিনয়ী ভদ্র শালীন। আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ আমরা যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি এবং সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৫০ বৎসর অর্থাৎ সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হবে আগামী ২০২১ সালের ২৬ মার্চ।

প্রশ্ন হচ্ছে- স্বাধীন জাতি এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান হিসাবে আমরা কতটুকু শালীন হতে পেরেছি? আমাদের মধ্যে যে হানাহানি, মারামারি, দ্বিধা-বিভক্তি সবকিছু ক্ষমতা প্রাপ্তি আর অপ্রাপ্তির তীব্র প্রতিযোগিতা থেকে সৃষ্টি। আর এক্ষেত্রে যে বিষয়টি তীব্রতর সেটা হল আমরা প্রায়ই ক্ষেত্রে অশালীন আচরণ করি, আমাদের মধ্যে শিষ্টাচারের বালাই নেই। বিশেষ করে এই রাষ্ট্রে যারা রাজনীতি করে, রাজনৈতিক নেতা, কর্মী, সমর্থক তাদের বেশির ভাগ মানুষ আচরণে খুব অশালীন, রূঢ়, কোন কোন ক্ষেত্রে বণ্য পশুকে হার মানিয়েছে তাদের আচরণ। আচরণ সংযত না হলে কোনদিন এদেশে শান্তি ফিরে আসবে না, রাজনৈতিক হানাহানি দূর হবে না। বিষয়টি এরকম রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পরের প্রতি যেমন অশালীন রুঢ় আচরণ করে আবার প্রত্যেক দলের মধ্যে নিজেরা নিজেদের মধ্যে আরও বেশী জঘন্য অশালীন শিষ্টাচার বিবর্জিত আচরণ করে এমনকি প্রতিপক্ষকে খুন করতেও পারে খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

প্রিয় পাঠক, একটা জিনিস খেয়াল করবেন যারা রাজনীতি করেন এবং রাজনৈতিক সচেতন দেখবেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যখন সুত্রপাত হয়- যারা এই আন্দোলনের সংগ্রামে যুক্ত থেকেছেন তাদের কেউ কোনদিন অশালীন আচরণ করেননি কোনদিন। এমনকি যারা বঙ্গবন্ধুর সাথে দ্বিমত বা ভিন্নমত করেছেন তারাও কোনদিন অশালীন আচরণ করেননি পরস্পরের প্রতি। যেমন বঙ্গবন্ধু, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এমনকি শাহ্ আজিজুর রহমান, আতাউর রহমান খান। পরবর্তীতে ৪ জাতীয় নেতাসহ আমাদের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সব দল মত পথের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী সমর্থক পর্যন্ত ছিল ভীষণ সভ্য শালীন আচরণের মানুষ। কিন্তু সমস্যাটা তৈরি হয় অশালীন আচরণ বেয়াদবি, গালিগালাজের সংস্কৃতি চালুর মধ্যদিয়ে। '৭৫ এর ১৫ আগষ্ট জাতির পিতাকে হত্যাকারীরা সেদিন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে ৩২ নম্বরের বাড়িতে ঢুকে, একইভাবে ৩ নভেম্বরে যখন গভীর রাতে ৪ (চার) জাতীয় নেতাকে জেলখানায় খুন করতে যায় এবং তাদের জেলখানা থেকে বের করে আনে তখনও সামরিক বাহিনীর ঐ সন্তানগুলো আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান চার জাতীয় নেতাকে, আওয়ামী লীগকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন। সেই থেকে এই স্বাধীন বাংলায় গণতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে সেনাবাহিনীর ঔরস থেকে যে রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়েছে এবং যারা সেই দলকে ব্যবহার করে সুবিধা ভোগ করে তারা প্রত্যেকে এদেশের গণতন্ত্রকামী সিভিলিয়ান, যারা যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করে দিয়েছে তাদেরকে Bloody Civilion বলে কথায় কথায় গালি দেয়। এটি তাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়েছে। জিয়া, এরশাদের আমলের সুবিধাভোগী সেনারা এদেশে গালিগালাজের সংস্কৃতি তৈরি করে গেছে।

আজ যারা বাংলাদেশে সুশাসনের গল্প শুনাচ্ছেন, সুস্থ নির্বাচনের গল্প শুনাচ্ছেন, গণতন্ত্রের গল্প শুনাচ্ছেন এসবের কোন কিছু সম্ভব হবে না এই বাংলাদেশে, যতদিন না এদেশের রাজনীতি করা মানুষগুলো সভ্য, শালীন, ভদ্র হবেন। এমনকি যারা নিজেদেরকে পণ্ডিত আর সুশীল বলে জাহির করেন আপনারাও যদি কদাকার চেহারার পরিবর্তন না করেন। আগে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গালাগালাজ বিরূপ সমালোচনা বন্ধ করুন, যারা সৎ রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং আছেন তাদের সম্মান করে কথা বলুন। দেশের সবচেয়ে বড় বড় অপরাধ যেগুলো সংঘটিত হয়েছে, সবই করেছে এই বিএনপি যেমন- (১) জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, খুনিদের চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। (২) খন্দকার মোস্তাক খুনিদের বিচারের পথ রুদ্ধ করতে ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ সংবিধানে সংযোজন করে খুনিদের বিচারের পথ রুদ্ধ করেছে। (৩) জিয়া সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তাদের ফাঁসীতে ঝুলিয়ে মেরেছে। (৪) এই জিয়া কর্ণেল তাহেরের তো বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাকে ফাঁসীতে জুলিয়েছে। (৫) জিয়া পত্নী বঙ্গবন্ধুর খুনিকে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা বানিয়েছে। (৬) জিয়া পত্নী বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে। (৭) ২১ আগষ্টের গ্রেনেড হামলা করে আওয়ামী লীগ নেতাদের হত্যা করেছে জিয়া পত্নী। (৮) যুদ্ধাপরাধীদের স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রী বানিয়ে আমাদের ৩০ লক্ষ শহীদের পবিত্র রক্তকে অপমান করেছে জিয়া পত্নী। (৯) একইভাবে আওয়ামী লীগের ২৪০০০ নেতা-কর্মীর জীবন কেড়ে নিয়েছে জিয়া পত্নী। (১) বঙ্গবন্ধুকে অসম্মান করতে নেতা-কর্মীদের লেলিয়ে দিয়েছে জাতীয় শোক দিবসকে তার ভূয়া জন্মদিন বানিয়ে কেক কেটে তামাশা করতে। (১১) এছাড়াও আমরা দেখেছি বর্তমান বিএনপির নেতা আমান উল্লাহ আমান ২০০১ সালে বলেছিলেন- তারা নাকি শেখ হাসিনার শাড়ি খুলে তাকে ভারত পাঠিয়ে দেবেন। (১২) লন্ডনে বসে জিয়া পুত্র যেভাবে অকথ্য ভাষায় আওয়ামী লীগকে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এমনকি বঙ্গবন্ধুকে গালিগালাজ করেন- এটি কোন রাজনীতির সংজ্ঞায় পড়েনা, এটি কিন্তু নিতান্ত বেয়াদবী আর শিষ্টাচারের সীমা লংঘন। ইদানিং যে বিষয়টি খুব ভয়াবহভাবে লক্ষ্য করেছি যেহেতু করোনা মহামারীর কারণে বেশিরভাগ সময় ঘরে থাকি অলস সময় কাটাই, বসে বসে টেলিভিশন দেখি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গিয়ে দেশের খোঁজ খবর নেই, পত্র-পত্রিকার খবরগুলো দেখি। যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোন বক্তৃতা করেন অথবা দলের কোন নেতা-কর্মী, এমপি, মন্ত্রীরা বক্তৃতা করেন সেটা ফেসবুকে আসে দলীয় লোকজন বাহবা দেন, প্রশংসা করেন, তারা খুব ভাল অনুভব করেন দেশের উন্নয়ন দেখে। পক্ষান্তরে জামায়াত-বিএনপি'র কিছু চিহ্নিত বেয়াদব, যাদের কোন পিতা-মাতার পরিচয় তো নেই, জন্মেরও ঠিকানা নেই তাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, বাজে মন্তব্য যা কোন সভ্য সমাজের মানুষের মুখে উচ্চারণ করা সম্ভব না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত যেভাবে অশালীন মন্তব্য করে-যা খুবই দুঃখজনক। একইভাবে কিছু বেজন্মা আছে প্রবাসে বসে ইউটিউবে একাউন্ট খুলে বিরামহীনভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোধাগার করছে আর খুব জ্ঞান দিচ্ছে। এসব বেজন্মা-বেয়াদবদের বলি যতই গালিগালাজ কর আর ষড়যন্ত্র কর- চোরাগুপ্তা পথে এসব করে কেবল আত্মতৃপ্তি পাবে, তাতেই তুষ্ট থাকলে চলবে। আর মনে রাখবে এদেশ আওয়ামী লীগ স্বাধীন করেছে সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে। এদেশ পরিচালনা করবে আওয়ামী লীগ এবং যতদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকার প্রয়োজন মনে করবে ততদিন ক্ষমতায় থাকবে আর যারা গালিগালাজে ব্যস্ত তারা তাতেই ব্যস্ত থাক। জাতি দেখতে চায় তোদের ষড়যন্ত্রের শেষ কোথায়?

লেখক: সহ সভাপতি-যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ

MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8418



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Alam Podiatry, P.C.
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

এ এক নতুন দিন

আনুশে হোসেন



ওয়াশিংটনের জন্য এ এক অন্যরকম দিন, নতুন দিন। বাইডেন-হ্যারিসের দায়িত্ব গ্রহণের এই দিনটি শান্তি, ঐক্য, ক্ষত নিরাময়ের এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। যদিও দিনটি ছিল ভীষণ ঠান্ডা। ধূসর একটি চাদর ওয়াশিংটনের ভোরের আকাশ ঢেকে রেখেছিল। এমনকি সকালের দিকে খানিকটা তুষারপাতও ঘটেছিল। এরপর যখন বেলা ১১টা ৪৮ মিনিটে বাইডেনের অভিষেক ঘটল তখন সূর্য যেন হেসে উঠল রাজধানীর আকাশে! শীতের নীল আকাশটা যেন ঝলমল করে উঠল। সারা শহর যেন নতুন রবির করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যেন ঐতিহাসিক একটি অভিষেকের ভেতর দিয়ে নতুন এক আশার আলো ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশে!

গত চার বছরের মধ্যে শেষ দুই সপ্তাহে সদ্য বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও তার প্রশাসন যে ভয়ংকর খারাপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, সত্যি কথা বলতে, আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে বাইডেন-হ্যারিসের এই অভিষেকের দিনটিতে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হবে।

ট্রাম্পের বিপুলসংখ্যক উগ্র সমর্থক যেভাবে আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে আক্রমণের পর জানালা ভেঙে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট পেন্সকে খুঁজে বের করার এবং হত্যার চেষ্টা করেছিল–এমন ঘটনা পুলিশকে হতবাক করে দিয়েছিল। গত চার বছর ধরে ট্রাম্পের সমস্ত বর্ণবাদী কর্মকান্ডের মতো আমার মনে হয়েছিল, তার সব ঘৃণার নীতি, শ্বেতাঙ্গ উগ্রতা–সবকিছু মিলিয়ে এই মুহূর্তে আমেরিকান সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছিল এবং একটি বৈধ নির্বাচনের মধ্যে কারচুপির কালিমা লেপটে দিতে চেয়েছিল।

আমি ভীষণভাবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম ৬ ডিসেম্বরের ঐ ভয়ংকর ঘটনা দেখে। এটা সত্যিই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছিল যে আমেরিকার এক প্রেসিডেন্টের প্রবল বর্ণবাদী উগ্রতা দ্বারা উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হয়ে কিছু হিংস্র উগ্র শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী সমর্থক এমন ভয়ংকর সহিংস কান্ড ঘটাতে পারে! আমি যতকাল যাবৎ এদেশে বসবাস করেছি, সবচেয়ে খারাপ কল্পনাতেও আমি কখনো চিন্তা করতে পারিনি যে আমেরিকান সরকারেও এরকম আক্রমণ আসতে পারে, আমেরিকান সরকারেও এমন দৃশ্য দেখতে হতে পারে! ক্যাপিটল হিল এবং ক্যাপিটল পুলিশ হলো সর্বাধিক সুরক্ষিত বলয়। এখানে আমেরিকার অন্যতম দামি পুলিশ বিভাগ রয়েছে।

আমি ভেবে দেখেছি, সেদিনের পেনসিলভেনিয়া অ্যাভিনিউয়ের উগ্র জনতা যদি মুসলমান হতো কিংবা যদি কৃষ্ণাঙ্গ হতো, তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছ থেকে এমন আক্রমণ প্রতিহতের প্রতিক্রিয়া কতটা আলাদা হতো? আমেরিকান সরকারে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্য রয়েছে, পুলিশের মধ্যেও সাদাদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি রয়েছে। আমি সত্যিই সেদিন ভীষণভাবে মানসিক আঘাত পেয়েছি শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকদের আক্রমণ দেখে।

পরবর্তী দিনগুলোর পরিস্থিতি ৬ জানুয়ারীর চেয়ে ভালো কিছু হয়নি। ইউএস ন্যাশনাল গার্ড এবং সামরিক ট্যাংকগুলো ওয়াশিংটনের রাস্তা দখল করে নিয়েছিল। আফগানিস্তান কিংবা ইরাকের চেয়ে আরো বেশিসংখ্যক আমেরিকান সেনা ছেয়ে গিয়েছিল রাজধানী জুড়ে। এসবের মধ্যে ট্রাম্প একধরনের মৌন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। ওয়াশিংটন যেন অচিনপুর হয়ে উঠেছিল। বাড়িতে বসে আমার পরিবার এবং আমি বাইরে যেতে ভয়ে জমে গিয়েছিলাম। শহরতলির এলাকটি এড়িয়ে চলছিলাম। শহরটি কেমন যেন অচেনা এবং অ-নরাপদ ও উত্তেজনায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আজ? আজ (২০ জানুয়ারী) ছিল সম্পূর্ণ নতুন একটি দিন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেনের শপথ নেওয়ার দৃশ্যটি আমি ও আমার দুই কন্যা উপভোগ করছিলাম। শপথ অনুষ্ঠানের ভিড়ে বিভিন্ন বর্ণের অসংখ্য নারী সমর্থকের শক্তিশালী অবস্থান লক্ষ করছিলাম আমি। সেখানে ছিলেন মিশেল ওবামা থেকে শুরু করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোনিয়া সোতামায়োর এবং অবশ্যই ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা দেবী হ্যারিস–যিনি কিনা একজন দক্ষিণ এশীয় কৃষ্ণাঙ্গ নারী! আমার হৃদয় গর্বে-আনন্দে টইটম্বুর হয়ে উঠেছিল। এক পর্যায়ে উচ্ছ্বসিত আনন্দে কেঁদে ফেলি আমি। বিশ্ব জুড়ে নানা বর্ণের ছোট ছোট মেয়ের কাছে এই শপথ অনুষ্ঠান একটি শক্তিশালী বার্তা নিয়ে এসেছে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বর্ণের এমন শক্তিশালী নারীদের অবস্থান বিশ্বকে এই বার্তা দিচ্ছিল যে, বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের ছোট মেয়েরাও চাইলে ভবিষ্যতে আমেরিকা এবং বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নারী হতে পারবে।

এই অভিষেক অনুষ্ঠানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কারণ, এই অভিষেক অনুষ্ঠানটি আমেরিকা ও সমগ্র বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আমেরিকান গণতন্ত্র এমন একটি বিশ্বাস–যা রক্ষা করা দরকার। এটি অবিনশ্বর নয়। ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির জমানা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে, গণতন্ত্রও দুর্নীতিগ্রস্ত হতে পারে, গণতন্ত্রকে জিম্মি করে রাখা যেতে পারে এবং ঠিক রাজাকারদের মতোই আমাদের মধ্যেও সব সময় কিছু বিশ্বাসঘাতক থাকে। যেসব মার্কিন রাজনীতিবিদ দাঙ্গাবাজদের সমর্থন করেছিলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ছিলেন–তাদের কি ক্ষমা করা হবে?

আমি একধরনের বিশেষ স্বস্তি অনুভব করেছি এটা বোধ করে যে–আমরা অবশেষে ট্রাম্প থেকে বেঁচেছি। ট্রাম্প এখন পরাজিত। তিনি যা কিছুর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন সেসব আজ পরাস্ত হয়েছে, অন্তত আপাতত এটা বলাই যায়। নানা দিক থেকে আমরা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করেছি যে, স্বৈরশাসনের বলয় থেকে আমেরিকাকে বাঁচানো গেল।

হোয়াইট হাউজ আর ট্রাম্পের দখলে থাকবে না–এই সত্যের মধ্যে আমি যে সুখ অনুভব করছি তা কেবল আমার মা হওয়ার আনন্দের সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে। মার্কিন ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সি কবি হিসেবে প্রেসিডেন্টের অভিষেক অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি করলেন ২২ বছরের কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী আমান্ড গোরম্যান। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় যুব কবির সম্মান পাওয়া গোরম্যান তার 'দ্য হিল উই ক্লাইম্ব' কবিতায় বলেছেন– 'আলোকদ্যুতি সর্বদাই থাকে। এটা কেবল তখনই দেখতে পারি–যদি সেটা দেখার জন্য আমরা যথেষ্ট সাহসী হই। কেবল তখনই দেখা যায়–যদি এটার জন্য আমরা যথেষ্ট সাহসী হই।'

ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদ : তাপস কুমার দত্ত

লেখক: যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী সাংবাদিক, নারী অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ




Sultan's Dine
সুলতান ডাইন
বাংলা পত্রিকা 25% off
Phone: (718) 846-2513
E-mail- sultansdineny@gmail.com
110-23 Jamaica Avenue, Richmond Hill, NY 11418


BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট
New Price
বিশাল মূল্যহ্রাস
রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99
প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb
বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল
লাইভ তেলাপিয়া $3.49lb
লাইভ বাকেলো $3.49lb
আমেরিকান ইলিশ $1.99lb
দেশী রুই $1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ) $2.49lb
Porgy $1.49lb
স্পেশাল
ফ্রি ডেলিভারী
EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব
কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!
All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.
72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1405, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

পাকিস্তান যদি বাংলাদেশের বন্ধু হতে চায়...

আলতাফ পারভেজ

মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তিকালে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক নিয়ে আবার কথা হচ্ছে। ইতিমধ্যে দুটি দেশই বিপুলভাবে পাল্টে গেছে। তবে সম্পর্কটি পাল্টায়নি–এগোয়নি। এর বড় কারণ, তাদের সম্পর্কহীন সম্পর্কের মাঝে রয়েছে সচেতনভাবে আড়ালে রাখা অমীমাংসিত নানা প্রসঙ্গ। আছে জাতীয়তাবাদী আবেগের বাধা-বন্ধনও। প্রশ্ন উঠেছে, উভয় দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেসব অতিক্রম করে নতুন প্রজন্মকে ভিন্ন পথে নিতে পারবেন কি না। কীভাবে সেটা সম্ভব হতে পারে!

সম্পর্কের নবায়ন দরকার আগামীর জন্য

১৯৭০-এ পাকিস্তানের দুই অংশ মিলে জনসংখ্যা ছিল ১৩ কোটির মতো। এখন ৩৮-৩৯ কোটি। বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় ৮৮ ভাগই একাত্তর দেখেনি। পাকিস্তানে নাগরিকদের ৮৯ ভাগের বয়স ৫০-এর কম। বাংলাদেশে একই বয়সসীমার নিচে আছে লোকসংখ্যার ৮৬ ভাগ। অর্থাৎ উভয় দেশে 'একাত্তর'-এর প্রত্যক্ষদর্শী আছে অতি অল্পজন। কিন্তু জাতীয়তাবাদ তুমুল এক আবেগের নাম, যা সব সময় তরুণ থাকে। ফলে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ককে স্বাভাবিক ও সাবলীল করতে একাত্তরের সব অমীমাংসিত বিষয়ের ফয়সালা করে এগোনোই ভালো হবে।

বিগত দশকগুলোতে অপ্রিয় বিষয়গুলো আড়াল করে পথ খোঁজা হচ্ছিল। সেই মডেল কাজ করেনি। পারস্পরিক ছাড় ও আদান-প্রদানের মনোভাব থেকে অতীত থেকে পাওয়া বিবদমান বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ঐকমত্য হওয়ার মাধ্যমেই কেবল নতুন করে বন্ধুত্ব এগোতে পারে। সেটাই হবে উভয় দেশের নতুন প্রজন্মের জন্য স্বস্তিদায়ক। উভয়ের কাছাকাছি আসা দরকার ওই তরুণদের জন্যই। একাত্তর ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই; ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনও নেই। একই সঙ্গে সামনে এগোনোও যেতে পারে। সেটা জরুরি। সেটা সময়ের দাবি।

পাকিস্তান-ভারত যদি রাজনৈতিক সম্পর্কের নাজুকতার মাঝেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশও এই উভয় দেশের সঙ্গে সেটা চালাতে পারবে। পারা দরকার। ইউরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক খবরদারি থেকে বাঁচতে হলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাজার গড়া বাংলাদেশের জন্য বেশি জরুরি হয়ে উঠছে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের বাজারমূল্য

বাংলাদেশ ও পাকিস্তান মিলে বিশ্ব জনসংখ্যার ৫ ভাগ। এই দুই জনপদের যোগাযোগের বাজারমূল্য অনিবার্যভাবে বিপুল। অথচ ৩৯ কোটি মানুষের দুদেশ মিলে এখন ব্যবসা-বাণিজ্য মাত্র ৬-৭ শ মিলিয়ন ডলার। উভয় দেশের রপ্তানিতে এটা অতি সামান্য হিস্যা। ২০১৯-২০-এ বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে গেছে মাত্র ৫০ মিলিয়ন ডলারের পণ্য। একে বিপুলভাবে বাড়ানোর সুযোগ আছে। উভয় দেশের শিল্প খাত গত ৫০ বছরে তুমুলভাবে প্রসারিত হয়েছে। আগের প্রজন্মের শিল্পপতিরা পরস্পরের মানুষ ও বাজার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতেন। পরের প্রজন্মের শিল্পপতিরা সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারছেন না রাজনৈতিক পদক্ষেপের অভাবে।

ভারত-চীন গত এক বছর যুদ্ধ-উন্মাদনার মাঝে ছিল। অথচ এর মাঝেও প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে। পাকিস্তান-ভারতের উদাহরণ হয়তো এ বিষয়ে আরও প্রাসঙ্গিক হবে। এই দুদেশ প্রতি সপ্তাহে গুলিবিনিময় করে। তিন দফা বড় আকারে যুদ্ধও হয়ে গেছে তাদের মাঝে। অথচ এর মাঝেও পণ্য বেচাবিক্রি করছে তারা। ২০১৯-২০ অর্থবছরেও ভারত থেকে পাকিস্তানে তিন শ মিলিয়ন ডলারের পণ্য গেছে। আগের বছর এটা প্রায় চার গুণ বেশি ছিল। ভবিষ্যতেও আগের অবস্থায় চলে যেতে পারে তারা। পাকিস্তান-ভারত যদি রাজনৈতিক সম্পর্কের নাজুকতার মাঝেও ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারে, বাংলাদেশও এই উভয় দেশের সঙ্গে সেটা চালাতে পারবে। পারা দরকার। ইউরোপ-আমেরিকার রাজনৈতিক খবরদারি থেকে বাঁচতে হলে দক্ষিণ এশিয়ায় বাজার গড়া বাংলাদেশের জন্য বেশি জরুরি হয়ে উঠছে। পাকিস্তান ২০১৯ থেকে ভিসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার তালিকায় রেখেছে বাংলাদেশিদের। উভয় দেশ এসব আরও সহজ করে রপ্তানি বাণিজ্যকে বাড়তি গতি দিতে পারে। তাতে বাংলাদেশের যেমন পাট, চা ও তামাকের বাজার বাড়বে, পাকিস্তানেরও সুতা, চিনি ইত্যাদির রপ্তানি বাড়বে। তবে বর্তমানের একদিকে হেলে থাকা বাণিজ্যিক ভারসাম্য যাতে বাংলাদেশের জন্য আরেকটু সুবিধাজনক হয়, তার জন্য পাকিস্তানের তরফ থেকে নীতিগত মদদ দরকার। দীর্ঘ বিরতির পর পাকিস্তান ইতিমধ্যে বাংলাদেশে একজন রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে সম্পর্ক উন্নয়নে কূটনীতিক আগ্রহের পরিচয় দিয়েছে। তাদের আরও এগোতে হবে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক ক্ষত সারাতে অনেক দায় রয়েছে ইসলামাবাদের। অনেক পাকিস্তানি নীতিনির্ধারক চেয়েছেন বাংলাদেশ একাত্তরকে ভুলে সামনে এগোলে সুবিধা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের তরফ থেকে এটা সহজ নয়; সম্ভবও নয়। বরং ব্যবহারিক দিক থেকে সুবিধাজনক হবে একাত্তর অধ্যায় থেকে সৃষ্ট সমস্যার চটজলদি সমাধান। সেগুলো এড়িয়ে যাওয়া নয়।

ইমরান খান কতটা সাহসী হতে পারবেন

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতিতে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি চর্চা করেছে। বৈশ্বিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের টানাপোড়েন এবং মুসলমানপ্রধান জগতে রিয়াদ ও তেহরানের ঠান্ডাযুদ্ধের মাঝেও বাংলাদেশ প্রায় সবার সঙ্গে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক রক্ষা করছে। এটা সহজ ছিল না। দক্ষিণ এশিয়াতে সার্কের গোড়াপত্তনও বাংলাদেশের প্রস্তাব থেকেই। বিদেশ নীতিতে ঢাকার এসব শুভবোধে পাকিস্তানকেও জড়ানো যায়। তার মাধ্যমে অনায়াসে মধ্য এশিয়ার বিশাল জগতে নিজেকে মেলে ধরতে পারে বাংলাদেশ।

যুদ্ধকালীন বর্বরতার অতীত থেকে কীভাবে আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হয়, তার বড় উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সামনে রয়েছে জাপানের সঙ্গে চীন-কোরিয়ার সম্পর্ক। জার্মানি-ইসরায়েলের উদাহরণও টানা যায় একই বিষয়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের জন্য ব্রিটেনের রানি ক্ষমা চেয়েছেন।

এসবই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একাত্তরের ঘটনাবলির জন্য পাকিস্তানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনেই প্রমাণ রয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য বাংলাদেশে বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচার-নিপীড়ন-বাড়াবাড়ির জন্য স্পষ্টভাবে দায়ী। এ রকম সৈনিকদের অনেকেই বেঁচে নেই। সরকার চাইলেও হয়তো তাদের আর বিচার করতে পারবে না। কিন্তু হামিদুর রহমান কমিশনের বক্তব্যের আলোকে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদেরা বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারেন। এ পদক্ষেপে উভয় দেশের সম্পর্কের বরফ অনেকখানি গলতে পারে।

এ মুহূর্তে আমাদের রপ্তানির প্রধান গন্তব্য ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা। এই অগ্রগতিকে দীর্ঘ মেয়াদে মধ্য এশিয়ার ইউরেশিয়ান ইকোনমিক ইউনিয়নেও সম্প্রসারণ করা যায়। রাশিয়ার বাইরে কাজাখস্তান, কিরগিজস্তানসহ চারটি দেশ আছে এই ইউনিয়নে। এর বাইরেও এ অঞ্চলে আরও দেশ আছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও মধ্য এশিয়ায় বাংলাদেশ রাশিয়ানির্ভর হয়ে আছে। এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের জন্য বাণিজ্যিক সম্ভাবনা অপেক্ষা করছে। জনসংখ্যায় মুসলমান গরিষ্ঠতা এ দেশগুলোতে বাংলাদেশের জন্য বাড়তি সুবিধা হয়ে উঠতে পারে। উজবেকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অনেক পুরোনো। তার আশপাশের অন্য সব দেশেও কূটনীতিক পরিসর বাড়ানোর সুযোগ আছে। পাকিস্তানের সঙ্গে সুসম্পর্ক মধ্য এশিয়া পৌঁছানো বাংলাদেশের জন্য সহজ করে তুলবে। বিনিময়ে বাংলাদেশের বাজারেও পাকিস্তানের হিস্যা বাড়বে দ্রুত।

এসবই সম্ভব হয়ে উঠতে পারে একাত্তরের ঘটনাবলির জন্য পাকিস্তানের সর্বোচ্চ স্তর থেকে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে। বিচারপতি হামিদুর রহমান কমিশনের প্রতিবেদনেই প্রমাণ রয়েছে, দেশটির সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য বাংলাদেশে বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে অত্যাচার-নিপীড়ন-বাড়াবাড়ির জন্য স্পষ্টভাবে দায়ী। এ রকম সৈনিকদের অনেকেই বেঁচে নেই। সরকার চাইলেও হয়তো তাদের আর বিচার করতে পারবে না। কিন্তু হামিদুর রহমান কমিশনের বক্তব্যের আলোকে পাকিস্তানের রাজনীতিবিদেরা বাংলাদেশের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইতে পারেন। এ পদক্ষেপে উভয় দেশের সম্পর্কের বরফ অনেকখানি গলতে পারে।

২০০২ সালে প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ বাংলাদেশ সফরকালে এ বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৯৮ সালে নওয়াজ শরিফ এসে একাত্তরের ঘটনাবলিকে বলেছিলেন 'রাজনৈতিক অনাচার'। এসব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের বেদনাবোধের ন্যায্য স্বীকৃতি। কিন্তু এ রকম সাধারণ দুঃখ প্রকাশে একাত্তরের ক্ষত সারবে না। এটা যথেষ্ট নয়। সংগত কারণেই তাতে সম্পর্ক গতি পায়নি। ভবিষ্যতে একই পথে না হাঁটাই ভালো হবে। বাংলাদেশের জনগণ এ বিষয়ে পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃত্ব থেকে স্পষ্ট ভাষার আরও সাহসী সিদ্ধান্ত আশা করছে। পাকিস্তানকে অবশ্যই সেনাবাহিনীর একাত্তরের ভূমিকার রাজনৈতিক দায় নিতে হবে আগে, যা স্পষ্ট হয় 'ক্ষমা' প্রার্থনার মধ্য দিয়ে; 'দুঃখ' প্রকাশের মধ্য দিয়ে নয় মোটেই। কেবল প্রিয়জন হারানো মানুষদের কাছেই নয়–কূটনীতিতেও এই দুই শব্দের তাৎপর্য ও প্রভাব বিস্তার ভিন্ন। এ রকম ক্ষমা চাওয়ার সংস্কৃতি দক্ষিণ এশিয়াজুড়ে সমরবাদিতার বিপরীতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও মানবাধিকার সংস্কৃতিকে শক্তি জোগাবে।

এই প্রসঙ্গে গত পাঁচ দশকের অগ্রগতি হলো–পাকিস্তানের প্রায় ৫০টির মতো নাগরিক সংগঠন অনেক আগেই একাত্তরের ঘটনাবলির জন্য ক্ষমা চেয়ে রাজনীতিবিদদের জন্য করণীয় সহজ করে রেখেছে। ইমরান খান ইতিমধ্যে তাঁর অনেক প্রথাবিরোধী পদক্ষেপে কূটনীতিকভাবে প্রশংসিত। বাংলাদেশ প্রশ্নেও তাঁকে পূর্বসূরিদের প্রথা ভেঙে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পাকিস্তান যদি দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিতে চায়–তাহলে একাত্তরে তাদের সেনাবাহিনী যে অপরাধ করেছে, তার দায় মেনেই পরবর্তী পথ এগোতে হবে। তখন এই সম্পর্ককে পথ করে এগিয়ে নেওয়া বাংলাদেশের নেতৃত্বের জন্য সহজ হতে পারে। আর এ পথেই চলে আসতে পারে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের প্রসঙ্গ ও একাত্তরের দায়-দেনা ভাগের বিষয়। তবে এগুলোর সমাধান মোটেই অতটা স্পর্শকাতর নয়–যতটা জটিল ক্ষমা প্রার্থনার প্রশ্ন।

যুদ্ধকালীন বর্বরতার অতীত থেকে কীভাবে আন্তর্দেশীয় সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হয়, তার বড় উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সামনে রয়েছে জাপানের সঙ্গে চীন-কোরিয়ার সম্পর্ক। জার্মানি-ইসরায়েলের উদাহরণও টানা যায় একই বিষয়ে। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের জন্য ব্রিটেনের রানি ক্ষমা চেয়েছেন। এসবই আর কিছু নয়–নতুন বাস্তবতায় পারস্পরিক সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার আন্তরিক ইচ্ছার প্রকাশ। এভাবেই 'একাত্তর'-এর পাঁচ দশক পূর্তিকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সম্পর্কের নতুন একটা পথ তৈরি করে দিতে পারে। ২০২১ কি সে রকম এক বছর হতে চলেছে?

লেখক: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ে গবেষক

ট্রাম্প গেলেও তাঁর মিথ্যাচার থেকে রেহাই মিলছে না



জনাথন ফ্রিডল্যান্ড

সত্য কষ্ট দেয় বটে; কিন্তু মিথ্যাকে বিনাশ করে। গত ১২টি মাস দেখতে হলো এক ভয়ানক স্বচ্ছতার সঙ্গে। কভিড সম্পর্কে মিথ্যা বলা হলো। জোর দিয়ে বলা হলো এটি একটি বিশেষ মহলের ধাপ্পাবাজি। ফলে লাখ লাখ মানুষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এড়িয়ে গেল এবং আক্রান্ত হলো। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মিথ্যাটি ছিল আমেরিকান নির্বাচন ইস্যুতে। দাবি করা হলো, পরাজিত হওয়ার পরও ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হয়েছেন। এটাই ক্যাপিটল ভবনে তান্ডব চালানোর পথ দেখিয়ে দিল এবং সহিংসতার উদগিরণে পাঁচ-পাঁচটা জীবন ঝরে পড়ল।

এই ঘটনার প্রভাব এত দ্রুত পড়ল এবং ঘটনাগুলো চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে ছুটে চলেছে যে এর তাৎপর্য বোঝাই মুশকিল। গত সম্পাহে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইতিহাসের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিশংসন করা হয়েছে, যাঁকে আগেও একবার অভিশংসন করা হয়েছিল। অতীতে অভিশংসন প্রক্রিয়া ধীরগতিতে হলেও এবার এক সপ্তাহের মধ্যে ঘটেছে। দুটি অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে এটা হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির দায়িত্বভার তখন মাত্র কয়েক দিন বাকি ছিল। দ্বিতীয়ত, হাউসের সদস্যরাই তান্ডবের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন।

এটাও অস্বাভাবিক যে এই সিদ্ধান্ত একেবারেই দলীয় অবস্থান থেকে নেওয়া হয়নি। ১০ জন রিপাবলিকান সদস্য অবস্থান বদল করেছেন। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ হলো ১৯৭ জন রিপাবলিকান সদস্যের বিরোধিতা। দৃশ্যত তাঁরা একটি জাতির গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত আইন পরিষদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের সহিংস বিদ্রোহের উসকানিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।



এরপর সিনেটে বিচার প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ সম্পন্ন হবে। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, এই প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে। কারণ দলে ট্রাম্পবন্দনার যে ঘাঁটি তৈরি হয়েছে তা নিয়ে বেশির ভাগ রিপাবলিকান সিনেটরই শঙ্কিত। ফলে তাঁরাও হাউসের ১০ জনের বদলে ১৯৭ জনের পথই অনুসরণ করবেন। তবে ট্রাম্প ক্ষমতা ছাড়ার পরও সিনেটের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হতে পারেন। সেটা হলে তাঁর সরকারি পদে ফিরে আসা (আবার প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হওয়া) চিরতরে নিষিদ্ধ হতে পারে।

রিপাবলিকান নেতারা যদি ট্রাম্পের সম্ভাবনা এবং একটি রাজবংশের উত্তরাধিকারকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন, তাহলেও তাঁরা ট্রাম্প থেকে পরিত্রাণ পাচ্ছেন না। স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, ট্রাম্পবাদ টিকে থাকবে।

নাসিবাদের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ টিমোথি স্নাইডারের বিখ্যাত উক্তি, 'মিথ্যা মিথ্যাবাদীকেও ছাড়িয়ে যায়।' যদি ট্রাম্প সমর্থকরা বিশ্বাস করতে থাকে যে তাদের লোক নভেম্বরে বিশাল জয় পেয়েছে–এমনকি যেখানে এখনো মাত্র ২২ শতাংশ রিপাবলিকান নির্বাচনকে অবাধ এবং নিরপেক্ষ মনে করে, সে ক্ষেত্রে আগামী চার বছরে এই চুরির ব্যাপারে তাদের ক্রোধ কমে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, বরং বাড়বে। শেষ পর্যন্ত ২০২৪ সালে 'বকেয়া' শোধ করার দাবি উঠবে। প্রয়োজন হলে জোর করেই তা করা হবে।

সুতরাং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে কী করা দরকার তার চেয়েও অনেক বড় প্রশ্ন এখন সামনে এসেছে। সেটা হচ্ছে এত বড় মিথ্যাকে কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রথম কাজটা হবে জায়গামতো ওষুধ দেওয়া। প্রথম করণীয়টা হবে সত্যতার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা পুনরুদ্ধার নয়, বরং নাগরিকদের সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য উপযুক্ত করে তোলা।

মিডিয়া পরিষ্কারভাবে এসব কিছুর কেন্দ্রে অবস্থান করছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখন দুটি পৃথক বুদ্ধিবৃত্তিক বলয় পাশাপাশি অবস্থান করছে। একটি এমএসএনবিসি বলয়, যাঁদের কাছে বাইডেন ন্যায্য উপায়েই জয়লাভ করেছেন। আরেকটি হচ্ছে ফক্স নিউজ বলয়, যারা মনে করে ট্রাম্পকে ডাকাতি করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে অতীতের ফেয়ারনেস ডকট্রিন (স্বচ্ছতার নীতি) নিয়ে সহজেই স্মৃতিকাতর হওয়া যায়। এই নীতির কারণে ব্রডকাস্ট নেটওয়ার্কগুলোকে ভারসাম্যতা অনুসরণ করতে হতো। শেষ পর্যন্ত রোনাল্ড রিগানের আমলে ১৯৮৭ সালে এই নীতি ওঠে যায়। কিন্তু এই নীতি কার্যকর থাকলে আজকের এই বিভাজনের দেয়াল ভেঙে ফেলা যেত।

একমাত্র কেবল টিভি বা গণমাধ্যমকেই কাঠগড়ায় তুললে হবে না। জ্ঞানের যে আলাদা আলাদা অস্তিত্ব আছে, তার সদর্প অবস্থান দেখা যাচ্ছে ফেসবুক ও টুইটারে। ডিজিটাল সাংবাদিকতা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এমিলি বেল বলেছেন, এই প্ল্যাটফর্মগুলোর বাহ্যিক নিরীক্ষার দাবি আরো বাস্তবসম্মত হতে পারে, বিশেষ করে প্রকাশ্য পর্যালোচনার জন্য তাদের অ্যালগরিদম খুলে দেওয়া উচিত। বেলের পরামর্শ হচ্ছে, 'জ্ঞানের সামাজিক কাঠামো'র উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে স্থানীয় রিপোর্টিংয়ের ধরন পর্যন্ত সর্বত্র বিপুল বিনিয়োগ করতে হবে, যাতে ক্ষমতাকে জবাবদিহির মধ্যে রাখা যায়।

মিথ্যার ওপর গড়ে ওঠা কভিড ও ট্রাম্প বিষয়ক জোড়া সংকট মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সত্যের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ যুদ্ধের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সত্য নিজেকেই রক্ষা করতে হবে এবং পাল্টা লড়াই শুরু করতে হবে।

লেখক: গার্ডিয়ান কলামিস্ট

ভাষান্তর: আফছার আহমেদ

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

বিশ্বাসে বিশ্বাসে অবিশ্বাস তবুও!

আনিস আহমেদ

ইন্টারফেইথ শব্দটির সঙ্গে আমার আভিধানিক পরিচিতি হয়তো বাংলাদেশে থাকার সময়ও ছিল; কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ সম্পর্কে প্রথম ও প্রত্যক্ষ জানলাম যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর। অভিধানে ইন্টারফেইথ শব্দটির মানে হতে পারে আন্তঃধর্মীয় বিষয়, অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসীদের এক ধরনের মিলনমেলা। এই ইন্টারফেইথের ধারণাটা খুব বেশি পুরোনো নয়; শব্দটির প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় ১৯৩২ সালে। অর্থটি আসলে বেশ সহজ, যখন কোনো কাজে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী একত্রিত হন, তখন সেটি ইন্টারফেইথের আওতায় পড়ে। এই বিশেষ ও ব্যতিক্রমী বিশেষণের ব্যবহার দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর কাছে খুব একটা জানা কথা নয়। বাঙালিরা আন্তঃধর্মীয় সংঘাত ও সংঘর্ষটা বোঝে, সংখ্যায় যারা গুরু তারা লঘুদের লঘুতর করে দেখার চেষ্টা করেন এবং গণতন্ত্রে সংখ্যার হি-সাবটাকেই কেবল বড় করে দেখেন, বুঝেও বোঝেন না যে, ভোটের রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভূমিকা যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক নয়, বিষয়টি সংখ্যাতীতও বটে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মানুষ সংখ্যাগুরুর গুরুভার বহন করতে করতে এতটাই ক্লান্ত যে, সেখানে আন্তঃধর্মীয় সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সুযোগ নেই বললেই চলে। ইন্টারফেইথ শব্দটির প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্রে মূলত আন্তঃধর্মীয় অর্থে; তবে এর সংজ্ঞা ও প্রয়োগ সম্প্রসারিত করলে তা কেবলই ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে আবদ্ধ নয়, তা সামাজিক কিংবা রাজনৈতিক বিশ্বাসের বিষয়ও বটে। আর সেক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে পরস্পরকে বোঝার অভাব রয়ে গেছে, সেখানেও রয়েছে বিভেদ ও বিভ্রান্তি।

বাংলায় যে প্রচলিত বাক্য, 'বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ, তর্কে বহুদূর', তাতে বাহ্যত বিশ্বাসের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে, যুক্তির ওপরে নয়। কিন্তু কোনো রকম কূটতর্ক কিংবা বিশ্বাসভঙ্গের কোনো কথা না বলেও বিশ্বাসে বিশ্বাসে মিলন তো হতেই পারে। তার জন্য নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে এমনও তো নয়। আর সে বিশ্বাস যদি পরস্পরবিরোধীও হয়, তাহলেও কর্মজগতে এমন অনেক জায়গা রয়ে গেছে, যেখানে আমরা যে যার ধর্মীয় বিশ্বাসকে বজায় রেখেও একত্রিত হয়ে কাজ করতে পারি আর তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে এই আমেরিকায়। সংখ্যার হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র খ্রিষ্টানপ্রধান দেশ; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে যেহেতু রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু রাষ্ট্র কোনোভাবেই যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না, তেমনি ধর্মও রাষ্ট্রকে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সে জন্যই যুক্তরাষ্ট্র সাংবিধানিক বিবেচনায় একটি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা যে ধর্মহীনতা নয়, সে কথা স্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র। এখানে এক ধর্মকে অন্য ধর্মের বিপক্ষে দাঁড়াতে দেখি না। নিজের ধর্মের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও পরের ধর্মের প্রতি সম্মান এখানকার সমাজে সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। এখানে পাশাপাশি গির্জা, মসজিদ, সিন্যাগগ (ইহুদিদের প্রার্থনার স্থল), মন্দির কিংবা গুরুদুয়ারার অবস্থান। জুমা কিংবা ঈদের নামাজের সময় যেসব মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না, সেসব স্থানে নামাজের সময়ে গির্জা কিংবা সিন্যাগগ খুলে দিতে দেখেছি, যা আমার জানামতে অন্য কোনো দেশে আছে বলে শুনিনি। এই উদারতা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে সব ধর্মকে সমানাধিকার দেওয়ায়, সে কেবল সংবিধানে নয়, প্রয়োগ ক্ষেত্রেও।

ধর্মচর্চার বাইরেও সামাজিকভাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণগুলো পাই আমরা এই যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারফেইথভিত্তিক দর্শন, যা ব্যক্তিকভাবে যেমন, তেমনি সাংগঠনিকভাবেও বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসী, এমনকি যারা ধর্মে বিশ্বাসই করেন না তাদের সবাইকে নিয়ে আসতে পারে কর্মজগতে একই সংগঠনের আওতায়। যেমন ধরুন যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপলিসে গির্জা, সিন্যাগগ এবং মসজিদ মিলিয়ে ১৭টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই ইন্টারফেইথের আওতায় একত্রিত হয়ে গৃহহীন এবং দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের সাহায্যে কাজ করে যাচ্ছে। আবার অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ইন্টারফেইথ আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষা, সংলাপ এবং সেবার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মানুষের জন্য সমঝোতা, সম্মান ও সমর্থনের সেতুবন্ধ নির্মাণ করা। এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে এ রকম অসংখ্য ইন্টরফেইথ সংগঠন মানুষকে কূপবদ্ধ ও প্রথাসিদ্ধ ধারণার বাইরে নানান ধর্মবিশ্বাসের মানুষকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে এবং অনেকেই এসব আন্তঃধর্মীয় সংগঠনের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কাজ করছেন কেবল সমাজে সমস্যা জর্জরিত নিম্নবিত্তের মানুষের জন্যই নয়; শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং চেতনাকে আরও বেশি শানিত করতে। সেসব সংগঠনে মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসীরা যোগ দিচ্ছেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস বহাল রেখেই।

ধর্মের দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু আচরিক বা রিচুয়াল দিক এবং আত্মিক বা স্পিরিচুয়াল দিক। ধর্মে ধর্মে মূল পার্থক্যটা কিন্তু আত্মিক দিক দিয়ে নয়, মূলত এই পার্থক্যগুলো বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে। সে জন্যই লক্ষ্য করি যে, সুফিরা প্রধানত গুরুত্ব দেন এই আত্মিক দিকের ওপর, যেখানে দেখতে পাই বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্যের কবি হাফিজ কিংবা রুমির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। উভয়েই স্রষ্টার প্রেম ও সৃষ্টির প্রেমকে অভিন্নভাবে দেখেছেন। ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্যটুকু মূলত ধর্মাচারে। সেই বিশ্বাসটুকু নিজ নিজ ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন রেখে, বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসী, এমনকি আস্তিক-নাস্তিক সবাই একত্রিত হয়ে অনেক কাজ করতে পারি, যা মানুষের কল্যাণে আসতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারফেইথ প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল যে মানবিক বিষয় নিয়েই কাজ করছে তাই-ই নয়, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণের মতো প্রাকৃতিক বিষয়ের দিকেও নজর দিচ্ছে। মোট কথা হলো কূপমন্ডুকতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রয়োজন সব ধর্মের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কাজ করা। তাতে কল্যাণ আসতে পারে দুই দিক দিয়ে, সমাজ উপকৃত হতে পারে এ ধরনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আবার আমাদের চিন্তা-চেতনাকেও অনেক বেশি উদার ও অসাম্প্রদায়িক করে তুলতে পারে। আমেরিকায় লক্ষ্য করছি, শিক্ষামূলক আন্তঃধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলা হচ্ছে যা কারও বিষয়ে নেতিবাচক মনোভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে পারে।

ধর্মের দুটি প্রধান বিষয় হচ্ছে নির্দিষ্ট কিছু আচরিক বা রিচুয়াল দিক এবং আত্মিক বা স্পিরিচুয়াল দিক। ধর্মে ধর্মে মূল পার্থক্যটা কিন্তু আত্মিক দিক দিয়ে নয়, মূলত এই পার্থক্যগুলো বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে ফুটে ওঠে। সে জন্যই লক্ষ্য করি যে, সুফিরা প্রধানত গুরুত্ব দেন এই আত্মিক দিকের ওপর, যেখানে দেখতে পাই বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পারস্যের কবি হাফিজ কিংবা রুমির মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই

এসব কিছু দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশেও তো আন্তঃধর্মীয় সংগঠন গড়ে তোলা যেতে পারে, কারণ এই একুশ শতকে এসেও বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মধ্যে ছয় ফুটের চেয়েও বড় দূরত্ব রেখে চলেছেন, যেন অন্যের ধর্ম আমার জন্য করোনাভাইরাসের চেয়েও খারাপ। বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে, তাদের মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে, তাদের উপাস্য মূর্তি ভেঙে ফেলা হয়েছে, ভারতে উগ্রবাদী হিন্দুরা গরু জবাইকে কেন্দ্র করে মানুষ জবাই করেছে, মুসলমানদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে তাদের আরও অনেক বেশি প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে; আর পাকিস্তানের তো কথাই নেই। সেখানে অতি সম্প্রতি একটি হিন্দু মন্দিরের সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে মুসলমানরা মন্দিরটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এর সবকিছুই ঘটছে কথিত ধর্মাবলম্বীদের জ্ঞানচক্ষু অন্ধ থাকার কারণে। তবে কেবল অশিক্ষিতরাই নয়, শিক্ষিত যারা তারাও অন্য ধর্মের মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। সেই যে চল্লিশের দশকে কলকাতা, বিহার এবং নোয়াখালীতে রাজনৈতিক কারণে দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল, সেই অসুস্থ অবস্থা থেকে আজও আমরা মুক্ত হতে পারিনি, আজও 'মালাউন' আর যবনদের মধ্যে বাস্তবে যেমন, তেমনি অনুচ্চারিত এক ধরনের মানসিক দ্বন্দ্ব চলছে। অথচ হিন্দু-মুসলমান কারও ধর্মীয় বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন না করেই গড়ে তুলতে পারেন ইন্টারফেইথ সংগঠন জেলায় জেলায়। আর কেবল হিন্দু-মুসলমানই বা কেন, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান, জৈন-পারসি, আস্তিক-নাস্তিক সবাই তো আমরা একাধিক এ রকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারি যা ধর্ম যার যার, সমাজ সবার বলে একত্রে এগিয়ে যেতে পারে। সেভাবেই হোক অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিশেষত বাংলাদেশে যখন ধর্মীয় উগ্রবাদ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, তখন এই আন্তঃধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। সব ধর্মের লোকের আর্থ-সামাজিক স্বার্থ দেখার জন্য যেমন, তেমনি আমাদের মনোভঙ্গিকে আরও অনেক বেশি উদার করে তোলার জন্য, যাতে আমরা ভিন্নমতাবলম্বীদের প্রতি সহ-নশীল হতে পারি। স্কুল-কলেজে যেমন বিতর্ক সংগঠন আছে, যেমন ক্রীড়া সংগঠন আছে, তেমনি আন্তঃধর্মীয় সংগঠন কি হতে পারে না? জানি বিষয়টি অনেকের কাছে স্পর্শকাতর মনে হতে পারে, কিন্তু বিভেদ এবং বিভ্রান্তির এই প্রাচীর তো ভাঙতেই হবে, নইলে বিশ্বাসে বিশ্বাসে অবিশ্বাস থেকে যাবে অনাগত সময়েও।

লেখক: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী লেখক ও সাংবাদিক

২৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্টে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া অবলম্বন করে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে

প্রার্থীদের তালিকা

সকল দলীয় এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী **Nominations for the following offices**

QUEENS COUNTY

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পযন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিসট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিসের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্সিল সদস্য ২৪ নম্বর কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট

মো ফর দ্যা পিপল - মৌমিতা আহমেদ
এ বেটার কুইন্স - দিপ্তি শার্মা
ইওর ভয়েস ম্যাটারস - দিলীপ নাথ
কমিউনিটি ফার্স্ট - নীতা জেইন
ইউনাইটেড সিটিজেন্স - মাইকেল আর্ল ব্রাউন
ইউনিটি - মুজিব উ. রহমান
কুইন্স স্ট্রং - জেমস এফ. জেনারো
সোমা ফর কুইন্স - সোমা এস. সাঈদ

২৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে।

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার বিষয়ে আরও জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন অথবা
(866) 868-3692, টিটিওয়াই (212) 487-5496 নম্বরে কল করুন

COMMISSIONERS OF ELECTIONS
Frederic M. Umane – প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

ASC of NY

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





Payment : As per wage parity $19.09

CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি HHA অথবা PCA হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন? তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত কথা জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

বিশেষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি -ফেব্রুয়ারি ২, ২০২১

দ্যা বোর্ড অব ইলেকশনস ইন দ্যা সিটি অব নিউ ইয়র্ক নির্বাচনী আইনের বিধান অনুযায়ী, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করছে যে কুইন্স কাউন্টির বিশেষ নির্বাচন মঙ্গলবার, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টগুলোর ব্যালটে নিম্নে উলেখ করা সরকারি অফিসের পদের জন্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে:

কাউন্সিল সদস্য ২৪ নম্বর কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট
কুইন্স কাউন্টি

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার বিষয়ে আরও জানার জন্য
VOTE.NYC দেখুন অথবা (866) 868-3692
টিটিওয়াই (212) 487-5496 নম্বরে কল করুন

২৩ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ পর্যন্ত অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে

আপনার ভোটকেন্দ্র খুঁজে পেতে এবং একটি
নমুনা ব্যালট দেখার জন্য **findmypollsite.vote.nyc** দেখুন
অথবা **(866) 868-3692**
টিটিওয়াই **(212) 487-5496** নম্বরে কল করুন

COMMISSIONERS OF ELECTIONS

Frederic M. Umane – প্রেসিডেন্ট
Miguelina Camilo- সেক্রেটারি
Jose Miguel Araujo
Gino A. Marmorato
Michael Michel
Rodney L. Pepe-Souvenir
Simon Shamoun
Patricia Anne Taylor
Tiffany Townsend
John Wm. Zaccone

THE BOARD OF ELECTIONS IN THE CITY OF NEW YORK
Executive Office, 32 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10004

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SECI সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SECI Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়।
  লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)

Tel: 718-657-8325, 718-657-7300

মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF

ANDREW MOULINOS

(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস

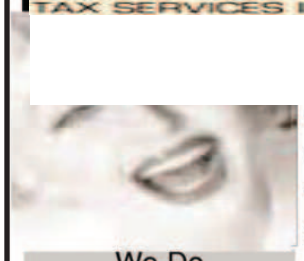
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস

40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়



7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

এফবি টিভির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

প্রত্যাশা পূরণে অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন

ফ্লোরিডা: প্রত্যাশা পূরণে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে এফবি টিভি। সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর হিসেবে আগামীতে আরও সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার প্রথম বাংলা ভাষার টেলিভিশন-এমন প্রত্যাশার কথাই তুলে ধরেন বিশিষ্টজনেরা। এফবি টিভির দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১৮ জানুয়ারী সোমবার ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্ক সময় রাত ১০টায় একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান হয়। "আলোর ঝর্ণাধারা" নামে সেই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঢাকা থেকে যোগ দেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

'প্রবাসে আপনার পাশে' এই শ্লোগান নিয়ে ২০১৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল এফবি টিভি। বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে এবার স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের দুই কণ্ঠযোদ্ধা রথীন্দ্রনাথ রায় ও শহীদ হাসানকে আজীবন সম্মাননা জানানো হয়। স্বাধীনতার ৫০ বছরকে সামনে রেখে দেয়া এই সম্মাননায় আপ্লুত হন দুই শিল্পী। তারা ভিডিও বার্তায় এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের গৌরবের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সবাইকে সবসময় সংক্রিয় থেকে কাজ করে যেতে হবে। আজীবন সম্মাননা ছাড়াও এফবি টিভি সম্মাননা জানানো হয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্টজনদেরকে।

টেলিভিশনের সিইও টিটন মালিকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আওলাদ হাওলাদার। এফবি টিভির এডিটর ইন চীফ ও লেখক শামীম আল আমিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শহীদ হাসান, পাপ্পু আহমেদ এবং লাবনি। আবৃত্তি করেন লুৎফুন নাহার লতা ও গোপন সাহা। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যুক্ত হয়ে বিশিষ্টজনেরা এসময় এফবি টিভির পথচলায় শুভকামনা জানান।

অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম এফবি টিভিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরবে এই টেলিভিশন। বাংলাদেশের ইতিহাস, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে, এটাই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের অগ্রগতিতে প্রবাসীদের ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞতার সাথে তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'শেখ হাসিনার সরকার প্রবাসীদের কল্যাণে নানা ধরণের ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের উপর ২ শতাংশ হারে প্রণোদনা দিয়েছে এই সরকার। সেই সাথে প্রবাসীরা যেনো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারে তার জন্যে নানান সুযোগ দেয়া হয়েছে।'

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারীরা স্বদেশের প্রতি যে গভীর মমতা ও ভালোবাসা দেখান, অন্য ভূখন্ডে থেকেও দেশকে যেভাবে তুলে ধরেন, তার ভূঁয়সি প্রশংসা করেন মন্ত্রী। সেই সাথে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির এই শুভলগ্নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে আত্মমর্যাদাশীল একটি জাতি।'

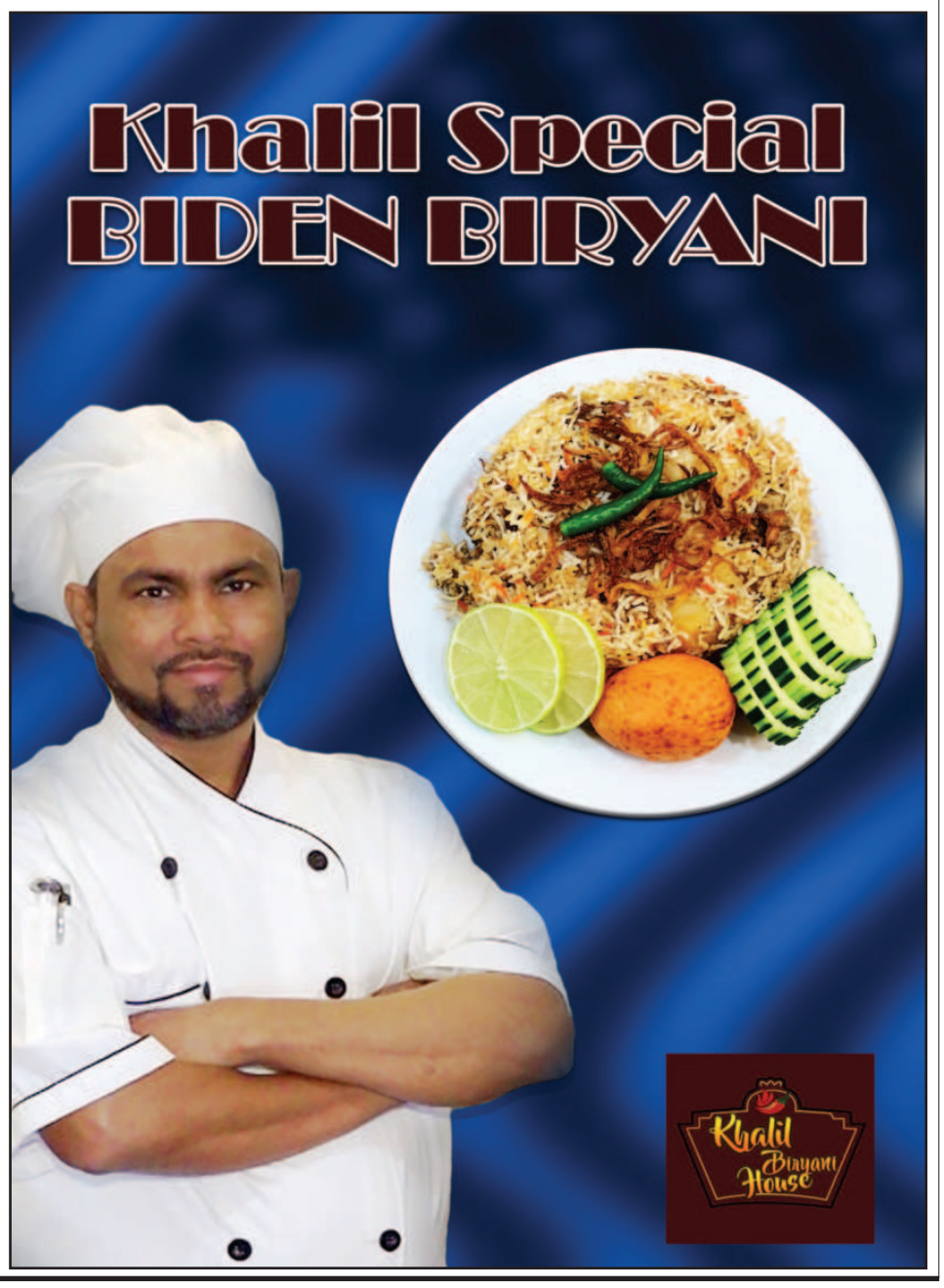
অনুষ্ঠানে এফবি টিভি সম্মাননা পাওয়াদের নাম ঘোষণা করা হয়। নিউইয়র্ক থেকে সম্মাননা পেয়েছেন অভিনেত্রী ও আবৃত্তি শিল্পী লুৎফুন নাহার লতা, আবৃত্তি শিল্পী গোপন সাহা, শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ রানা আহমেদ, কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মুহাম্মদ আলী বাবুল, অভিবাসন ও ট্যাক্স বিশেষজ্ঞ মিয়া জাকির, সাংবাদিক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট তোফাজ্জল লিটন, সঙ্গীত শিল্পী তামি যাকারিয়া এবং সাকসেস মাল্টিপারপাস অ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসাল্টিং ফার্মের সিইও মো. আকতারোজ জামান।

ফ্লোরিডার বয়নটন বিচ সিটির মেয়র স্টিভেন গ্র্যান্ট ও ব্রওয়ার্ড কাউন্টির মেয়র ডেল হলনেসকে সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়া ফ্লোরিডা থেকে আরও সম্মাননা পেয়েছেন ডা. সেজান মাহমুদ, ডা. সালাহউদ্দিন আহমেদ, খতিব আব্দুল হাকিম আজাদী, ড. নেছার ইউ আহম্মেদ জুনায়েদ আক্তার, আতিকুর রহমান, ক্যাথরিনা কেয়া রোজারিও, রায়হান আহমেদ, সৈয়দ মঈনুদ্দিন আহম্মেদ, নাঈম খান, ইমন করিম, আওয়াল দয়ান, এমরান জনি, আরশাদ আলী, রুবি আওলাদ, আমিরুল ইসলাম বাবুল, মিথাড খান, শাহীন সুমন বিশ্বাস, ফুয়াদ জালাল, মঞ্জু আমিন, মঈনুল ইসলাম এবং সোনিয়া মান্নান। ঢাকা থেকে সম্মাননা পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী সাবেক ফুটবলার ও সংগঠক আব্দুল গাফফার এবং রক্সি মাহমুদ। কানাডার মন্ট্রিয়ল থেকে সঙ্গীত শিল্পী পাপ্পু আহমেদ, সাবেক ফুটবলার মামুন জোয়ার্দারকে এফবি টিভি সম্মাননা দেয়া হয়।

বিশেষ ভূমিকার কারণে এবার সম্মাননা দেয়া হয় ফেসবুককেন্দ্রিক প্লাটফর্ম ক্লাব ৯৪ ইউএসকে। এছাড়া এফবি টিভিকে পৃষ্ঠোপোষকতা করার জন্যে নেপা হোলসেল, মায়ামি কে ডিস্ট্রিবিউটর, জে অ্যান্ড পি, আরশাদ আলী রিয়েলটি, এসসিটি ক্যামেরা, নিরালা সুইটস এবং রয়েল ফার্মেসিকে শুভেচ্ছা স্মারক দেয়া হয়। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।



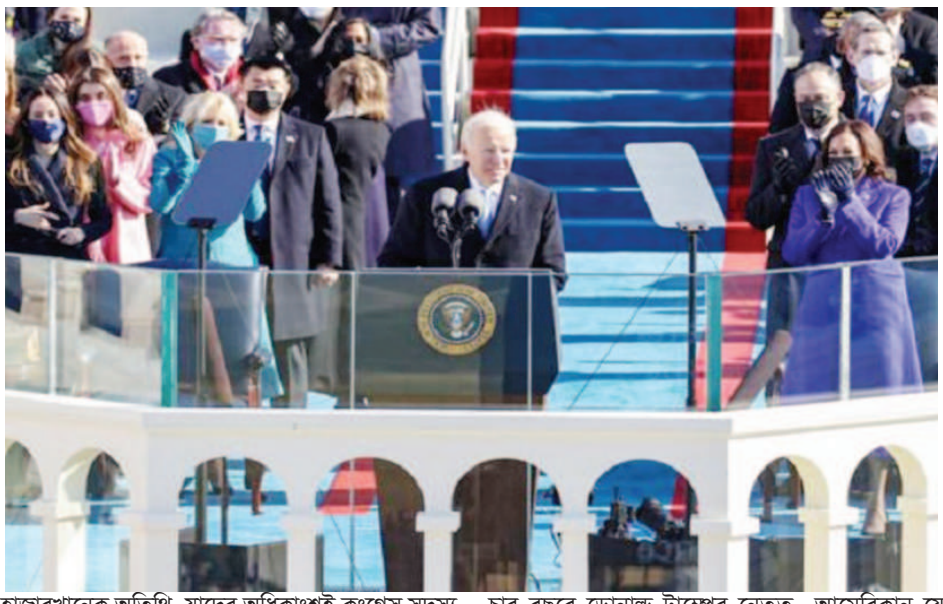








উৎকণ্ঠার অবসান, স্বস্তিতেই শপথ বাইডেনের



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কড়া নিরাপত্তার মধ্যে বুধবার (২০ জানুয়ারী) যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন ডেমোক্র্যাট নেতা জো বাইডেন। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে স্থানীয় সময় বুধবার স্থানীয় বেলা ১১টা ৪৮ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১০টা ৪৮ মিনিট) শপথ নেন তিনি। এর প্রায় পাঁচ মিনিট আগে শপথ নেন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়ে বাইডেন বলেন, সবাই মিলেই নতুন আমেরিকা গড়ে তুলব। ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে শপথ নিলেন বাইডেন। এ মুহূর্তে দেশটিতে করোনাভাইরাস মহামারির সংক্রমণ ও জনগণের মধ্যে বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভেদের দেওয়াল বড় সংকট হিসাব রয়েছে। শুধু দেশে নয়, বহির্বিশ্বেও মার্কিন প্রভাব ক্ষয়িষ্ণু করেছেন ট্রাম্প। বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হলো নতুন দিন।

করোনাভাইরাসে বিপর্যয়কর পরিস্থিতি, মহামারির ধাক্কায় নাজুক অর্থনীতি, ভেঙে পড়া পররাষ্ট্র নীতি, ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চূড়ান্ত অসহযোগিতা আর সহিংসতার আশঙ্কার শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন।

শপথ নেওয়ার আগ মুহূর্তে টুইটে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে নতুন দিনের শুরু হলো। আর শপথ নেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম টুইটে বাইডেন বলেন, সংকট মোকাবিলায় আমাদের এক মুহূর্ত নষ্ট করার সময় নেই। এ কারণেই আজ (বুধবার) আমি ওভাল অফিসে যাচ্ছি কাজ শুরু করতে, বড় পদক্ষেপ নিয়ে পরিবারগুলোকে আশু স্বস্তি দিতে। খবর বিবিসি, সিএনএন, এএফপি ও রয়টার্সের।

ওয়াশিংটনে আমেরিকান কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ের ওয়েস্ট ফ্রন্টে শপথ অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত তারকা লেডি গাগা। এ সময় উপস্থিত সবাই বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের সঙ্গে একাত্ম হন। এরপর প্রথা অনুযায়ী প্রথমে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে পথ নেন কমলা হ্যারিস। তাকে শপথ পড়ান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সোনিয়া সোটোমেয়র। এর মধ্য দিয়ে আমেরিকা ইতিহাসে প্রথম নারী, কৃষ্ণাঙ্গ ও এশীয় বংশোদ্ভূত ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে অভিষিক্ত হলেন কমলা হ্যারিস।

কমলা হ্যারিসের শপথ গ্রহণের সময় তার স্বামী ডাউ এমহফ বাইবেল ধরে রাখেন। এর পর বিখ্যাত শিল্পী জেনিফার লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের দেশাত্মবোধক গানের মূর্ছনায় আচ্ছন্ন করে রাখেন অভিষেক অনুষ্ঠানের কিছুটা সময়। এরপর জো বাইডেনকে শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস। নিজের পরিবারের ১২৭ বছরের পুরনো বাইবেলের একটি কপি হাতে বাইডেন শপথবাক্য পাঠ করেন। এ সময় পারিবারিক বাইবেলটি ধরে রাখেন বাইডেন স্ত্রী জিল বাইডেন। ৩৫ শব্দের শপথবাক্য উচ্চারণের পর প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অভিনন্দন জানান প্রধান বিচারপতি। জো বাইডেনকে কিছু সময়ের জন্য আবেগপ্লুত দেখা যায়।

৭৮ বছর বয়সি জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়ে তিন মিনিটের মধ্যে তার আসনে বসেন কিছুক্ষণের জন্য। এ সময় তিনি কাঁদছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি প্রেসিডেন্টের ৫৯তম শপথ অনুষ্ঠান। শপথ অনুষ্ঠানে বাইডেনের স্ত্রী জিল বাইডেন ও কমলা হ্যারিসের স্বামী ডাউ এমহফসহ দুই পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন বিদায়ি ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স। অন্যদের মধ্যে সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, জর্জ ডবিউ বুশ ও বিল ক্লিনটন এবং সাবেক ফার্স্টলেডি মিশেল ওবামা, লরা বুশ ও হিলারি ক্লিনটন।

সাবেক প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ জিমি কার্টার (৯৬) ও সাবেক ফার্স্টলেডি রোজালিন কার্টার অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। তারা বিষয়টি আগেই জানিয়ে দিয়ে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে তাদের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন। আরও উপস্থিত ছিলেন সামরিক, বেসামরিক শীর্ষপর্যায়ের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাজারখানেক অতিথি, যাদের অধিকাংশই কংগ্রেস সদস্য ও বাইডেন-হ্যারিস পরিবারের লোকজন। তবে এ অনুষ্ঠানে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প উপস্থিত ছিলেন না। শপথ অনুষ্ঠানের তিন ঘণ্টা আগে স্ত্রী মেলানিয়াসহ তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যান।

১৮৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু জনসনের পর এবারই প্রথম বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার উত্তরসূরির অনুষ্ঠানে থাকলেন না। অবশ্য অনেক আগেই ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানে থাকবেন না। বাইডেনের শপথের পর বক্তব্য দেন বিদায়ি ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স।

শপথ অনুষ্ঠান ঘিরে ক্যাপিটল হিলে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উগ্র সমর্থকদের ভয়াবহ তন্ডবের পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা ছিল, এ নিয়ে ছিল অনেক উৎকণ্ঠাও। তবে শেষ পর্যন্ত স্বস্তিতেই শেষ হয়েছে শপথ অনুষ্ঠান।ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই সপ্তাহের ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সময়ের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নেন বাইডেন।

'আমি একনিষ্ঠভাবে শপথ গ্রহণ করছি যে, আমি বিশ্বস্থতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কার্যালয়ের দায়িত্ব সম্পাদন করব এবং আমি আমার সামর্থ্যরে সবটুকু দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করব'- শব্দগুলো তিনি বাক্য হিসেবে উচ্চারণ করেন। এ শব্দমালা উচ্চারণের করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্টে পরিণত হন। শপথ নেওয়ার পর জো বাইডেন হোয়াইট হাউজে চলে যান। হোয়াইট হাউজই তার আগামী চার বছরের কর্মস্থল ও বাসস্থান।

হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট ফ্রন্টে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে মিনেসোটা থেকে নির্বাচিত সিনেটর এমি ক্লোবুচার প্রেসিডেন্ট হিসাবে জো বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, 'আজ যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র উঠে দাঁড়ানোর সময়। সব গানি মুছে সব সময়ের মতো যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দেওয়ার দিন আজ।'

শপথ অনুষ্ঠানের চেয়ারপারসন রিপাবলিকান সিনেটর রয় বান্ট তার বক্তব্যে গত ৬ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রের ওপর হামলা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। তার আহ্বানে শপথ অনুষ্ঠানে সমবেত সবাই দাঁড়িয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

সিনেটর এমি ক্লোবুচার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে অভিষেক বক্তব্য রাখতে আহ্বান জানান। অভিষেক বক্তব্যে বাইডেন প্রত্যাশা ও প্রতিশ্রুতির কথা বলেন। গত চার বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্ব আমেরিকান যে ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে, তা থেকে বেরিয়ে আশাবাদের কথা বলেন তিনি।

নতুন প্রেসিডেন্ট বলেন, গণতন্ত্র খুবই মূল্যবান। আজ গণতন্ত্র রক্ষা পেয়েছে। আমি পুরো যুক্তরাষ্ট্রের মানুষকে আমার সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহবান জানাই। করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতার কথা উল্লেখ করে বাইডেন শ্বেতাঙ্গ রক্ষণশীলতা, বর্ণ বিদ্বেষ ও সহিংসতাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলার আহবান জানান। আমরা আবারও যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের নেতৃত্বের আসনে নিয়ে যেতে চাই। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস নানা সংঘাতের মধ্য দিয়ে গেছে। আমরা সব সময় ঐক্যবদ্ধভাবে এসব উতরে গেছি। ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছাড়া কোনো শান্তি নেই। চলুন নতুন করে শুরু করি। আমরা একে অন্যকে শোনার, শ্রদ্ধা করা শুরু করি। চলমান ভাবমূর্তির চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র অনেক ভালো দেশ। আমেরিকারা জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ এ কথা আমাদের প্রমাণ করতে হবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে কমলা হ্যারিসের অভিষেক মার্কিন সমাজ ও সাংস্কৃতিক মানসে পরিবর্তনের পরিচায়ক উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, আজকের এ সময় সব সংকট মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মুহূর্ত। ঐক্যই এগিয়ে যাওয়ার মূলমন্ত্র। যারা আমাকে ভোট দিয়েছে, আর যারা দেননি- সবার জন্যই সমান লড়াই চালিয়ে যাব। আমেরিকান অর্থনৈতিক সংকটে দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কথা উল্লেখ করে বাইডেন বলেন, আমার কাছে সব বার্তাই আছে।

আমরা আমদের হৃদয়কে সম্প্রসারিত করে নগর ও প্রান্তিক যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান সব বৈষম্য দূর করতে পারব। আমাদের সমনে চলার জন্য একে অন্যকে প্রয়োজন। এক জাতি হিসাবেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমরা এক হয়ে কঠিন এ সময়কে অতিক্রম করব। বিশ্ববাসীর উদ্দেশে বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আজ ও আগামী দিনের বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ সময় তিনি পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে একযোগে এগিয়ে যাওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষত মহামারি মোকাবিলায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানান। বক্তব্যের শেষ দিকে বাইডেন বলেন, প্রিয় আমেরিকান বন্ধুরা, আমি আজ যেখানে শেষ করছি, সেখান থেকেই শুররু হচ্ছে। ঈশ্বর ও আপনাদের সবার সামনে পবিত্র শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি আমি সব সময় আপনাদের সঙ্গেই থাকব। তিনি বলেন, আমি সংবিধানকে রক্ষা করব। রক্ষা করব গণতন্ত্রকে। যুক্তরাষ্ট্রকে আমি আগলে রাখব। আর আমি আপনাদের সবাইকে বলছি, ক্ষমতার কথা না ভেবে সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি আপনাদের সেবা দিয়ে যাব। ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, জনস্বার্থই হবে মূল।

আমরা সবাই মিলে কোনো শঙ্কা নয়, এক আমেরিকান আশার গল্প রচনা করব; বিভাজন নয়, ঐক্যের গল্প লিখব; অন্ধকার নয়, লিখব আলোর গল্প। এমন এক গল্প, যা ভদ্রতা ও মর্যাদা, ভালোবাসা ও শুভকামনার।

স্থানীয় সময় ১২টা ১৩ মিনিটে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার বক্তৃতা শেষ করেন। 'ঈশ্বর যুক্তরাষ্ট্রকে রক্ষা করুন, ঈশ্বর সবাইকে রক্ষা করুন', বলে জো বাইডেন তার অভিষেক বক্তৃতা শেষ করেন।

গত ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পরাজিত করে বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তবে বাইডেনের বিজয় ট্রাম্প পুরোপুরিভাবে মেনে নিতে পারেননি। আদালত পর্যন্ত তিনি যান। এছাড়া কংগ্রেসে বাইডেনের বিজয় অনুমোদনের দিন ৬ জানুয়ারী উগ্রপন্থি সমর্থকদের তিনি উসকানি দিয়েছিলেন। ওইদিন ক্যাপিটল হিলে সন্ত্রাসী হামলায় এক পুলিশ সদস্যসহ পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

সাধারণত প্রেসিডেন্টের অভিষেক হয়ে থাকে আনন্দ-উল্লাসমুখর পরিবেশে। হাজার হাজার মানুষ অভিষেক অনুষ্ঠান উদযাপন করতে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে জড়ো হন। কিন্তু ৬ জানুয়ারীতে কংগ্রেস ভবন ক্যাপিটল হিলে ট্রাম্প সমর্থকদের ভয়াবহ হামলার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকেই এবার বেশি মনোযোগ দিতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। এবার ডিসিতে ২৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করা হয়। বেশকিছু রাস্তা বন্ধ করে ও উঁচু সব বেষ্টনী দিয়ে ক্যাপিটল ভবন সুরক্ষিত করা হয়। চলাফেরাতেও কড়াকড়ি আরোপ করা হয়।

বাইডেনের জন্য চিঠি রেখে গেছেন ট্রাম্প: যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার উত্তরসূরি জো বাইডেনের জন্য একটি চিঠি রেখে গেছেন। তবে চিঠিটির বিষয়বস্তুসম্পর্কে এখনো কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। এছাড়া ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও তার উত্তরসূরি জিল বাইডেনের জন্যও একটি চিঠি রেখে গেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক ইতিহাসের প্রথা অনুযায়ী প্রেসিডেন্টরা অভিষেকের দিনই তার পূর্বসূরিদের কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়ে আসছেন। এসব চিঠিতে সাধারণত শুভেচ্ছা বার্তা এবং পরামর্শ লেখা থাকে। সাধারণত এসব চিঠি রাখা থাকে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসের ডেস্কে। যাতে নতুন প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজে প্রবেশ করেই সেই চিঠিটা হাতে পান।

বারাক ওবামার কাছ থেকে একই রকম চিঠি পেয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই চিঠিতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছিলেন ওবামা। তিনি লিখেছিলেন, 'প্রাত্যহিক রাজনীতির টানাপোড়েনের পরও আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী রাখার দায়িত্ব আমাদের, অন্ততপক্ষে যেমনটা পেয়েছিলাম, তেমনটা রেখে যাওয়াটা জরুরি।'

বিল ক্লিনটনকেও চিঠি দিয়ে গিয়েছিলেন জর্জ এইচডব্লিউ বুশ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'আপনার মঙ্গল কামনা করি। আপনার পরিবারের মঙ্গল কামনা করি। আপনার সফলতা এখন আমাদের দেশের সফলতা। আপনার ভিত্তি মজবুত রাখার জোরালো চেষ্টা করেছি আমি।'

ট্রাম্প সমর্থকদের সমাবেশ প্রত্যাহার: যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিরুদ্ধে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকরা যে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। জরুরি অবস্থার কথা উল্লেখ করে সমাবেশ বাতিল করেছে পাবলিক অ্যাডভোকেট নামে গ্রুপটি।ট্রাম্পপন্থি অন্যান্য গ্রুপের নেতারা বলেন, তারা ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন না। তাদের একজন বলেন, 'কংগ্রেস সদস্য, বাইডেনের কর্মকর্তা এবং ৬০ হাজার ন্যাশনাল গার্ড ছাড়া সেখানে আর কেউ থাকবে না। এদিকে ওয়াশিংটন ডিসিতে বুধবার উৎসব করেছে ডেমোক্র্যাটরা। তবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনেক সমর্থকই শহরটিকে এড়িয়ে চলেছেন।

সিডনি-সিটি অব কালার'স



হাবিব রহমান

আজকের প্রোগ্রাম ছিলো সিডনি সিটি ট্যুর। যে দেশেই যাই চেস্টা করি যে সিটি টাকে কেন্দ্র করে ট্যুর প্রোগ্রামটা আবর্তিত হয় সে সিটিটাকে নিজের মত করে ঘুরে দেখতে। আর তা সহজ হয় কোন সিটি ট্যুর বুক করলে। আর এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ৮ ঘন্টার এই ট্যুরটি বুক করেই এসেছিলাম নিউইয়র্ক থেকে। অবশ্য এজন্য গাঁট থেকে খসাতে হয়েছে কড়কড়ে ১১৯টি ইউএস ডলার। এই প্যাকেজের সাথে আছে দুই কোর্সের লাঞ্চ, হোটেল থেকে পিক আপ আর সাথে থাকবে লোকাল প্রফেশনাল গাইড। তিনি এই সময় সীমার মধ্যে শহরের বেস্ট লুক আউটগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবেন। হোটেলে নাস্তা সেরে অপেক্ষা করছিলাম লবিতে। কাঁটায় কাঁ-টায় ৮ টায় গাইড এসে তুলে নিলো গাড়ীতে। ট্যুর কোম্পানি একটাই। তবে আজকের গাইড একজন স্বর্ণকেশী মহিলা। চলেন, বলনে চৌকশ। গাইডরা সাধারনত যে রকম হয়। গাড়ীতে উঠতেই জানালেন আজকের দর্শনীয় তালিকার প্রথমেই আছে চিড়িয়াখানা দেখা। জীবনে চিড়িয়াখানাতো কম দেখিনি। সেই ঢাকা জু থেকে শুরু। আমার বসবাস নিউইয়র্কের বিখ্যাত ব্রঙ্কস চিড়িয়াখানার পাশে। আর দেশে দেশে ঘুরে অনেক চিড়িয়াখানা দেখেছি। অস্ট্রেলিয়ায় এসে চিড়িয়াখানার দেখার আগ্রহ আমার তালিকায় ছিলোনা। তবে সিটি ট্যুরের তালিকায় চিড়িয়াখানা যে থাকবে তাতো আর আমার জানা ছিলোনা। কথায় বলেনা- পরেছি মোঘলের হাতে খানা খেতে হবে সাথে। তাই অগ্যতা গাইডের ট্যুর সূচিই মেনে নিতে হলো। তবে মনের কোনে সুপ্ত একটা বাসনা ছিলো ক্যাঙ্গারু আর কোয়ালা দেখা। অস্ট্রেলিয়ায় পথ চলতে দু একটা ক্যাঙ্গারু লাফাতে লাফাতে রাস্তা পার হতে দেখেছি। দেখা হয়েছে দু'একটা কোয়ালার সাথেও। তবে চিড়িয়াখানার পরিবেশে আরো ভালোভাবে তাদের দেখার সুযোগ হবে এই শান্তনাটা মনে পুষে নিলাম।

গাড়ীতে বসতেই গাইড তার চাকুরি বাঁচানো লেকচার শুরু করলো। চাকুরি বাঁচানো বলছি এজন্য যে, এটা করেই সে তার জীবিকা নির্বাহ করে। তার কোম্পানি এজন্য তাকে অর্থ প্রদান করে। লেকচার দিয়ে মন ভরাতে হবে তার



ক্লায়েন্টদের। ক্লায়েন্টদের মন না ভরলে তার কোম্পানীর মালিকের পকেট ভরবেনা। মালিকের পকেট না ভরলে তার পকেটও শুন্য থাকবে। ভাবছিলাম সিটে বসে ঝিমুবো আর এক কান দিয়ে তার কথা শুনবো। কিন্তু তার উপায় নেই। বাসের ইনটেরিয়র লাউড স্পীকারে গাইডের কথাগুলো কানের পর্দায় এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। তবে খারাপ লাগছিলোনা তার কথা গুলো। একে তো সুন্দরী মেয়ে। তার উপর মানুষকে আকৃস্ট করার ক্ষমতা রাখেছে। সিডনির গুনপনার বর্ননা করছিলো সে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিকে বলা হয় 'সিটি অব কালারস'। সত্যিকার অর্থেই সিডনি রঙের শহর। সারা বছর জুড়েই কোন না কোন উৎসব লেগে থাকে আর তার সাথে তাল মিলিয়ে বদলে যায় শহরের রং। এছাড়াও প্রকৃতির পরিক্রমায় ঋতু বদলের সাথে সাথেও বদল হয় শহরের রংও। বড় বড় উৎসবগুলোর মধ্যে প্রতিবছর ২৬ জানুয়ারী অস্ট্রেলিয়া ডে, ফেব্রুয়ারী মাসে চাইনিজ নিউ ইয়ার, মে জুন মাস জুড়ে চলে ভিভিড ফেস্টিভ্যাল, সেপ্টেম্বরে বন্ডাই সমুদ্র সৈকতে 'ফেস্টিভ্যাল অব উন্ডস' আর অক্টোবর মাসে আছে হ্যালোইন আর প্রায় পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়েই চলে ক্রিসমাস। তবে সিডনির সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে 'নিউ ইয়ার' কে বরণ করে নেয়ার চোখ ধাঁধানো আতশবাজি। এছাড়াও বাঙালীদের রয়েছে সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন ধরণের মেলা ও উৎসব।

এভাবেই সারা বছর জুড়েই সিডনির মানুষ ব্যস্ত রাখে নিজেদের। অস্ট্রেলিয়া ডে এবং চাইনিজ নিউ ইয়ারের পর মে জুনের সবচেয়ে বড় ফেস্টিভ্যাল ছিলো ভিভিড। ঋতু পরিক্রমায় জুন মাস থেকে অস্ট্রেলিয়াতে শীতকাল শুরু হয় তাই তখন শহরটা নিস্তেজ হয়ে পরে। ব্যবসা বাণিজ্যেও কিছুটা মন্দা ভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই মন্দা ভাব কাটাতেই মে মাসের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত মাসব্যাপী আয়োজন করা হয় এই ফেস্টিভ্যালের। সারা সিডনি বৈদ্যুতিক বিভিন্ন বর্ণের আলোয় সেজে উঠে। সিডনির অপেরা হাউসের দেয়ালে এবং ছাদে খেলা করে বিভিন্ন বর্ণের আলো। তার পাশেই রাতের রয়াল বোটানি গার্ডেন যেন জীবন্ত হয়ে উঠে বিভিন্ন প্রকারের আলোর ঝলকানিতে। তরঙ্গ জু'তে আলো দিয়ে বিভিন্ন প্রাণীর প্রতিকৃতি বানানো হয়। ডার্লিং হারবারে বর্ণিল পোশাক পরে হেটে যায় ছয় মিটার উঁচু মেরি ডাইন।

ভিভিড শো দেখতে দেশ বিদেশের হাজার হাজার পর্যটক ভিড় করে সিডনি শহরে। রাতের পুরো সিডনি শহর যেন প্রাণ ফিরে পায়। পায়ে পায়ে মানুষ একটা প্রদর্শনী থেকে অন্য একটা প্রদর্শনীতে ঘুরে বেড়ায়। আলোর এই ঝলকানি সবচেয়ে বেশি উপভোগ করে বাচ্চারা। কিছু সময়ের জন্য হলেও বাচ্চারা যেন রূপকথার রাজ্যে হারিয়ে যায়। প্রতিদিন বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে শুরু হয়ে রাত সাড়ে দশটা অবধি চলে এই প্রদর্শনী। সিডনি হারবারের ছোট বড় জাহাজগুলোও সাজে বিভিন্ন রঙে। অনেকেই জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। ট্রেনে বাসে অনেক মানুষ আসা যাওয়া করে। খাবার দোকানগুলোতে থাকে লম্বা লাইন।

কখন যে গাইডের বক্তৃতার সাথে একাত্ম হয়ে গেছি নিজেই টের পাইনি। ধ্যান ভাংলো গাইডের কথায়। এবার নামতে হবে। এসে পড়ছি তরঙ্গা জু'র গেটে।

জু'তে ঢোকার আগে গাইড আমাদের নিয়ে গেলো একটা গাছের কাছে। নাম বল্লো জাকারান্ডা গাছ। শীতের সময় সমস্ত পাতা ঝরিয়ে জ্যাকারান্ডা গাছগুলো থুথুড়ে বুড়োর মতো ঝিম মেরে বসে থাকে। বসন্তকাল আসলে শুরুতেই সেই শুকনো শাখাগুলোতে দেখা দেয় গাঢ় বেগুনী রঙের ফুল। এরপর একসময় ফুলগুলো ঝরে যেয়ে সমস্ত গাছটা আবার সবুজ পত্রপল্লবে ভরে উঠে। বলা হয়ে থাকে বেদনার রং নীল। আর তাই জ্যাকারান্ডার গাঢ় বেগুনি রংটাকেও আমরা বেদনার রঙ বলতে পারি। গাইডের বর্ননাগুলো শুনে মনে হচ্ছিলো যেন একজন সাহিত্যের অধ্যাপক বক্তৃতা দিচ্ছেন।

আমাদের জু'র গেটে একটু অপেক্ষা করতে বলে গাইড টিকিট কাটতে গেলো। একটু পরেই ফিরে এসে আমাদের নিয়ে ঢুকলো চিড়িয়াখানার ভেতরে।

গাইডকে বল্লাম প্রথমেই ক্যাঙ্গারু দেখাতে। কারণ অস্ট্রেলিয়া কাঙ্গারুর দেশ হিসাবেই বিশ্বে পরিচিত। ক্যাঙ্গারুর ছবি জাতীয় প্রতীক হিসাবে চিত্রায়িত আছে এদেশের কারেন্সি (ডলার)-এর নোটে এবং বেসামরিক বিমান (কোয়ান্টাস)-এ। যেতে যেতে কাঙ্গারুর নাম করণের কাহিনী জানালো গাইড। তাহলো সর্বপ্রথম ১৭৭০ সালে একজন ব্রিটিশ নাবিক, ক্যাপটেন জেমস কুক, তাঁর জাহাজ নোঙ্গর করেন অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সিডনি শহরের পাশে অবস্থিত বোটানি-বে নামক স্থানে। এখানে অবস্থানকালে ক্যাপ্টেন কুক একদিন জাহাজ থেকে নেমে আশে পাশে ঘোরাফেরা করছিলেন। হঠাৎ একটা মাঠে তিনি কিছু অদ্ভূত প্রাণী দেখতে পেলেন। ঐ রকম প্রাণী তিনি আগে কখনও দেখেননি। তাই এগিয়ে গিয়ে নিকটস্থ একজন আদিবাসিকে অংগুলি নির্দেশে দেখিয়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন- তোমরা ঐ প্রাণীটিকে কি নামে ডাক? আদিবাসি উত্তর করলেন, ক্যাঙ্গারু- আদিবাসিদের ভাষায় যার (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)





সাহিত্য সাময়িকী

তুমি
জাহিদুল হক

বৃষ্টির ঘন কী রূপালী শিৎকারে
কাঁপছো নিবিড়; সঁপেছো শরীরটারেঃ
স্তনযুগ যেন অবিরাম দুটো ঢেউ সাঙনে;
কেন ছাদে এলে এই বর্ষায় তুমি ভাঙনের!

তোমার ভেতরে আরো ঝরে কোন ঝড়ি,
আছে কি সেখানে আঁধার গহন বাড়ি?
তুমি মেঘঝরা নীরব মুখর প্রিয় প্রাঙ্গণ।
ফ্লোরেন্স ভেজে- ভেনাসের নাভিমূল জঙ্ঘা;
যেন মৃত্যুও পেলো বৃষ্টিতে আজ নতুনতা সংজ্ঞার।

হাত দাও হাতে; মেঘেদের সংঘাতে
আমি কেন আসি;
যেন বৃষ্টিতে আমাদের গল্পটি হলো বানভাসি!

তোমার শরীর যদি খুলে দিলো ভাঁজ তার;
আমি গুঁজে দেবো বৃষ্টিগরল রক্তের চিৎকার।
ভেজা গোধূলির ধসকে সঙ্গী করে,
স্পর্শ আমার পাচ্ছো না তুমি আর্ত অঙ্গীকারের!

মৃত্তিকাবানু ও পোস্ট-এয়ার-ইস্টিশন
আশরাফ হাসান

অ্যাঙ্জাইটি হাউসের রেড-টি প্রশমন সেন্টার।
চায়ের কাপ থেকে উড়ছে দূরদর্শী লিডারের অবসন্ন
মস্তিস্ককোষ। আটলান্টিকের অতলান্তিক হিমবাষ্পকুন্ডলীর
মতো স্ট্রেস-আকাশ ঘিরে আছে আরব্যরজনীর গ্যাং নায়িকা
মারিখ খা। চিতার আগুনের মতো সহমৃত্যু নিয়ে তাস খেলছে
আগুনকন্যা সারারাগুল।

একহাজার রজনী প্রলম্বিত করতে গল্পের ফাঁদ পেতেছে
মৃত্তিকাবানু আবিদা। রক্তাম্বর মনে করে কবি অনন্ত কামিলের
শহর ও আদি বাসিন্দাদের শয়তান-এট্ -হেল জরুরি খাদ্য
নোটিশ পাঠিয়েছে ষ আকাশপথের সাইবার জোনে গায়েবি
মিসাইল যুদ্ধ।

কামিল আমিলের ট্রিপল-কাশফের হালোত
সূরা নাস-এর অলৌকিক ঝড়ে চাঁদের গর্তের মতো ভেঙে
পড়ছে টুকরো টুকরো উত্তপ্ত কয়লাখনি

কামিল আমিলের আঁখিযুগল হাজার মাইল বেগে ছুটছে
আবিদার নৈনিনিদ পোস্ট-এয়ার-ইস্টিশনে

দূরত্ব
ফারুক মাহমুদ

পাথরে পাথর ঘষে আগুনের শুভ সূত্রপাত

পাতার পোশাক ছেড়ে, অন্ধকার গুহাগৃহ ছেড়ে
মানুষের চলাচল চলে গেল বন থেকে বনে
মরুভূমি শৈলচূড়া হিমবাহ দাবানল খরা
নতুন চিন্তার মতো অনিঃশেষ জলের প্রপাত
অতল সমুদ্র চষে স্মৃতিযোগ্য কর্মকীর্তিধারা
একদিন পৌঁছে গেল মুগ্ধকর দার্শনিক চাঁদে

গোলার্ধের শেষ দূরে হোক
সময়ের মাপজোখে বড়জোর চোখের পলক

এত-যে বিস্ময়গাথা, অতিক্রম, উন্মোচনগতি...
অসাফল্য কিছু তবু আছেড়

মানুষ পারেনি যেতে কাছে থাকা নিজ নিজ ছায়াটার কাছে

ভালোবাসা আঁধারে
অজিত রায় ভজন

অখন্ড চাঁদের বোধহীন প্লাবন
চুপিচুপি ধ্যানমগ্ন মুনি হতে বাধ সাধে।
কড়ঙ্গ হাতে বসে থাকা যোগিনী ভ্রু যুগলবিন্দুতে
নিজেকে কেন্দ্রীভূত হতে
অনুরূপ বাঁধা পায় নিরন্তর।
আঁধার বড্ড আপন মনে হয়,
আজকাল চাঁদের জোছনা দাঁড়ায়
গোলাপের কাঁটা হয়ে।
জলপদ্ম তুলতে গেলে যেন লুকিয়ে ফণা তুলে বাসুকি।

মানুষ হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা
বদরুজ্জামান জামান

ডাস্টবিন সখ্য জীবনাচার রচে উচ্ছিষ্টপ্রাণ
শূকরধ্যানী চোখে অধরা উৎসব
মনুষ্য মুখোশ ব্যবচ্ছেদ করে অনাহারী কুকুর।

এই শহরের অনুসন্ধানী চোখে অঙ্কিত ছবি,
যখন ললাটে ঝুলে তখন শুরু হয়
পলাতক জীবনাচার কিংবা মানুষ
হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা।

বিবসিত সকল টোটেম
তমিজ উদ্ দীন লোদী

ষড়যন্ত্রের বিছানো সকল জাল ভেদ করে যখন তিনি দাঁড়ালেন। তখন তিনি আবারো রাজাধিরাজ। উপর্যুপরি মিথ্যার উপর রচিত প্রাসাদ ধসে গেছে। বিবসিত সকল টোটেম ।

খুলে গেছে অতিপ্রাকৃতের খোলস। বেরিয়ে পড়েছে চক্ষুহীন অক্ষিকোটর আর হাড়। সরে গেছে লুসিফারের ছায়া। কমন্ডলু হাতে দৌড়াচ্ছে তন্ত্রসাধক, কাপালিক।

স্তুতি ও মিথ্যায় রচিত মহাকাব্য নেই। রাজসিক কবিদের আসন শূন্য। পানপাত্র আর পানীয় বোতলগুলোয় ধুলো। হারিয়ে গেছে রাজনর্তকীদের নুপুর।

জলসাঘরে দাদরার তাল নেই। থেমে গেছে কত্থক কি ভারতনাট্যম। খোজাদের দীর্ঘশ্বাসগুলো প্রতিধ্বনি তুলছে দেয়ালে দেয়ালে।

এখন তিনি জানেন মিথ্যায় রচিত সবই অপসৃত হতে বাধ্য। সে প্রাসাদই হোক কিংবা প্রাচুর্য। ফ্যারাও অথবা হালাকু সময়ের অপচ্ছায়া রেখে যায় শুধু।

নদীর কোন অভিমান নেই
মামুন সুলতান

নদীর ভাষায় কোন অভিমান নেই
বর্ষাহীন শীর্ণ নদী জলহারা হয়েও
কী দারুণ সস্রোতে বয়ে চলে সীমাহীন পথ
মাটি পাথরের বুক শীতল রাখে বিনা অভিযোগে

নদীর হৃদয় বড় বিশাল অতুল সাহস ভীষণ
একাকীত্ব তারে গ্রাসে না কখনো
বালিহাঁস পেয়ে গেলে কথা বলে কিছুক্ষণ
বাড়ির বধুরা এলে বিছিয়ে দেয় নিজের শরীর

আমিও নদীতে যাই নদীর মতোন হতে
যেখানে নদীরা হাসে কিলবিল স্রোতের ভাষায়
আমি কেন নিশিদিন কাঁদি অবিকল সংঘাতে?
ধ্রুপদী ধৈর্যের পাঠে হয়ে যাই বেসামাল রুদ্রবীণা
পারি না সঙ্গমে যেতে-
সাগরের বুকে এক একটা নদীর মতোন।

আদুরি
আদিল মাহমুদ

আমাদের ভালোবাসা
ঢেকে আছে অকারণ ক্রোধে
আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ ঘোষণা করেছি
নিজেদের মধ্যে।

বিষণ্ন বেদনার নীল রঙে
চলছে একাকি জীবন যাপন।
আমাদের শরীর থেকে
কলঙ্ক নেমে এসেছে মাটিতে।

আমাদের ভালোবাসা
ঢেকে আছে অকারণ ক্রোধে
প্রেম পোড়ে-
হৃদয় জ্বলে।

আপনার শক্ত টুপি...
বা নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ছাড়া
আপনি কাজ করতে পারবেন না

কাজের জায়গায় থাকার জন্য 1 মার্চ 2021 তারিখের আগে আপনার 40 ঘণ্টার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করুন।

2017 সালের স্থানীয় আইন 196 এর শর্ত অনুযায়ী, প্রধান নির্মাণ সাইটগুলিতে কর্মীদের 40-ঘণ্টার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ 1 মার্চ 2021 তারিখের মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

আপনি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
আরো তথ্যের জন্য আমাদেরকে ভিজিট করুন
NYC.GOV/NYCSAFETY

NYC™ Buildings



ট্রাম্প যুগের অবসান বিদায় ওয়াইট হাউস

হককথা ডেস্ক: ওয়াশিংটনে ট্রাম্প যুগের অবসান হয়েছে। বুধবার সকাল ৯টার দিকে ওয়াশিংটন থেকে তিনি ফ্লোরিডার পথে যাত্রা শুরু করেন। সেখানে মার-এ-লাগো'তে অবস্থান করবেন সদ্য বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প । আর এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে সমাপ্ত হলো জমাট বাঁধা এক অবস্থার। এ সময়ে ওয়াশিংটনের বাইরে ক্যামেরাগুলো যেন ছিল ক্ষুধিত। সত্য ছিল অভুক্ত। অন্ধকারময় একটি সময়কে অতিক্রম করে এদিন বেলা ১২টায় ওয়াশিংটনে চালু হলো নতুন এক অধ্যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠান সহ্য করতে না পেরে বিদায় নিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেই অবস্থা থেকে মুক্ত হতে তিনি বাইডেনের শপথ অনুষ্ঠানের কয়েক ঘণ্টা আগেই ওয়াশিংটন ছেড়েছেন। ওয়াশিংটিন ডিসি'র হোয়াইট হাউস যেখানে কেটেছে তার চারটি বছর, তাদের দাপটে গাছের পাতা থাকতো নীরব, সেখানকার পরিবেশ এদিন তার কাছে অচেনা। চারদিকে সামরিক উপস্থিতি।

এদিকে ন্যাশনাল গার্ডরা ঘিরে রেখেছে ওয়াশিংটন ডিসি। বিভিন্ন পয়েন্টে অবরুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে রাস্তাঘাট। পুরো লকডাউন। এ মাসের শুরুর দিকে সংঘটিত দাঙ্গার মতো ঘটনা যেন আর ঘটতে না পারে, সে জন্য গড়ে তোলা হয়েছে নিরাপত্তা বুহ্য। সিএনএন মন্তব্য করেছে- করোনাভাইরাস মহামারিতে যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে ৪ লাখ আমেরিকান মারা গেছেন। কিন্তু সেই ভয়াবহতাকে খর্ব করে, অবজ্ঞা করেছেন ট্রাম্প। তাই সিএনএন-এর ভাষায়- 'তিনি এসব আমেরিকানের মৃতদেহ রেখে গেলেন ওয়াশিংটনে।' তার বিরোধীরা বলছেন, নতুন এক যুগের সূচনা হতে চলেছে। চার বছর যে অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে মধ্য দিয়ে, অসত্যের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল যুক্তরাষ্ট্র- তার অবসান হয়েছে।

যা করতে এসেছিলাম, তা-ই করেছি:ট্রাম্প

এদিকে বুধবার হোয়াইট হাউস ছাড়ার আগে নিজের বিদায়ী ভাষণ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, আমরা তা-ই করেছি,, যা করতে এসেছিলাম- এবং প্রত্যাশার চেয়েও বেশি করেছি। ইউটিউবে পোস্ট করা এক ভিডিওতে এই রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বলেন, আমি এক কঠিন লড়াই করেছি; কঠিনতম লড়াই... কারণ সে জন্যই আপনারা আমাকে নির্বাচিত করেছিলেন।

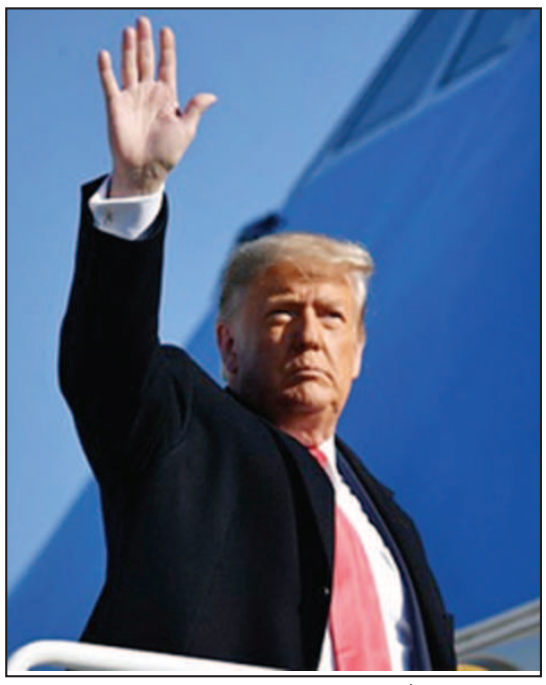
হোয়াইট হাউস থেকে জয়েন্ট বেজ অ্যান্ডরুজে যান ট্রাম্প। সেখানে তার জন্য আয়োজিত ছোট পরিসরে একটি বিদায় অনুষ্ঠান যোগ দেন এবং সেখানে আগত তাঁর সমর্থকদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প সংক্ষিপ্ত বিদায়ী ভাষণ দেন। এর পরই তিনি শেষবারের মতো এয়ার ফোর্স ওয়ানে চড়ে ফ্লোরিডার উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

এর আগে মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বিদায় জানান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স।

উল্লেখ্য, গত নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের কাছে এখনও নিজের পরাজয় স্বীকার করে নেননি ট্রাম্প। ট্রাম্পের মেয়াদের শেষ দুই সপ্তাহ ক্যাপিটল ভবনে প্রাণঘাতী দাঙ্গায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দ্বন্দ্বেই কেটে গেছে। টুইটার, ফেসবুকসহ সামাজিকমাধ্যমগুলোতে নিষিদ্ধ হয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়েছে তাকে। নির্বাচনের ফল উল্টাতে উগ্র ট্রাম্প সমর্থকদের হামলায় ৬ জানুয়ারি এক পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন। ভিডিওতে ট্রাম্প বলেন, রাজনৈতিক সহিংসতা হলো- আমরা আমেরিকান হিসেবে যা কিছু লালন করি, তার ওপর হামলা। এটি কখনও সহ্য করা হবে না। ভিডিওতে উত্তরসূরি বাইডেনের নাম তিনি একবারেও মুখে নেননি।

কংগ্রেস ভবনে দাঙ্গায় উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রতিনিধি পরিষদে অভিশংসিত হয়েছেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব ছাড়ার পর সিনেটেও তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে ভবিষ্যতে কোনো সরকারি অফিসের জন্য তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।





নতুন দল গঠন করবেন ট্রাম্প!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নতুন রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রামপ। ওই দলের নাম হতে পারে 'প্যাট্রিয়ট পার্টি'। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বিদায়ী ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের যে আন্দোলন চলছে সেটি মাত্র শুরু ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের বরাত দিয়ে ডেইলি মেইল জানিয়েছে, এরইমধ্যে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট দল গঠনের বিষয়ে তার মিত্রদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গত ১৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার ট্রাম্প অঙ্গীকার করে বলেন, রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে তিনি কোনোভাবেই হারিয়ে যাবেন না। যে আন্দোলন চালু হয়েছে তা কেবল মাত্র শুরু।

তবে ট্রাম্পের এমন সিদ্ধান্তে সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে রিপাবলিকান দল। দলের একাংশ ট্রামেপর বিচ্ছিন্ন এজেন্ডায় সমর্থন দিয়ে গেছেন আবার আরেক অংশ তার কট্টোর অবস্থান অপছন্দ করেন।ট্রামপ নতুন দল গঠন করলে তা রিপাবলিকানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে এমন আশঙ্কাও রয়েছে।

সিনেট মেজরিটি লিডার মিচ ম্যাককনেল মঙ্গলবার বলেন, ক্যাপিটল হিলে দুই সপ্তাহ আগে যে হামলা হয়েছে তাতে উৎসাহ দিয়েছেন ট্রামপ। তাদেরকে উত্তেজিত করেছেন প্রেসিডেন্ট এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। ট্রামপ হোয়াইট হাউস ছাড়ার পর মিস ম্যাককনেলই হচ্ছেন রিপাবলিকান দলের জ্যেষ্ঠ নেতা। নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে, ম্যাককনেল বিশ্বাস করেন ট্রাম্প যা করেছেন তাতে তাকে ইম্পিচ করা প্রয়োজন। যদিও তিনি নিশ্চিত নন তিনি সিনেট ট্রায়ালে ট্রামপকে অভিযুক্ত করবেন কিনা। কিন্তু তিনি কখনো ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতে চান না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন।

অনেক রিপাবলিকান নেতা এখন ট্রাম্পকে দ্রুত ভুলে যেতে চাইছেন। তবে গত নির্বাচনে যেই ৭ কোটি ৪০ লাখ মানুষ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিল দলে তার প্রভাব পড়বেই। বিষয়টিতে ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প মঙ্গলবার বলেন, মিলিয়ন মিলিয়ন দেশপ্রেমিক মিলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের সব থেকে বড় রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলেছি।

ট্রাম্পের মিথ্যায় শুরু, মিথ্যায় শেষ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রাজনীতিবিদদের মিথ্যা বলাটা বিরল নয়। তবে মিথ্যাকে রীতিমতো শিল্পে পরিণত করে বিরল নজির স্থাপন করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মিথ্যা দিয়ে তিনি তাঁর প্রেসিডেন্সি শুরু করেছিলেন। এর ধারাবাহিকতা টানা চার বছর বজায় রেখে যথারীতি মিথ্যা দিয়েই ক্ষমতা ছেড়েছেন ট্রাম্প।

২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ট্রাম্প যখন নিজের প্রার্থিতা ঘোষণা করেন, তখন সবাই তাঁর এই সিদ্ধান্তকে অনেকটা 'রাজনৈতিক মশকরা' হিসেবে নিয়েছিলেন। রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া চলাকালে কেউই ট্রাম্পকে 'গণনায়' ধরেননি। সেই ট্রাম্পই সবাইকে পেছনে ফেলে, দলীয় মনোনয়ন নিশ্চিত করে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির ঝানু প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনকে অবিশ্বাস্যভাবে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন।

তারপর নানা বিষয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়েন। তবে ট্রাম্পের গড়া অধিকাংশ ইতিহাস-রেকর্ড নিন্দনীয় হিসেবে গণ্য। ট্রাম্পের বাজে রেকর্ডগুলোর মধ্যে কোনটি আগে আর কোনটি পরে উচ্চারিত হবে, তা নির্ধারণ করা বেশ মুশকিলই বটে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে মিথ্যা দিয়ে ট্রাম্প বিস্ময়কর রেকর্ড গড়েছেন।

২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারী ট্রাম্পের অভিষেক হয়েছিল। সেই অভিষেক নিয়েই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মিথ্যার অভিষেক হয়। এ প্রসঙ্গে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার চিফ হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্ট পিটার বেকার সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন, ট্রাম্প তাঁর প্রেসিডেন্সি শুরু করেছিলেন মিথ্যা দিয়ে। তাঁর সেই মিথ্যা ছিল অভিষেক অনুষ্ঠানে জনতার উপস্থিতি নিয়ে। শুরু থেকেই ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি মিথ্যার কারখানা হিসেবে কাজ করে। মিথ্যা দিয়ে ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সি শুরু করার প্রমাণ সিএনএনও হাজির করে। তারা জানায়, অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় হওয়া বৃষ্টি নিয়ে শুরুর মিথ্যাটা বলেছিলেন ট্রাম্প।

হোয়াইট হাউসে পা রাখার পর থেকে শুরু করে ক্ষমতার চার বছরে ট্রাম্প মিথ্যার 'সুনামি' বইয়ে দেন ।ট্রাম্পের মিথ্যার একটা হিসাব ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার 'ফ্যাক্ট চেক' থেকে পাওয়া যায়। পত্রিকাটি জানায়, ২০২০ সালের ৯ জুলাই প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প ২০ হাজার মিথ্যার 'মাইলফলক' স্পর্শ করেন। আর ২০২০ সালের ৫ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রাম্প ২৯ হাজার ৫০৮টি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর কথা বলেন।

২০২০ সালের ৫ নভেম্বরের পর থেকে ট্রাম্পের ক্ষমতার বাকি দিনগুলোয় তাঁর মিথ্যার সংখ্যা অনায়াসেই ৩০ হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে তখনই আভাস দেওয়া হয়েছিল। ৫ জানুয়ারী দ্য ইনডিপেনডেন্ট অনলাইনের এক প্রতিবেদনেও একই সম্ভাবনার কথা বলা হয়। কারণ, ৩ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ট্রাম্প দিন-রাত মিথ্যা বলছিলেন।

ঠিক হয়েছেও তাই। ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার ফ্যাক্ট চেক হিসাব অনুযায়ী, চার বছরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৩০ হাজার ৫৭৩টি মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন।

ফ্যাক্ট চেক হিসাব দেখা যায়, গত বছরের জুন থেকে নির্বাচন যত এগিয়ে এসেছে, ট্রাম্পের মিথ্যা বলার প্রবণতা তত বেড়েছে। ২০২০ সালের অক্টোবরে তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রায় চার হাজার মিথ্যা বলেন। তিনি পুরো ২০১৭ সালে যত মিথ্যা বলেছেন, তার দ্বিগুণ বলেছেন এই এক মাসে। পরের মাস নভেম্বরেও ট্রাম্পের মিথ্যা বলা যথারীতি অব্যাহত ছিল। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে গত ২ নভেম্বর তিনি দৈনিক মিথ্যার সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়েন। ২৪ ঘণ্টায় ট্রাম্প পাঁচ শতাধিক মিথ্যা বলেন। ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের রাত থেকে ট্রাম্প লাগাতার মিথ্যা বলা শুরু করেন।

সিএনএনের ওয়াশিংটন ব্যুরোর সাংবাদিক ড্যানিয়েল ডেল প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রকাশ্যে বলা কথা বা টুইটের সত্যতা যাচাই (ফ্যাক্ট চেক) করেছেন। এ কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, এটা ছিল তাঁর জন্য একটি কঠিন ও অস্বাভাবিক কাজ। তিনি সম্প্রতি এক বিশ্লেষণে উল্লেখ করেন, গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর ট্রাম্পের দৈনিক মিথ্যা বলার পরিমাণ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে এর হিসাব রাখাটা তাঁর জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। মিথ্যার হিসাব রাখায় তিনি রণেভঙ্গ দেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্প মিথ্যার চর্চাকে একটা অন্য পর্যায়ে নিয়ে যান। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে, দারুণ আত্মবিশ্বাসে, নিয়ম করে হাজারো মিথ্যা বলে গেছেন। একই মিথ্যা বারবার, দিনের পর দিন, ক্রমিকভাবে বলেছেন। যেমন: মার্কিন অর্থনীতি, ইউক্রেন কেলেঙ্কারি, করোনাভাইরাস মোকাবিলা, নির্বাচনে জালিয়াতি প্রভৃতি ইস্যু নিয়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা বলার কৌশল ব্যবহার করেছেন।

মিথ্যার সঙ্গে ট্রাম্পের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে সিএনএনের ড্যানিয়েল ডেল বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সব সময়, প্রায়ই কোনো স্পষ্ট কারণ ছাড়া, সবকিছু নিয়ে মিথ্যা বলতেন। মিথ্যাকে তিনি তাঁর জীবনের একটি উপায় হিসেবে নিয়েছিলেন। ট্রাম্প তাঁর মেয়াদের পুরোটা সময় মিথ্যাকে একটি 'অস্ত্র' হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছেন 'ফেক নিউজ' তকমা। প্রাণঘাতী করোনা নিয়ন্ত্রণে আছে বলে তাঁর মিথ্যা দাবির পর যুক্তরাষ্ট্রে চার লাখের বেশি মানুষ এই ভাইরাসে প্রাণ হারিয়েছেন।

সবশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ট্রাম্প মিথ্যার বেসাতি করেছেন। নির্বাচনে কারচুপি-জালিয়াতির মিথ্যা অভিযোগ তুলে তিনি নিজেকে জয়ী দাবি করেছেন। এই মিথ্যা দিয়ে তিনি তাঁর সমর্থকদের উসকে ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল ভবনে রক্তক্ষয়ী হামলার কারিগর হিসেবে কাজ করেন।

নির্বাচনে জয়ের ডাহা মিথ্যায় অনড় থেকেই ২০ জানুয়ারী ক্ষমতা ছাড়েন ট্রাম্প। এমনকি এদিন অ্যান্ড্রুজ সামরিক ঘাঁটিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিদায়ী ভাষণেও ছিল একগাদা মিথ্যা।

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর

)দিতে দিতে শোয়েব ভাবছিলো আনমনে, আর প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলো। এমোন সময় ডালিয়ার ফোন এলো।

* কি করছো, সব ভালোতো?

- না তেমোন কিছু না। আছি একমতো।

* শেষ পর্যন্ত তিনি বিদায় হলেন, ভালোয় ভালোয়।

- হ্যাঁ বিদায় নিয়েছেন। তবে ভালোয় ভালোয় কথাটা ঠিক নয়। তিনিতো ক্যাপিটল হিলে হামলার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনার নায়ক। তাঁর উস্কানিতে ইতিহাসের এই কলংকময় অধ্যায় রচিত হলো!

* অবশ্যই। এটা অস্বীকার করা যাবেনা। এজন্য তাঁর বিরুদ্ধে অভিশংসন প্রস্তাব পাশ হলো হাউসে। সিনেটে শুনানির অপেক্ষায় আছে এখন। তাঁর কৃতকর্মের ফল ভোগ করা দরকার। একজন
প্রেসিডেন্ট হয়ে যেটা করলেন! ওহ মাই গড!
তারপরও তাঁর মাঝে কোন অনুশোচনা বোধ নেই।
ভাবা যায়! আচ্ছা, অভিশংসন কি শেষ পর্যন্ত হবে? তিনি কি দোষী হিসাবে সাব্যস্ত হবেন?

- শোন, এটা এতো সহজ কাজ নয়। রিপাবলিকানরা পার্টির এমোন মৃত্যু অবশ্যই কামনা করবেনা।

* কিন্তু শুনলাম অনেক রিপাবলিকান তলে তলে ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হোন এটা চাইছেন। তাঁরা চান
ট্রাম্প আবার যাতে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ২০২৪ সালে লড়তে না পারেন! রিপাবলিকান লিডার মিচ
ম্যাককণেলও নাকি তাই চান।

- কিন্তু চাইলেইতো হবেনা। বাস্তবতা বলছে ভিন্ন কথা। তা ছাড়া ট্রাম্পের পক্ষেরও একটা শক্তিশালী
গ্রুপ রয়েছে। ভুলে গেলে চলবেনা যে ক্যাপিটল হামলার পরও ৭ জন সিনেটের সহ ১ শ ৪০ জন
বাইডেনের ইলেক্টোরাল ভোটের বিরোধীতা করেছিলেন। একজন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা তো সেদিন বলেই দিলেন যে, বাইডেনকে এখন ভেবে দেখতে হবে তিনি তাঁর ক্যাবিনেটের সদস্যদের
কনফার্মেশন না ট্রাম্পের অভিশংসন কোনটা চান। এটাতো এক ধরনের হুমকি।

* তা হলে অভিশংসনের ভবিষ্যত কি?

- আমার মনে হয়না ট্রাম্পের সাজা টাজা কিছু হবে। তা ছাড়া নিক্সনেও শাস্তি দেয়া হয়নি।

* তা হলে?

আমার মনে হয় এই অভিশংসনের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত হিমাগারে স্থান পাবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনও কিছুটা বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হয়। রিপাবলিকানদের ১৭ টি ভোট সিনেটে পাওয়া এক কথায় দুসাধ্য। আর যদিও এরকম কিছু হয়, তবে তা হবে অনেকটা প্রতীকী। তবে শেষ কথা হচ্ছে, দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

* আচ্ছা, শুনেছিলাম বিদায় বেলা তাকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানানো হবে। ২১ গান স্যালুট
দেয়া হবে। কিন্তু এসবের কিছুতো দেখা গেলোনা।

- তাঁর এই খায়েশ তাঁর জেনারেলরা পুরা হতে দেননি। এই আবদার পেন্টাগন প্রত্যাখ্যান করে দেয়। একুশ বার তোপধ্বনি দেয়া হয়নি। বাজেনি বিউগলে কোন করুণ সুর।

* আহা বেচারা! শুনলাম তিনি নাকি এখন কোন আইনজীবী পাচ্ছেন না। সিনেটে অভিশংসনে তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করতে। জুলিয়ানীর খবর কি? শেষ দিকে নাকি ট্রাম্প তাঁকে হোয়াইট হাউসে নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর ফোনও নাকি ব্লক করে দেয়া হয়! এটাকি শুধু মিঃ জুলিয়ানীর ফিস না দিতে?

- শুনেছি জুলিয়ানীর ফি আটকে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি এখন মহা বিপদে আছেন। পারডনও পাননি। শুনেছি তাঁর জানী দোস্ত সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম সাউথ ক্যারোলিনা থেকে আইনজীবী একজন দিয়েছেন ব্যবস্থা করে।

* আচ্ছা, এখন মিঃ ট্রাম্পের সময় কাটছে কিভাবে? সাধের টুইটারও ছেড়ে গেল! শোনলাম তিনি গত চার বছরে ১৫ হাজার টুইট করেছেন। যা কিনা রেকর্ড।

- ঠিকই শুনেছো। নোবেল কমিটির প্রধান তো আগেই বলেছেন টুইটে তাদের কোন ক্যাটাগরি
নেই। নয়তো তিনি নির্ঘাত নোবেল পেতে পারতেন। এখন মেলেনিয়ার সাথে খুনসুঁটি করে সময় পার করছেন হয়তো। তবে বলেছেন কিছু একটা করবেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি নয়।

* মার-এ-লাগোর বাসিন্দারা কি তাঁদের নতুন প্রতিবেশীকে মেনে নিয়েছে তাহলে?

- মনে হয়না। এবিষয়ে জানা যাবে পরে। আপাতত ট্রাম্পের মতো তার নতুন প্রতিবেশীরাও নিরব। উভয় পক্ষেরই মন ভালো নেই!

* তা একদম ঠিক। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের মন ভালো নেই!

-শোন, ট্রাম্প গেছেন মার-এ-লাগোর গলফ ক্লাবে গলফ খেলতে। চমৎকার সব শর্ট নিচ্ছেন। কিন্তু কোথায় যেনো একটা কমতি, একটা অপূর্ণতা। ট্রাম্প তাঁর পার্টনারকে বললেন- কি ব্যাপার আমি মাঠে আছি অথচ কেউ কোথাও উঁকিঝুঁকি মারছে না আজ ব্যাপার কি, তুমি জানো? উত্তরে পার্টনার বলল, স্যার মনে হয় ...! কি মনে হয়। আমি একজন সেলিব্রেটি, একজন ফাষ্টম্যান। তারপর আস্তে করে নিজেকে সান্তনা দেবার মতো করে বললেন- অবশ্য সাবেক!

(চলবে)

২০ হাজার ডলার পর্যন্ত অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত

(শেষের পাতার পর)

উদ্বোধন করেন। কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস বলেন, কোভিড- নাইন্টিন সংখ্যালঘু কমিউনিটিতে বেশি আঘাত হেনেছে। এই কমিউনিটি স্মল বিজনেসকে আবার চাঙ্গা করার জন্য আমরা 'কুইন্স স্মল বিজিনেস গ্রান্ট প্রোগ্রাম' শুরু করলাম। তিনি বলেন, এই অনুদানের অর্থ স্মল বিজনেস প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাপোর্ট করবে।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টকে এই অনুদান দেয়ার ব্যাপার সহায়তা দিচ্ছেন নিউইয়র্ক সিটি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। স্ট্রিট ভেন্ডর এবং মাইনোরিটি কমিউনিটির ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কোভিডের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত এলাকায় অবিস্থত এবং লো ও মডারেট ইনকাম ৩০ শতাংশ গ্রান্টের অর্থ রেস্টুরেন্ট, স্ট্রিট ভেন্ডরকে দেয়া ছাড়াও অতিরিক্ত ২.৫ মিলিয়ন ডলার দেবে।

উল্লেখ্য, স্টিভ কোহেন মেটস এর সত্ত্বাধিকারী এই এককালীন অনুদান পাওয়ার শর্ত হলোঃ

অবশ্যই ব্যবসার স্থান কুইন্স বরো লো ও মিডিয়াম ইনকাম গ্রুপের এলাকা অথবা কোভিড নাইন্টিনে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তভুক্ত এলাকায় হতে হবে।

রেস্টুরেন্ট, খুচরো বা পার্সোনাল সার্ভিস ব্যবসার হতে হবে।

রেস্টুরেন্টের অবস্থান ফার্স্ট বা সেকেন্ড ফ্লোরে হতে হবে। খুচরো বা পার্সোনাল সার্ভিস বিজেনেসের অবস্থান ফার্স্ট ফ্লোরে হতে হবে।

২০১৯ সালে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ২০ বা তার কম সংখ্যক ফুল টাইম কর্মচারি থাকতে হবে।

২০১৯ সালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের গ্রোস ইনকাম ১ মিলিয়ন ডলার বা তার কম হতে হবে।

রেস্টুরেন্ট হলে ২০১৯ সালে গ্রস ইনকাম ৩ মিলিয়ন ডলার বা তার কম হতে হবে।

২০১৯ সালে বিজিনেস ট্যাক্স রিটার্ন এবং মালিককে পার্সোনাল ট্যাক্স রিটার্ন করতে হবে।

কোন ওপেন ট্যাক্স লিয়েন থাকলে বা নিস্পত্তি না হওয়া জাজমেন্ট থাকলে গ্রান্ট দেয়া হবে না।

যারা এই অনুদানের জন্য আবেদন করতে চান তারা নীচের ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেনঃ

queensbizgrant@accompanycapital.org
queens@bocnet.org
queensgrant@pursuitlending.

উল্লেখ্য, ই-মেইলের প্রথম দুটিতে বাংলায় নিয়মাবলী জানা যাবে। যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের এককালীন সর্বাধিক ডলার অনুদান দেয়া হবে।

হাসান ফেরদৌসের বাংলা

(শেষের পাতার পর)

দ্বি-বার্ষিক 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' এর জন্য মনোনীত হয়েছেন।

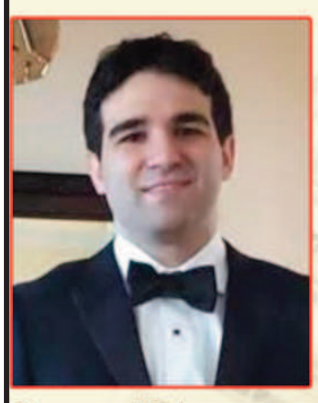
বাংলা একাডেমির পরিচালক (জনসংযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণ বিভাগ) অপরেশ কুমার ব্যানার্জী প্রেরীত মঙ্গলবার (১৯ জানুয়ারী) সকালে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা একাডেমি কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে বইমেলা-২০২১ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার লেখকের হাতে তুলে দেওয়া হবে। খবর ইউএনএ'র।

লেখক হাসান ফেরদৌস ১৯৮৯ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, বসবাস নিউইয়র্ক। কাজ করছেন জাতিসংঘের সদর দপ্তরে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়েছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে ইউক্রেনের কিয়েভ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ঢাকায় সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন দৈনিক সংবাদ, ঢাকা কুরিয়ার ও সচিত্র সন্ধানী পত্রিকায়। কলাম লিখেছেন বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ টুডে, সানডে স্টার, ভোরের কাগজ ও প্রথম আলো পত্রিকায়। নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত ইংরেজি মাসিক ভয়েস অব বাংলাদেশ সম্পাদনা করেছেন কয়েক বছর।

নিউইয়র্ক প্রবাসী মননশীল লেখক হাসান ফেরদৌস দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। তিনি ঢাকার জাতীয় দৈনিক প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি এবং কলামিস্ট। তার লেখা বইগুলোর মধ্যে রয়েছে- নান্দনিক নৈতিকতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, ১৯৭১: বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া, যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ, নক্ষত্র পুত্র, ছয় জাদুকর, নিউইয়র্কের খেরোখাতা, 'রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি ও দুই হ্যারিয়েট', একাত্তর, যেখান থেকে শুরু, দৃশ্য কাব্য, অনেক কথা অল্পকথায়, 'নাগরিক সময় ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা', অন্য সময় অন্য পৃথিবী, মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত বন্ধুরা, 'পিকাসোর তিন রমণী: গাটরুর্ড স্টাইল, মারি-তেরেস ও জেনেভিয়েভ', বৃষ্টি প্রভৃতি। এছাড়াও বিদেশি কবিতার অনুবাদ-সংকলন বৃষ্টিকে নিয়ে রূপকথা এবং ছোটদের জন্য অনুবাদগ্রন্থ নক্ষত্র-পুত্র।

লেখক হাসান ফেরদৌস বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত 'সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কার-২০২০' এর জন্য মনোনীত প্রবাসের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন মহল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। অভিভন্দন জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে রয়েছেন: সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, সিনিয়র সাংবাদিক হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক ড. সিদ্দিকুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল প্রমুখ।

এছাড়াও হককথা'র পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখক হাসান ফেরদৌস-এর দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ ।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে
এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।

Steven M. Levy CPA
আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।
কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রকক্ষা পাবেন।
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER


We are Top 500 intuit Company
Southeast USA Income Tax Services
জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612
জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944
ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919
e-mail: usa.bd54@gmail.com


VOTE FOR
MOUMITA AHMED
NY CITY COUNCIL DISTRICT 24
JAMAICA, JAMAICA HILLS, JAMAICA ESTATES, BRIARWOOD, HILLCREST, POMONOK,
FRESH MEADOWS, KEW GARDEN HILLS, ELECTCHESTER, & PARKWAY VILLAGE
CAMPAIGN WEBSITE: VOTEMOUMITA.COM / EMAIL: VOTEMOUMITA@GMAIL.COM
ELECTION DAY: FEB. 2ND, 2021
EARLY VOTING: JAN. 23RD - JAN. 31ST, 2021
ENDORSEMENTS
AMPLIFY HER
TenantsPAC
NEW YORK COMMUNITIES FOR CHANGE
SDI
MDCNY
Muslim Democratic Club of New York
MFP
muslims for progress
CWA
NASW-PACE
National Association of Social Workers
Political Action for Candidate Election
HAVA
Bernie
NYIC
RUN FOR SOMETHING
QUIP
NEW YORK PROGRESSIVE ACTION NETWORK
BAAG
BAPP
NY·WFP
THE JEWISH VOTE
CA CONGRESSMAN RO KHANNA
NY CITY COUNCILMAN JIMMY VAN BRAMER
NY SENATOR JULIA SALAZAR
NY ASSEMBLYMAN RON KIM
MOUMITA
DEMOCRAT FOR NY CITY COUNCIL
DISTRICT 24
PAID FOR BY MOUMITA 2021

২৭-২৮ মার্চ উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-২০২১

(৩ পাতার পর)

হিসেবে থাকছে বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন অব ফ্লোরিডা। সম্মেলনের সদস্য সচিব কাজী মশহুরুল হুদা জানান, ভার্চুয়ালি উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২১ শুধু মাত্র উত্তর আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, এর ব্যাপ্তী থাকবে বিশ্বব্যাপী বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধন হিসেবে। ভারত, বাংলাদেশ, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়ার বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার গুণীজনদের অংশগ্রহণ থাকবে দুইদিন ব্যাপী সম্মেলনে।



তিনি বলেন, যারা আগ্রহী তারা ফেসবুকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২১ এর কানাডার প্রতিনিধি হচ্ছেন- সেলিম চৌধুরী। 'বিশ্বব্যাপী বাংলা সাহিত্যের সেতুবন্ধন' হচ্ছে উত্তর আমেরিকা বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ২০২১ এর শ্লোগান। এছাড়া সম্মেলন কমিটির কার্যকরী সদস্য তাজুল ইমাম, সাইদুর রব, গোলাম ফারুক ভূইয়া, রেহান রেজা, ডিউক খান, শিব্বীর আহমেদ, আকবর হায়দার কিরণ, চিত্রা সুলতানা, মৌমধুবন্তি প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সিডনি-সিটি অব কালার'স

(২৩ পাতার পর)

অর্থ হ'ল 'আমি তোমাকে বুঝতে পারলাম না'। আর কুক ধরে নিলেন প্রাণীটির নামই হচ্ছে ক্যাঙ্গারু। এরপর ইংরেজদের মাধ্যমে ঐ নামটিই প্রতিষ্ঠিত হয় সারা দুনিয়ায় আর অস্ট্রেলিয়া পরিচিত হয় ক্যাঙ্গারুর দেশ হিসাবে।

আমরা ক্যাঙ্গারু এলাকা দেখা শেষ করে গেলাম কোয়ালা দেখতে। এটিও একটি শান্তশিষ্ট সুন্দর প্রাণী। যার আছে মায়াবি দুটি চোখ, মুখমন্ডলের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে গাঢ় কালো নাক আর ধুসর রং এর নরম তুল তুলে লোম দ্বারা আবৃত শরীর। তবে চোখ দুটি সহজে দেখা যায় না কারণ এরা অত্যন্ত ঘুমকাতুরে স্বভাবের এবং প্রতিদিন ১৮ ঘন্টারও বেশী সময় ঘুমিয়ে কাটায়। আরেকটি সুন্দর প্রাণী হচ্ছে পসাম, যাকে ভাসন্ত কাঠবিড়ালিও বলা হয়। কারন এরা দেখতে ঠিক কাঠবিড়ালির মত (আকারে আমাদের দেশের কাঠবিড়ালির তুলনায় ২/৩ গুণ বড়) এবং বাতাসে কিছুক্ষণ ভাসতে পারে। সাধারনতঃ ভাসতে ভাসতে এক গাছ থেকে আরেক গাছে পার হয়ে যায়। এদের শরীরের দুইদিকেই সামনের পায়ের আঙ্গুল থেকে পিছনের পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা চামড়ার পর্দা আছে যা বাতাসে ভাসতে সহায়তা করে।

গাইড আরো একটা প্রাণী দেখালো যার নাম প্লাটিপুস। দেখতে অনেকটা পাতিহাঁসের মত, কিন্তু গায়ে পালকের পরিবর্তে লোম আছে। আরো একটি প্রাণী দেখালো যার নাম একিডনা। এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর গায়ে মোটা লোম এবং সজারুর মত কাঁটা আছে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে অথবা কোন কারনবশতঃ ভয় পেলে আত্মরক্ষার্থে এরা কুন্ডলি পাকিয়ে পড়ে থাকে। তখন চতুর্দিকে গায়ের কাঁটাগুলি খাড়া হয়ে যায় এবং শত্রুরা কোন ক্ষতি করতে চাইলে তাকে সে কাঁটা দিয়ে আঘাত করে।

ঘুরে ঘুরে জু'র ভেতরটা দেখছিলাম। একটা মিটিং প্লেস ঠিক করে গাইড আমাদের ছেড়ে দিয়েছে। একটা চটাইম ঠিক করে দিয়েছে ফিরে আসার জন্য। স্বাধীনভাবে কিছুটা সময় ঘুরতে পারার সুযোগ পেয়ে ভালোই লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন একক্ষণ মাস্টার মশাইয়ের তত্বাবধান ছিলাম। হাঁটতে গিয়ে অসাবধানত হঠাৎ একজনের গায়ে মৃদু ধাক্কা লাগলো। আমি সরি বলার আগেই তরুন বয়সের ছেলেটি এমনভাবে কুন্ঠিত হয়ে আমাকে সরি বল্লো যে মনে হলো ধাক্কাটা সেই দিলো। বল্লো, সে এখানকার স্থানীয়। আমি পর্যটক শুনে সে জানতে চাইলো কোন সাহায্য লাগবে কিনা। আমি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে এলাম।

ততক্ষণে গাড়ী ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। গিয়ে দেখলাম অন্যরা সব আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি বসতেই গাড়ী ছেড়ে দিলো হোটেলের উদ্দেশ্যে। বসে বসে ভাবছিলাম যে দেশটিতে দুইশত বছর আগে বৃটিশরা অপরাধীদের ফেলে আসতো আজ তাদের উত্তরসূরীরা মানুষদের সাথে কত ভদ্র আচরণ করে। পথে ঘাটে অপরিচিত মানুষকেও হাসি দিয়ে হাই, হ্যালো বলে। যদি ট্রাফিক আইন না মেনেও ভুল করে রাস্তা পার হতে চান তাহলে আপনার পেছনের গাড়ীর ড্রাইভার একটুও বিরক্ত না হয়ে গাড়ী থামিয়ে আপনাকে এগিয়ে যেতে হাত ইশারা করবে। ভাবছিলাম এই দেশটি থেকেও আমাদের অনেক শেখার আছে।লেখক: সাংবাদিক। সিইও, বাংলা ট্যুর।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
HOW TO REACH US
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম
কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুফ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থরুক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal

❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.



BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED

TDS Insurance Brokerage Corp.

Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311

BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

কত দূর যেতে পারবেন জো বাইডেন

(৪ পাতার পর)

দড়ি নিয়ে মাইক পেন্সকে খুঁজতে শুরু করল। যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটা ঘটনা ঘটতে পারে তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। যখন এই তান্ডব চলছিল তখন ট্রাম্প একটি পার্টিতে মদপান করতে করতে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিলেন। সেদিন ঘটে যেতে পারত এক ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ। এরই মধ্যে সেদিনের ঘটনার জন্য ট্রাম্প সিনেটে অভিশংসিত হয়েছেন। সেই অভিশংসনে ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির ১০ জন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। ট্রাম্প শুধু নিজ দেশকেই বিভাজিত করেননি, তিনি তাঁর দলকেও বি-ভাজিত করেছেন। এর আগে ট্রাম্প ২০১৯ সালেও অভিশংসিত হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তিনি হচ্ছেন প্রথম প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজ মেয়াদকালে দুবার অভিশংসিত হয়েছেন। এরপর সিনেটে তাঁর বিচার হওয়ার কথা। তাহলে তিনি শাস্তি পেতে পারেন। এর অর্থ হচ্ছে, তিনি আর কখনো কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। হারাবেন সাবেক প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেক সুযোগ-সুবিধা।

এক কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনীর মধ্যে গত ২০ জানুয়ারি জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এই সময় পুরো ওয়াশিংটন ডিসিতে কার্যত কারফিউ অবস্থা বিরাজ করছিল। নিরাপত্তার জন্য আনা হয়েছিল ২৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড, যা ইরাক ও আফগানিস্তানে অবস্থানরত মোট আমেরিকান সেনার চেয়েও বেশি। নিয়ম অনুযায়ী বিদায়ি প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। প্রায় ২৪৪ বছরের ঐতিহ্য ভেঙে ট্রাম্প ২০ তারিখ সকাল ৮টা ২০ মিনিটে সস্ত্রীক হোয়াইট হাউস ছেড়ে যান। তাঁকে বিদায় জানাতে রেওয়াজ অনুযায়ী ভাইস প্রেসিডেন্ট বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা অন্য কোনো সিনিয়র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন না।

নতুন প্রেসিডেন্টের হাতে অনেক কাজ, যার অন্যতম হচ্ছে বি-ভাজিত যুক্তরাষ্ট্রে ঐক্য ফিরিয়ে আনা, যা মোটেও সহজ নয়। কারণ ট্রাম্প মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেকের সমর্থন পেয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছেন তিনি আবার ফিরবেন, যা সিনেট কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে সম্ভব নয়। তবে তিনি যে বর্ণবাদকে উসকে দিয়েছেন তা সহজে মিটবে না। এই বর্ণবাদীরাই হবে সেই দেশের আগামী দিনের উগ্র সন্ত্রাসী, যা আইসিসকেও হার মানাতে পারে। বাইডেন দায়িত্ব নিয়েই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যার অন্যতম হচ্ছে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ করার জন্য যে প্যারিস সমঝোতা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন, সেই সিদ্ধান্ত রহিত করা। সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করেছেন বাইডেন, যা ট্রাম্প নিষিদ্ধ করেছিলেন। বাইডেন ঘোষণা করেছিলেন প্রথম ১০০ দিনে ১০ কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। দায়িত্ব নিয়ে দেখেন টিকার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। বাইডেন এখন কী করবেন তা দেখার বিষয়। রাতারাতি এত বিপুল পরিমাণের টিকা উৎপাদন করা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি প্রায় ভঙ্গুর। তা আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে বাস্তবমুখী কৌশল প্রস্তুত করতে হবে, যা খুব সহজ নয়। ৭৮ বছর বয়সী জো বাইডেন কত দূর যেতে পারবেন তা ভবিষ্যৎ বলতে পারবে। তবে তা তিনি যদি করতে না পারেন, তাহলে তিনিও খুব শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন না।

সব শেষে বলতেই হয়, একটি দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তাদের মেরুদন্ড সোজা রাখতে পারে, তাহলে অনেক ঝড়ঝাপটা সামাল দেওয়া সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাবলি তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। বাইডেন প্রশাসনের সাফল্য কামনা করি। ট্রাম্প জামানায় হারানো যুক্তরাষ্ট্রের সব ভালো ঐতিহ্য ফিরে আসুক। দেশটি আবার পরিণত হোক তেমন একটি দেশে, যেমনটি চেয়েছিলেন দেশটির প্রতিষ্ঠাতারা।

লেখক: বিশ্লেষক ও গবেষক

ঘুমানোর আগে খাওয়া ঠিক নয়

(প্রথম পাতার পর)

রয়েছে; যা ঘুমানোর আগে খেলে ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

টিভি দেখা, মোবাইল ফোনে চোখ রাখার মতো বিষয়গুলো ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়। এছাড়া কিছু খাবার রয়েছে যা রাতে শোবার আগে খেলে ঘুমাতে সমস্যা হতে পারে। রাতে ঘুমানোর আগে এসব খাবার না খাওয়া ভালো।

আসুন জেনে নিই রাতে ঘুমানোর আগে যেসব খাবার খাবেন না-

১. রাতে ঘুমানোর আগে রসুন খাবেন না। রসুন খেলে ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এটা তাপ উৎপাদনকারী ভেষজ হিসেবে পরিচিত। রসুনের রাসায়নিক উপাদান রাতে বুক জ্বালাপোড়ার সৃষ্টি করতে পারে। রাতের খাবার তৈরিতে কেবল স্বাদ ও ঘ্রাণের জন্য সামান্য রসুন ব্যবহার করা উচিত।

২. রাতে 'ডার্ক চকলেট' খাবেন না। এতে লুকায়িত ক্যাফেইন ও চিনি ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে। চকোলেট মজার হলেও এটা হরমোনে ভারসাম্যহীনতা বাড়ায়। ফলে সারা রাত জাগ্রত রাখে। তাই রাতে ঘুমানোর আগে চকোলেট না-খাওয়াই ভালো।

৩. রাতে ঘুমানোর আগে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট ধরনের খাবার খাবেন না। এতে শরীরে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতে ঘুমানোর আগে পনিরের পাস্তা বা এই ধরনের খাবার খেলে অস্বস্তি দেখা দেয়। রাতের পরিবর্তে দিনে জটিল শর্করা ও উচ্চ-চর্বি যুক্ত খাবার গ্রহণ করা ভালো।

লেখক: পুষ্টিবিদ আখতারুন নাহার আলো, পুষ্টি বিভাগের প্রধান বারডেম জেনারেল হাসপাতাল।

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল

আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস

ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।

সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০

বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!

সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।

Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating • Healing

ভর্তি চলছে

Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433

বাইডেনের ভাষণ লিখেছেন

(প্রথম পাতার পর)

উপদেষ্টামণ্ডলীতে। সেই তালিকায় এবার যুক্ত হলো আরো এক ভারতীয় বংশোদ্ভূতের নাম। তিনি বিনয় রেড্ডি।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন প্রধান বিচারপতি জন রবার্টসের কাছে শপথ নেওয়ার পর জো বাইডেন প্রথম যে সরকারি ভাষণটি দেবেন সেটি বিনয়ের লেখা। ক্যাপিটলের ওয়েস্ট ফ্রন্টে যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় তার প্রথম সরকারি ভাষণ দেবেন নতুন এই প্রেসিডেন্ট।

‡প্রসিডেন্ট বাইডেনের ২০ থেকে ৩০ মিনিটের সেই ভাষণের লেখক ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিনয় রেড্ডি। আনন্দবাজার পত্রিকা বলেছে, বিনয়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ওহিওর ডেটনে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো প্রেসিডেন্টের শপথ গ্রহণের পর দেওয়া ভাষণ লেখার সুযোগ পাননি আর কোনো ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

কাগজপত্রহীনদের বহিষ্কারাদেশ ১০০ দিন

(প্রথম পাতার পর)

নির্দেশে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ২০ জানুয়ারি এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

এরফলে বাইডেন কর্তৃক কংগ্রেসে প্রেরিত ১১ মিলিয়ন কাগজপত্রহীন অভিবাসীকে ওয়ার্ক পারমিটের পথ ধরে ৫ বছর পর গ্রীণকার্ড প্রদান এবং তারও তিন বছর পর সিটিজেনশিপ প্রদানের যে বিল (U.S. Citizenship Act of 2021) পাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে, তার আগ পর্যন্ত আর কাউকে বহিষ্কারের আতংকে দিনাতিপাত করতে হবে না।

তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অপেক্ষায় যারা দক্ষিণের সীমান্তে অপেক্ষা করছে, তাদের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। এমনকি, যাদের এসাইলামসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে গ্রীণকার্ডের আবেদন পেন্ডিং রয়েছে তাদের কথাও নেই। শুধুমাত্র যাদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বহিষ্কারের আদেশ জারি হয়েছে অথবা সীমান্ত অতিক্রম করার পর কোন প্রোগ্রামে আবেদনই করেনি, তেমন কাগজপত্রহীনরা এ সুবিধা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিবাসন ইস্যুতে জো বাইডেনের এসব পদক্ষেপকে অভিনন্দিত করে খ্যাতনামা এটর্নি ও ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার মঈন চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, সর্বশেষ সার্কুলারের সুবিধা সবচেয়ে বেশী পাবে মেক্সিকোসহ সেন্ট্রাল আমেরিকার বিভিন্ন দেশের লোকজন। বাংলাদেশির সংখ্যাও হাজার পঞ্চা‡শক হতে পারে। তাই এই নির্দেশের পর কমিউনিটিতে স্বস্তি এসেছে। বিশেষ করে দায়িত্ব গ্রহণের পরই ২০ জানুয়ারি অপরাহ্নের কংগ্রেসের প্রতি অভিবাসন-ব্যবস্থার সংস্কারের জন্যে যে আহ্বান জানানো হয়েছে, সেটি অবশ্যই যুগান্তকারি একটি ঘটনা। সেখানেও বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের কাগজপত্রহীনরা খুব বেশি ফায়দা পাবে বলে মনে করছি না।

এটর্নি মঈন বলেন, এজন্যে ২১ জানুয়ারি ইউএস সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা নিউইয়র্কের ডেমক্র্যাট সিনেটর চাক শ্যুমারের অফিসে টেলিফোন করে অনুরোধ জানিয়েছে, শুধু কাগজপত্রহীনদের গ্রীণকার্ডের ব্যবস্থা হলে একইভাবে মেক্সিকোসহ সেন্ট্রাল আমেরিকানরাই পুরো সুবিধা পাবে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ মেক্সিকো সীমান্ত অতিক্রম করেছে যুক্তরাষ্ট্রে আসার সময়। কাগজপত্র যাদের এখনও হয়নি তার সিংহভাগ এসেছেন বৈধ ভিসায় এয়ারপোর্ট হয়ে। তাই তারা কোন না কোন প্রোগ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের আবেদন করেছেন। অনেকের আবেদন এখনও পেন্ডিং রয়েছে। যাদের আবেদন নাকচ হয়েছে তার বড় একটি অংশ ইতিমধ্যেই স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করেছে অথবা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন। যারা গা ঢাকা দিয়ে রয়েছেন তারা বহিষ্কার স্থগিতের সুবিধাসহ বৈধতা প্রদানের সুযোগ পাবেন। আর যাদের আবেদন পেন্ডিং রয়েছে তারা কোন সুবিধাই পাবেন না যে বিল কংগ্রেসে (ট.ঝ. ঈরঃুবহংযরঢ় অপঃ ড়ভ ২০২১) উত্থাপনের কথা হচ্ছে।

এটর্নি মঈন বলেন, আমি সিনেটরের অভিবাসন বিষয়ক কর্মকর্তাকে অনুরোধ জানিয়েছি বিলটি উত্থাপনের আগেই যেন 'পেন্ডিং থাকা আবেদনকারিরা নতুন সুবিধার অন্তর্ভূক্ত হতে পারে-তেমন সুযোগ তৈরী করতে। এ নিয়ে কমিউনিটির সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দকেও নিজ নিজ এলাকার সিনেটর-কংগ্রেসম্যানের সাথে দেন-দরবারের বিকল্প নেই।' এছাড়া, ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ভিসায় যারা রয়েছেন তারাও কোন সুবিধা পাবেন না।

অভিবাসন বিষয়ক প্রখ্যাত এটর্নী অশোক কর্মকার বলেন, সিএসএস-লুলাক কর্মসূচিতে যারা গ্রীণকার্ড পাননি, তারাও কাগজপত্রহীন হিসেবে ঘোষিত সুবিধা পাবেন। এছাড়া, যারা এসাইলামের পর শুধু ওয়ার্কপারমিট পেয়েছেন তারা বহিষ্কারের বাইরে থাকলেও (U.S. Citizenship Act of 2021) এই বিলের সুবিধা পুরোপুরি ভোগ করতে সক্ষম হবেন কিনা তা জানা যাবে বিলটি পাশের পর। উভয় এটর্নী সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ দিয়েছেন নিজ নিজ আইনজীবীর পরামর্শক্রমে সবকিছু করতে। বহিষ্কারাদেশ স্থগিত করা হলো বলে গুরুতর অপরাধী কিংবা সমাজের জন্যে মারাত্মক হুমকি হিসেবে চিহ্নিতরা আইনের দৃষ্টির মধ্যেই থাক‡বন। এমনকি কংগ্রেসে 'ইউএস সিটিজেনশিপ এ্যাক্ট অব ২০২১' পাশ হলেও গুরুতর অপরাধী হিসেবে চিহ্নিতরা সে সুযোগ কখনোই পাবে না।

কাগজপত্রহীন কত মানুষ আছে তার সঠিক কোন তথ্য কারো কাছেই নেই। তবে ২০১৭ সালে পিউ রিসার্চ সেন্টারের এক জরিপ অনুযায়ী ১১ মিলিয়ন কাগজপত্রহীন অভিবাসীর অর্ধেকই কমপক্ষে ১৫ বছর যাবত স্থায়ীভাবে বসবাসের অপেক্ষায় বহিষ্কারের ঝুঁকি নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছেন। এমন একজন বাংলাদেশী সম্প্রতি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তিনি নিউইয়র্কে এসেছিলেন ৩০ বছর আগে। মারা যাবার পর লাশ গেছে নিজ পরিবারের কাছে। এমন আরো হাজার হাজার বাংলাদেশীর সাক্ষাৎ মেলে নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ওয়াশিংটন মেট্রে এলাকা, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, মিশিগান, টেক্সাস আর ক্যালিফোর্নিয়ায়। বারাক ওবামার আমলে অর্থাৎ ২০১৩ সালে সিনেটে একটি বিল পাশ হয়েছিল ডেমক্র্যাটদের নিরঙ্কুশ সমর্থনে। কিন্তু প্রতিনিধি পরিষদের নেতৃত্বে রিপাবলিকানরা থাকায় সেটি কার্যকর হতে পারেনি। এবার অবশ্যই কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই ডেমক্র্যাটরা নেতৃত্ব পেয়েছে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য,ট্রাম্পের আমলে ইমিগ্রেশন কোর্টে ঝুলে থাকা আবেদনের সংখ্যা ১৩ লাখ ছাড়িয়েছে। এগুলো পেন্ডিংয়ের গড় সীমা আড়াই বছরের বেশি। বাইডেনের প্রত্যাশা অনুযায়ী সকলকে লিগ্যাল স্ট্যাটাস দেয়ার কার্যক্রম শুরু হলে পেন্ডিং আবেদনের সংখ্যা রাতারাতি কমে আসবে বলে এটর্নীরা মনে করছেন।

এদিকে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডেভিড পিকস্কি আইসসহ বিভিন্ন এজেন্সীকে জানিয়েছেন কাগজপত্রহীনদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে।ট্রাম্পের নির্দেশে তৃতীয় কোন দেশে এসাইলাম প্রার্থনার পর তা নাকচ হলেই কেবলমাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এসাইলামের আবেদন করা যাবে, এ কারণে প্রায় ৬০ হাজার বিদেশী এখন মেক্সিকোকে অবস্থান করছেন। তাদের অবস্থা কী হবে সেটিও বিস্তারিতভাবে বাইডেন প্রশাসনকে জানাতে চায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট।

ফুডস্ট্যাম্প, ভাড়াটিয়া সুবিধাসহ নির্বাহী

(প্রথম পাতার পর)

অবশ্যই দ্রুত সক্রিয় হতে হবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন তার বক্তৃতায় বলেন, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উঠে দাঁড়ানোর জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা করতে সব ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন। বাড়ি ভাড়া দিতে না পারার জন্য ভাড়াটে উচ্ছেদ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গৃহঋণ পরিশোধ না করার কারণে কোনো ব্যাংককে বাড়ি জব্দ না করার নির্দেশ দেয়া হয়। ভিন্ন এক নির্বাহী আদেশে প্রেসিডেন্ট বাইডেন ফেডারেল নাগরিক প্রণোদনা দ্রুত নিশ্চিত করা ও জনগণের হাতে পৌঁছানো সহজ করার জন্য অর্থ বিভাগের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

দীর্ঘ চার বছরের বেশি সময় পর আমেরিকার লোকজন সহমর্মিতার কথা শুনতে পারছে প্রেসিডেন্টের মুখ থেকে। ওয়াশিংটনের রাজনীতিতে প্রায় অর্ধ শতাব্দী থেকে জো বাইডেনকে কর্মজীবী পরিবার থেকে উঠে আসা এক রাজনীতিবিদ হিসেবেই দেখা হয়েছে। নিজের দরিদ্রতা তিনি কখনো আড়াল করেননি। আমেরিকার মধ্যবিত্ত কর্মজীবীদের মনের কথাই উচ্চারিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের পক্ষ থেকে। বাইডেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমেরিকার অভ্যন্তরীণ সহিংসতা ও চরমপন্থা সামাল দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দ্বিতীয় পূর্ণ কর্মদিবসেই জাতীয় গোয়েন্দা বিভাগের সমন্বয়ে একটি পরিচালকের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমেরিকার জেগে ওঠা চরমপন্থি এবং তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ওপর এখন নজরদারি করবে আলাদা দপ্তর। নতুন ফার্স্টলেডি জিল বাইডেন শুক্রবার বিকালে হঠাৎ করেই হোয়াইট হাউসের বাইরে পাহারারত ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে যান।

প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ছেলে প্রয়াত বিউ বাইডেনের নাম উল্লেখ করে জিল বাইডেন বলেন, ন্যাশনাল গার্ডে একসময় দায়িত্ব পালন করেছেন বিউ। তাদের হৃদয়ে সব সময় ন্যাশনাল গার্ডের কথা জাগ্রত থাকে উল্লেখ করে জিল বাইডেন তাদের পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মডার্নার টিকার খুব একটা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা

(প্রথম পাতার পর)

উপাত্ত থেকে জানা গেছে, গত ২১ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪ লাখ ৪১ হাজার ৩৯৬ জনকে প্রথম ডোজ দেয়ার পর মাত্র ১০ জনের শরীরে পার্শ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এদের ৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। বাকী ৪ জনকে জরুরি স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সিডিসি'র গবেষণায় দেখা গেছে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার মডার্নার টিকায় ১০ লাখে ২ দশমিক ৫ এবং ফাইজারের টিকায় ১১ দশমিক ১। মডার্নার টিকায় যে ১০ জনের শরীরে তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তাদের সকলেই নারী। তাদের বয়স ৩১ থেকে ৬৩ বছরের মধ্যে। এদের নয় জনেরই পূর্বের এলার্জি রেকর্ড রয়েছে।

এদিকে ফাইজারের টিকাতেও যাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা গেছে তাদের অধিকাংশই নারী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুরুষের তুলনায় নারীদের বেশি ভ্যাকসিন দেয়া এর কারণ হতে পারে।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!
এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত
ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক
Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম
UNITED TRAVELS INC.
37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-
Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট
Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল
২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আসন সংখ্যা সীমিত
আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ
সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে
সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়
Emirates SAUDIA ETIHAD AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS
37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filing

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file
e-file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রির্টান নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:

Open - Closes 6PM

Phone: (718)424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে

(জ্যাকসন হাইটসের পরিবর্তে)

- আমরা ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্ট বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ইনকাম ট্যাক্স স্পেশালিস্টের মাধ্যমে।
- অডিট/নোটিশ, ডিফল্টেড রেইড ডিপার্টমেন্ট এবং ডিফল্টেড রেইড সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত ভবিষ্যৎ নোটিশের আগাম সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্ণে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য প্রতিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ও এফিডেভিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা স্বল্পমেয়াদী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- অ্যাসাইলি পিটিশন
- NVC Case এপ্রুভাল
- গ্রীনকার্ড এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড রেনুয়াল
- Advanced Parole / Reentry Permit ইস্যানি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 9am-7pm, Saturday 10-3pm

President: Mohammed Rezaul Karim

M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
25 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



267-249-7687,
610-352-7123

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

CREDIT REPAIR

যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন



আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোশাল সিকিউরিটী কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, ইন্টারনেশনাল ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে সার্বিক সহায়তা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত ইমন কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী ঝামেলায় মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আপনারই বাংলা কথনী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radoinmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



•লিমা পরিষ্কার ও লিমা কিটে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
•লকল এ কার ইন্টারন্ট পল কমে জিলমান

Shafi Chowdhury
Consultant

161-13 Hillside Ave 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Cell: 646-483-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Agnur Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver

Office: 212.661.8400

DEBT SOLUTIONS
BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #201, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

ভড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432

Phone: 718-262-8991

Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
718-[illegible]

JACKSON HEIGHTS OFFICE
718-478-6100

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কমাইউড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
26-05, 34St, 2Floor, Astoria
(at the corner of 30 AVE. & 34th)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, ডোনেশন এপয়েন্টমেন্ট নিয়ে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, ডোনেশন পক্ষ।



ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে এসে পাসেঞ্জার নামাবার ফেলে রাখবেন আপনাকে ড্রাইভিং শিখিয়ে দিবে ও প্র্যাকটিক্যালি সহজভাবে পাকাপাকি নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
জাকীর খান
347-279-8327
zakichk65@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

- Income tax:
- Individual/ Personal Tax (All states)
- Business Tax (Corporation, Partnership)
- Sales tax (Food Vendor, Corporation)
- Payroll Tax
- Business Incorporation
- Immigration Services



Atikur Rahman

Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM

Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

১০০ ডলারের আক্কেল সেলামী

(শেষের পাতার পর)

তথ্যানুযায়ী প্রেসিডেন্ট যো বাইডেনের সমর্থক জেফরী কোস্টা উক্ত অর্থ দাবি করেছেন হাইন্সের নিকট।

পরিচিতি ঘটেছিল আটলান্টায়। ফেইস বুকের মাধ্যমে সেন্ট পিটার্সবার্গ পিনলাস কাউন্টির বাসিন্দা হাইন্স কোস্টার সাথে বাজি ধরেছিল যে পুনর্নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরাজিত হলে সে কোস্টাকে ১০০ ডলার পরিশোধ করবে। অথচ ৩ নভেম্বরের নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মত তার সমর্থক হাইন্সও ট্রাম্পের পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকার করে এবং বাজির অর্থ পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ড় নেয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের দোহাই দিয়ে ৫০ বছর বয়স্ক আইটি কর্মী কোস্টা বারম্বার অর্থ দাবি করলেও হাইন্স ট্রাম্পের পরাজয় মেনে না নেয়ার এবং বাজির অর্থ পরিশোধ না করার সিদ্ধান্ড়ে অটল থাকে। অগত্যা কোস্টা আদালতের শরণাপন্ন হন এবং মূল ১০০ ডলারের সুদ হিসেবে ৩০০ ডলার এবং কোর্টফী বাবত অতিরিক্ত ২৫০ ডলার দাবি করেছেন। আদালতের রায় কোস্টার পক্ষে গেলে আক্কেল সেলামী হিসেবে ৫৫০ ডলার পরিশোধ করতে হবে হাইন্সকে।

ভ্যাকসিন নেয়ার কয়েক

(শেষের পাতার পর)

নাম পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। সে বৃহত্তর সাক্রামেন্টোর প্লেসার কাউন্টির বাসিন্দা বলে জানা যায়। প্লেসার কাউন্টি শেরিফ অফিস সূত্রে এ খবর জানায় ডেইলি মেইল।

ট্রাম্প টওয়ারের

(শেষের পাতার পর)

হ্রাস করা হয়েছে। সিটি মেয়র বিল ডি ব্লাজিও গত ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নিজেই এই তথ্য জানিয়েছেন। ধনকুবের ও ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন টাওয়ারটি ম্যানহাটানের ফিফথ এভিনিউতে ভবনটি স্থাপিত। মেয়র ব্লাজিও বলেছেন, 'জো বাইডেন আমাদের প্রেসিডেন্ট'।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডিম্বেরের শেষদিকে পরীক্ষায় তার শরীরে করোনা পজেটিভ পাওয়া গিয়েছিল। গত ২১ জানুয়ারী তার মৃত্যু ঘটে।

তবে তিনি ফাইজার না মডার্ণার ভ্যাকসিন গ্রহন করেছিলেন তাও পরিস্কার নয়। স্থানীয় পুলিশ এবিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালির্ফনিয়া চিলড্রেন হাসপাতালের সংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ ড. ডিন ব্লমবার্গ বলেন, এই মৃত্যু সম্ভবত ভ্যাকসিনের কারণে নয় বলে তিনি মনে করছেন।

টাওয়াটি সর্বাক্ষনিক সিক্রেট সার্ভিসের সর্বোচ্চ নিরাপত্তায় ছিলো। উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্সী চলে যাওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প সপরিবারে ফ্লোরিডায় চলে গেছেন এবং নিউইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারে তার আর স্থায়ীভাবে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই বলে এবিসি নিউএজর এক খবরে বলা হয়েছে।

'বিশ্বকাপে সরাসরি

(শেষের পাতার পর)

নেওয়ার সুযোগ নেই। সুপার লিগের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা আট দল সরাসরি ২০২৩ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ পাবে।

সেরাদের কাতারে না থাকতে পারলে বাছাই পর্বে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে। বাছাই পর্বের ঝামেলা এড়াতে হলে এখন থেকেই ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে উন্নয়ন প্রয়োজন। এমনটিই বলেছেন বাংলাদেশ ওয়ানডে দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ম্যাচের ঠিক আগের দিন রোববার ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে তামিম বলেন, আমি নিশ্চিত উন্নতির অনেক জায়গা আছে। নিখুঁত ম্যাচ খেলা খুবই কঠিন। আমরা তিন বিভাগেই আরও উন্নতি করতে পারব। আমরা আরেকটু ভালো বোলিং করতে পারি, আরেকটু ভালো ফিল্ডিং করতে পারি। ব্যাটিংয়ে আমরা ভালো শুরু পাচ্ছি; কিন্তু সেটিকে বড় করতে পারছি না, শেষ করতে পারছি না।

বাংলাদেশ সেরা ওপেনার তামিম আরও বলেন, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ চলে আসায় ওয়ানডে এখন এমন একটি ফরম্যাট হয়ে গেছে, যেখানে সরাসরি বিশ্বকাপ খেলতে হলে প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে হবে। সবাই জানে দেশের বাইরে খেলতে হবে। এটা সব সময়ই কঠিন। তাই নিশ্চিত করতে হবে যে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার সময় সব বক্সে যেন টিক দেওয়া যায়।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজ শেষ হলেই বাংলাদেশের আসল লড়াই শুরু হবে। পরের সফরেই যেতে হবে নিউজিল্যান্ড।

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
ড্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড সেজিটেবল সালাদ ডিজার্ট	ড্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট সাদি কাবাব মিক্সড সেজিটেবল সালাদ ডিজার্ট	ড্রাইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড সেজিটেবল সালাদ ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সাদি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড সেজিটেবল সালাদ ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

ডনোভান রিচার্ডস কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বর্ণ বৈষম্যের পরাজয় ঘটলো



শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ)

আমেরিকান লুথার কিং পৃথিবী থেকে দাস প্রথা, সাদা আর কালো বর্ণ বৈষম্যের সংগ্রাম করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম দাস ব্যবসায়ীগণ আজো তাদের শিকড় রেখে গিয়েছেন। কিন্তু ড. মার্টিন লুথার কিং-গণ জন্ম নিয়েছেন অনেক ঘরে। ১৯২৯ সালের ১৫ জানুয়ারী জর্জিয়ার আটলান্টায় জন্ম নিয়েছিলেন এই জ্যোতিময় সিংহ পুরুষ। যার হৃদয়ে ছিল ভালবাসা, সাম্য, সমতা, একতা ও মানবতার কথা, তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন আকাশের উদারতার দীপ্তীময় স্ফুলতা যে মহাকাশের উদারতায় পৃথিবী উদীয়মান হয় যে আকাশের উদারতা লইয়া পৃথিবী ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ফুলের সুগন্ধ ছড়ায় মানব কুল হয় জ্যোতিময়। সে আকাশের পানে চেয়ে তার গান ছিল এসো বর্ণ বৈষম্যের হিংস্রতাকে



বাদ দিয়ে শান্তির পথে এসো। কালো আর ধলা বাহিরে কেবল ভিতরে সবারই সমান বাঙ্গা। তিনি হলেন আগামীদের সমস্ত পৃথিবীর শিশুদের মধ্যে থাকবে সমান অধিকার, জর্জিয়া হতে নিউইয়র্ক তথা সমস্ত পৃথিবীজুড়ে। ১৯৬৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর আব্রাহাম লিংকন দাসপ্রথা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্যি দু'জনই আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হন। আমরা আজো বর্ণবৈষম্য ও দাস প্রথার স্বীকার, সাম্প্রতিক আমেরিকান গণতন্ত্র ও ক্যাপিট্যাল হিলের ন্যাঙ্কর জনক ঘটনা তার নিকৃষ্ট উদাহারন।

নিউইয়র্ক সিটির কুইন্স বরো হলের মধ্যে কোন এশিয়ান আমেরিকান আমলা আছে বলে আমার জানা নেই। আর যদিও থেকে থাকে বা এখন আমলাতন্ত্রের শিকড়ে বাধা যখনই ভোটের সময় হয় তখন দেখা যায় ফান্ড রাইজিং ডিনার এবং ফটোসেশন, ক্ষমতায় থেকে আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে বরো চাকুরী দেয়া হয়নি। এমনকি কম্যুনিটি বোর্ডের মেম্বার করতে গিয়ে সেখানেও দেখা গেছে বর্ণ বৈষম্য। মি. ডনোভান রিচার্ড এই প্রথম বর্ণ বৈষম্য দূর করে কমিউনিটি বোর্ডের সদস্য হতে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ করে দিলেন, মনে হয় আরেক মার্টিন লুথার কিং এর উদয় হলো। ধন্যবাদ মি. ডনোভান রিচার্ডস। আপনার কর্মের দীপ্তী নতুন পথের পাথেয় হয়ে থাকুক। আমরা চাই সকল জাতীয় সংমিশ্রনে কুইন্স বরো হল আলোকিত হউক দূর হয়ে যাক আমলাতন্ত্র এবং বণ্য বৈষম্য। মূল্যায়িত হউক সকল প্রতিভা এবং মানবাধিকার।

লেখক: মানবাধিকার কর্মী।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090



Mohammed M. Alam
M.Com (Management) LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

মৃত্যুদন্ডেও বন্ধ হচ্ছে না ধর্ষণ

(৪৬ পাতার পর)

ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৮ সালের তুলনায় গত বছর ধর্ষণ বেড়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের ২০১৯ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতি মাসে গড়ে ৮৪টি শিশু ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। ২০১৮ সালের চেয়ে ২০১৯ সালে শিশু ধর্ষণ ৭৬ দশমিক শূন্য ১ শতাংশ বেড়েছে। তবে প্রকৃত পরিসংখ্যান এর থেকে কয়েকগুণ বেশি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সিনিয়র অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুম বলেন, দেশে অবাধ যৌন স্বাধীনতার একটা চর্চা রয়েছে। বেশির ভাগ মানুষের ভেতরে কোনো নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেনি। ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার মানসিকতা এখনো তৈরি হয়নি। নাস্তিক্য মতবাদ ও পশ্চিমা সংস্কৃতি সমাজকে গ্রাস করছে। তা ছাড়া দেশে বিচারহীনতার সংস্কৃতি তো আছেই। আবার আইনের ফাঁক গলিয়ে অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। এসব কারণেই ধর্ষণের মত ঘৃণ্য অপরাধগুলো সংঘটিত হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আগে ধর্ষণকে একটি সামাজিক অপরাধ হিসেবে দেখা হতো; যার কারণে সমাজের কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে এলাকার মাতব্বর, মেম্বার-চেয়ারম্যান ও আলেম-ওলামা সমন্বয়ে সালিসি বৈঠকের মাধ্যমে বিচার করা হতো। এখন সেই বিচার আর হয় না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাজকল্যাণ ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. মো: নুরুল ইসলাম বলেন, বেশির ভাগ ধর্ষণ হচ্ছে ফ্রি স্টাইলে চলাফেরা করার কারণে। আধুনিকতার নামে উচ্ছৃখলভাবে চলাফেরার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। দেখেন কিছু দিন আগে কলাবাগানে এক স্কুলছাত্রীকে বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। এই যে, ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এখান থেকেই মূলত ভালোলাগা শুরু হয়। এরপর একপর্যায়ে সর্বনাশ ডেকে আনে। আমাদের দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতিনীতি শিক্ষা এবং মেনে চলায় বড় ধরনের ঘাটতি আছে। নৈতিক শিক্ষা নেই। তিনি বলেন, আইন আছে কিন্তু কেউ তোয়াক্কা করছে না। যেমন– দুদক আছে দুর্নীতি কি কমছে? লুটপাটের ধরন পরিবর্তন হচ্ছে, বড় বড় দুর্নীতির ঘটনা ঘটছে। প্রভাবশালীরা পার পেয়ে যাচ্ছে। মোটকথা সব কিছুর একটা ভারসাম্য থাকতে হয়। আমাদের দেশে ভারসাম্যহীন রাজনীতি চলছে। যারা এসব অপরাধ করছে তাদের অনেকেই ক্ষমতাসীন দলের অথবা তাদের ছত্রছায়ায় থাকে। ফলে তারা পার পেয়ে যাচ্ছে। অনেক ঘটনার বিচারও হয় না। বিচারহীনতার সংস্কৃতি চলছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, সমাজ ও রাষ্ট্রে ভারসাম্য না থাকায় অপরাধগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নন্‌প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, গ্রিনকার্ডধারীদের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, বর্ডার পার্টিসিপেন্ট এর এফিডেভিট এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিশ্বস্ততা নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা
EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেন ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিস: (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(৩৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পারিবারিক চার্জ, ডিপোর্টেশন, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরণের ইমিগ্রেশন কেস।

JUSTICE

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Front of 26 Federal Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation: Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting: Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিম্নবর্ণী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এ মাসে ৫ পেমেন্ট করে পাবেন

Wasi Choudhury, EA

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member: naea e-file



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিস: ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট

১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ভাইরাল জ্বর কাশি, পরিচয় এলার্জি ব্রঙ্কাইটিস হাঁপানি ব্লাড প্রেসার সহ যাবতীয় চিকিৎসা করা হয়।
- বিভিন্নরকম এক্সরে, ইসিজি এক্সরে ও ফুল-বডি চেকআপের জন্য যোগাযোগ করুন।
- সুগারের রক্ত পরীক্ষা, ইকোজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্সের কার্ড গ্রহণ করা হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও ক্লোজড কর্পোরেশন জন্য একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED E-FILE Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ন করে দেবার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বছর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগ: আবুল কালাম

T: 718-274-1908, F: 718-728-2293

email: primebrokerage34@gmail.com

৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকবে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

আবুল হাসিব হাওলাদার
ব্রোকারেজ
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

- ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেরিশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজুয়াল এবং গ্রুপ ক্লাসটিও ৫, ১০ ও ১৫ জনের গ্রুপক্লাস টাইম।
- বাড়ানোর সিলের আগে ফ্রোজ টেস্ট এর ব্যবস্থা (পরিবারসহ)

প্রথমবার ফ্রোজ টেস্ট দিয়ে যারে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যারা পারদের ফ্রোজ টেস্ট দিয়ে ফেল করে টিচার হারিয়েছেন আমার কোলের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত কম সময়ে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ৫৮ বাংলায় অনুবাদিত লার্নার্স পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave. 2nd fl. Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) বিস্তারিত অফিস এর ঠিকানা



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS, FILM, COLOGNES, PERFUMES, VITAMINS, NON-PRESCRIPTION DRUGS, HOUSEHOLD GOODS, BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

তাজ্জব কি বাত!

(শেষের পাতার পর)

নানা দেশের খোঁজখবর রাখা হয় কিন্তু কেন যেন এই দেশটার ব্যাপারে আমার খুব একটা আগ্রহ কাজ করে না। দেশীয় মিডিয়াগুলোও সঙ্গত কারনে পাকিস্তানের সংবাদাদী এড়িয়ে যায়। বুঝি, এতে মহল বিশেষের বিরাগভাজন হবার আশংকা আছে। আমার আগ্রহ কম থাকার কারন এই দেশটা সম্পর্কে কিছু আহরিত ধারনা। যেমন, আমি জেনেছি এটি একটি 'ধর্মান্ধ মৌলবাদী' দেশ, 'অসভ্য এবং বব্বর' দেশ, 'সামরিক স্বৈরাচার' দ্বারা পরিচালিত অগনতান্ত্রিক দেশ, সর্বোপরি এটি একটি 'ব্যর্থ রাষ্ট্র'। অন্তত: আমাদের মিডিয়াগুলোয় পাকিস্তান সম্পর্কে যে ধরনের প্রচারণা চালানো হয় তাতে যে কারও এমন ধারনাই হবে। আমারও তাই হয়েছে। আর এসব কারনে এই দেশটির ব্যাপারে বরাবরই আমার আগ্রহ কম।

কিন্তু আল জাজিরার রিপোর্টটা কিছুক্ষণ দেখে থ' হয়ে যাই। সে দেশে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে! তাও আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলন! আড়াই বছরও হয় নাই ইমরান খান সরকারপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী, আর এর মধ্যেই প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোসহ ১১টি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' বা পিডিএম নামে জোট বেঁধেছে। আছে মুসলিম লীগ পিপলস পার্টিও। মাত্র গত সেপ্টেম্বরে গঠিত হয়ে এর মধ্যে তারা দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোয় বড় বড় জনসভা করে ফেলেছে। এ মাসে রাজধানীতে রয়েছে বড় শোডাউনের কর্মসূচী। এই জোটের প্রধান দাবী অবিলম্বে ইমরান খানের পদত্যাগ। অভিযোগ- ইমরান খান সেনাবাহিনীর হয়ে কাজ করছেন এবং সর্বতোভাবে সেনাবাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। পাকিস্তানের গনতন্ত্রে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। তারা বলছে ১৯৪৭ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত প্রতিটি নির্বাচনে আর্মি হস্তক্ষেপ করেছে। এসব কারনে দিনে দিনে অর্থনীতির অবস্থা খারাপ হয়ে চলেছে। এবং এইসব অভিযোগ তারা প্রকাশ্য জনসভায় উচ্চারন করছেন! ইমরান খানের বিরুদ্ধে মজার একটি অভিযোগ হচ্ছে, গত নির্বাচনে তহবিল সংগ্রহে তিনি নাকি 'অসচ্ছতার' আশ্রয় নিয়েছেন! তাজ্জব কি বাত! পাকিস্তানেও বিরোধী দল আছে! এবং তারা জোট বেঁধে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারে! রাস্তায় মাঠে-ময়দানে মাত্র আড়াই বছর আগে নির্বাচিত একজন প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী তুলতে পারে! বড় বড় জনসভা করতে পারে! সেনাবাহিনী নিয়েও কথা বলতে পারে! এবং আরও তাজ্জব কি বাত- এখনও সরকার এই আন্দোলন দমাতে পুলিশ, প্রশাসন বা আদালতকে মাঠে নামায় নাই, বা কোন নেতাকে ধরে জেলে নেয় নাই মামলা দেয় নাই, ক্রসফায়ার চালু করে নাই- গুমের কারবারও শুরু করে নাই! কি আশ্চর্যম! কি ধরনের সরকার রে বাবা!

বাংলাদেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ ৯ গুণ বেশি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

(শেষের পাতার পর)

পোর্টালে প্রকাশিত 'রেপ স্ট্যাটিসটিক বাই কান্ট্রি ২০২০' শীর্ষক সমীক্ষার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ২০২০ সালে বাংলাদেশে ধর্ষণ হয়েছে ৯ হাজার আর যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ হয়েছে ৮৪ হাজার ৭৬৭ জন। কিন্তু আপনি যদি গুগলে সার্চ দেন তাহলে শিরোনামে বাংলাদেশ চলে আসছে।

রোববার (২৪ জানুয়ারী) দুপুরে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (অ্যামচেম) আয়োজনে ৩২ জন সাংবাদিককে ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এতে এক ওয়েবিনারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অ্যামচেমের সভাপতি সৈয়দ এরশাদ আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এতে আবদুল মোমেন। সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন বলেন, মহামারির সময়ে সাংবাদিকরা করোনাভাইরাসের ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। গত বছর কিছু সময়ের জন্য সরকার মানুষজনের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। সেই সময়েও সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সম্মুখসারির যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

তিনি আরও বলেন, নতুন প্রশাসন আমেরিকার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। এ প্রশাসনের অধীনে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অনন্য উচ্চতার পৌঁছবে বলে আশা করছি। ইতিমধ্যে আমরা কয়েকটি ইঙ্গিত পেয়েছি। নতুন সরকার প্রধান প্যারিস চুক্তিতে পুনরায় যোগদান করেছে এবং বর্তমানে মিয়ানমারে গণহত্যা হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করার চিন্তাভাবনা করছেন। আমরা নতুন প্রশাসনকে স্বাগত জানাই এবং তাদের উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

রাষ্ট্রদূত রবার্ট মিলার বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অনেক দৃঢ়। যুক্তরাষ্ট্র গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমরা সাংবাদিকদের মানোন্নয়নে আগ্রহী। করোনার এই সময়ে ফ্রন্টলাইনে থেকে কাজ করা সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জের ছিল। তাদের স্বীকৃতি দেয়ায় অ্যামচেমকে ধন্যবাদ জানাই।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, গত বছরের ১ মার্চ থেকে ৩০ আগস্টের মধ্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনকে এ অ্যাওয়ার্ডের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। পত্রিকা, অনলাইন, টেলিভিশন মিলিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম থেকে শতাধিক আবেদন জমা পড়ে। সেগুলোর মধ্য থেকে বিচারকদের রায়ে ৩০টি গণমাধ্যমের ৩২ জন সাংবাদিককে চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হয়।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE

3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-3661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হেপ্স ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

ইসরায়েল এখন দুশ্চিন্তায়

(প্রথম পাতার পর)

প্রশাসন ঘোষণা দিয়েছে, তারা ইরানের সঙ্গে পরমাণু চুক্তি পুনর্বহাল এবং ইসরায়েল-ফিলিস্তিন পৃথক রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হচ্ছে। এ নিয়েই শঙ্কায় পড়েছেন ইসরায়েলি কর্মকর্তারা। অবশ্য একদিক থেকে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছে ইসরায়েল।ট্রাম্পের আমলে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি এবং শহরটিতে মার্কিন দূতাবাস রাখার সিদ্ধান্ত আপাতত পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ নেই যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের।ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার প্রথম বছরেই ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ইসরায়েলকে ওই স্বীকৃতি দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র। তিনিই তেল আবিব থেকে মার্কিন দূতাবাস জেরুজালেমে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

ইরান ইস্যুতে দুশ্চিন্তা

ইসরায়েলি দৈনিক পত্রিকা ওয়ালা বৃহস্পতিবার লিখেছে, টানা চার বছর ট্রাম্পের হাতে নষ্ট হওয়া ইসরায়েল সরকারের কর্মকর্তারা বর্তমানে 'মাদকাসক্তি পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার লক্ষণ' দেখাচ্ছেন।

পত্রিকাটি বলছে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর আতঙ্ক বোধগম্য এবং এটি মোটেও আশ্চর্যজনক নয়। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নতুন প্রশাসন এই আশঙ্কাকে কিছুটা প্রশমিত করার চেষ্টা করছে। তবে সেটা সফল হবে কি না, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

ওয়ালার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '[মার্কিন] কংগ্রেসের এক শুনানিতে মনোনীত পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন ইরানি ফাইলের বিষয়ে শুধু রিপাবলিকানদেরই নয়, বরং ইসরায়েল ও উপসাগরীয় দেশগুলোকেও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন; যারা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাইডেনকে ইরানের সঙ্গে চুক্তিতে না ফিরতে এবং তাদের সঙ্গে আগাম পরামর্শ করতে অনুরোধ জানাচ্ছিল।

ইসরায়েলি পত্রিকাটি জানিয়েছে, ব্লিঙ্কেন মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে, পরমাণু চুক্তিতে ফেরা একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং সেটি হলে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই হবে।

‰দনিক ওয়ালার তথ্যমতে, বাইডেন প্রশাসনের শীর্ষ কয়েকজন কর্মকর্তাকে নিয়েও চিন্তায় পড়েছেন নেতানিয়াহু। যেমন- ইরানে বিশেষ দূত হতে চলা রবার্ট ম্যালে, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়েন্ডি শারম্যান, সিআইএ'র সম্ভাব্য পরিচালক এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভান প্রমুখ।

এসব কর্মকর্তা বিভিন্নভাবে ইরানের সঙ্গে ২০১৫ সালের পরমাণু চুক্তিতে ভূমিকা রেখেছিলেন। সেসময় ওই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় কয়েকটি দেশ। ২০১৮ সালে সেই চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাম প্রত্যাহার করে নেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটিকে 'ঐতিহাসিক ঘটনা' হি‡সবে উল্লেখ করে ইসরায়েল।

ফিলিস্তিন-ইসরায়েল শান্তি আলোচনা

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনার বিষয়ে সাবেক ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট স্থানীয় পত্রিকা মারিভকে বলেছেন, দ্বিরাষ্ট্র সমাধান এবং জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী স্বীকৃতির বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্বাগত জানাচ্ছেন তিনি।

ওলমার্টের কথায়, এটি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, তিনি (বাইডেন) ইসরায়েলের বন্ধু। যারা ইসরায়েলের বন্ধু নন, তারাই শুধু রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন রয়েছে তাতে সমর্থন করতে পারেন।

ইসরায়েলের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে, দ্বিরাষ্ট্র সমাধানই ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের সমাপ্তি টানার একমাত্র উপায়।

ইসরায়েলের ডানপন্থী দলগুলো অবশ্য ফিলিস্তিনকে স্বাধীনতা দেয়ার ঘোর বিরোধী এবং তারা দখল করা পশ্চিম তীরের এক-তৃতীয়াংশ অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। ফিলিস্তিনিদের অভিযোগ,ট্রাম্প প্রশাসন ইসরায়েলের দিকে প্রবলভাবে পক্ষপাতিত্ব করেছে।ট্রাম্পের শাসনামলে দখল করা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন চারগুণ বাড়িয়েছে ইসরায়েলিরা। দ্বিরাষ্ট্র সমাধান ছাড়াই আরব দেশগুলোকে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনেও ঠেলে দিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

তবে ট্রাম্পের মেয়াদ শেষে দায়িত্বভার গ্রহণ করা নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্টকে ভিডিওবার্তা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।ট্রাম্পের মতো বাইডেনের সঙ্গেও কাজ করতে মুখিয়ে রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

৪৯২ উপজেলায় ৬৬ হাজার ভূমি-গৃহহীন ঘর পেলো

(প্রথম পাতার পর)

হস্তান্তর অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল এক উৎসবের আমেজ। ভি‡টমাটিশূন্য মানুষদের নতুন এই আশ্রয় তাদের জন্য নিয়ে এসেছে এক আনন্দের বার্তা। ঘর এবং জমি পেয়ে খুশি এই মানুষজন এখন তাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সাজাতে ব্যস্ত। গতকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের পর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপকার-ভোগীদের সরাসরি ঘরের চাবি হস্তান্তর করেন। এতে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অংশ নেন।

ঠিকাদার নিয়োগ ছাড়া স্থানীয় প্রশাসন ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সকলের জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করাই হবে মুজিববর্ষের লক্ষ্য, যাতে দেশের প্রতিটি মানুষ উন্নত জীবন-যাপন করতে পারে। দেশের ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ঘর দিতে পারার চেয়ে বড় কোনো উৎসব আর কিছুই হতে পারে না। তিনি বলেন, এভাবেই মুজিববর্ষ এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে সমগ্র বাংলাদেশের গৃহহীনদের নিরাপদ বাসস্থান তৈরি করে দেয়া হবে যাতে দেশের একটি লোকও গৃহহীন না থাকে। যাতে তারা উন্নত জীবনযাপন করতে পারে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেবো। যাদের থাকার ঘর নেই, ঠিকানা নেই আমরা তাদের যেভাবেই হোক একটি ঠিকানা করে দেবো।

অনুষ্ঠানে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারকে জমি ও গৃহ প্রদান করা হয় এবং একই সঙ্গে ৩ হাজার ৭১৫টি পরিবারকে ব্যারাকে পুনর্বাসন করা হয়। গণভবনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সারা দেশের ৪৯২টি উপজেলা-প্রান্ত ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত ছিল।

সরকার মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহহীনদের জন্য ১,১৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৬,১৮৯টি বাড়ি নির্মাণ করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন আশ্রয়ণ প্রকল্প মুজিববর্ষ উদযাপনকালে ২১টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় ৪৪টি প্রকল্পের অধীনে ৭৪৩টি ব্যারাক নির্মাণ করে ৩,৭১৫টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করছে। ইতিমধ্যে সারা দেশের ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৬২২টি ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকা অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ ও পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলবে।

উপকারভোগী প্রতিটি পরিবারকে ২ শতক জমির রেজিস্ট্রার্ড মালিকানা দলিল হস্তান্তরসহ নতুন খতিয়ান এবং সনদ হস্তান্তর করা হয়। প্রতিটি জমি এবং বাড়ির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি দুই রুমের সেমিপাকা টিনশেড বাড়িতে রান্নাঘর, টয়লেট, বারান্দাসহ বিদ্যুৎ ও পানির নাগরিক সুবিধা রয়েছে। গ্রোথ সেন্টারের পাশে হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় পাকা রাস্তা, স্কুল, মসজিদ-মাদ্রাসা এবং বাজার রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মুজিববর্ষের অনেক কর্মসূচি আমাদের ছিল। করোনার কারণে আমরা সেগুলো করতে পারিনি। তবে, করোনা একদিকে আশীর্বাদও হয়েছে। কারণ আমরা এই একটি কাজের দিকেই নজর দিতে পেরেছি। আজকে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে তারপরও সীমিত আকারে আমরা করে দিচ্ছি এবং একটা ঠিকানা আমি সমস্ত মানুষের জন্য করে দেবো। কারণ আমি বিশ্বাস করি যখন এই মানুষগুলো ঘরে থাকবে তখন আমার বাবা এবং মা- যারা সারাটা জীবন এদেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন তাদের আত্মা শান্তি পাবে।

‡শখ হাসিনা বলেন, লাখো শহীদ রক্ত দিয়ে এ দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন, তাদের আত্মাটা অন্তত শান্তি পাবে। কারণ এ দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই ছিল আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র লক্ষ্য।

তিনি বলেন, আজকে আমি সবচেয়ে খুশি যে এত অল্প সময়ে এতগুলো পরিকারকে আমরা একটা ঠিকানা দিতে পেরেছি। এই শীতের মধ্যে তারা থাকতে পারবে। কেননা আমাদের যারা শরণার্থী তাদের জন্যও আমরা ভাসানচরে ঘর করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, খালেদা জিয়ার ক্ষমতায় থাকাকালীন '৯১ সালের ঘূর্ণিঝ‡ড় ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও কক্সবাজার এবং পিরোজপুরে আমরা ফ্ল্যাট করে দিয়েছি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদেরকেও ঘর করে দিয়েছি এবং সেখানে শিগগিরই আরো ১শ'টি ভবন তৈরি করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার কাঠালতলা গ্রাম, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামারপুর গ্রাম, হবিগঞ্জের চুনারুঘাট এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সারা দেশের বিভিন্ন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা উপকারভোগীদের মাঝে বাড়ির চাবি এবং দলিল হস্তান্তর করেন। পিএমও সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া ভিডিও কনফারেন্সটি সঞ্চালনা করেন।

প্রধানমন্ত্রী এই স্বল্প সময়ে সফলভাবে গৃহনির্মাণ এবং কাগজপত্র তৈরির মতো জটিল কাজ ঠিকাদার নিয়োগ না দিয়ে সম্পন্ন করতে পারায় জেলা প্রশাসন এবং তার দপ্তর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এত দ্রুত সময়ে পৃথিবীর কোনো দেশে কোনো সময় কোনো সরকার একসঙ্গে ৬৬ হাজার ১৮৯টি ঘর করে দিয়েছে কি-না আমার জানা নেই। যেহেতু যারা প্রশাসনে রয়েছেন তারা সরাসরি ঘরগুলোর তৈরি করেছেন তাই সম্ভব হয়েছে এবং মানসম্মত হয়েছে, সেজন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, 'আমাদের সরকারি কর্মচারীরা যেভাবে সব সময় আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন এটা অতুলনীয়। আর সেই সঙ্গে আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, মেয়র থেকে শুরু করে সকলে সহযোগিতা করেছেন। এই একটি কাজে আমরা দেখেছি সকলের সম্মিলিত প্রয়াস। তাই আজ আমরা এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করতে পেরেছি।

তিনি বলেন, এই গৃহায়ন প্রকল্পে কোনো শ্রেণি বাদ যাচ্ছে না, বেদে শ্রেণিকেও আমরা ঘর করে দিয়েছি। হিজড়াদের স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তাদেরকেও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। দলিত বা হরিজন শ্রেণির জন্য উচ্চমানের ফ্ল্যাট তৈরি করে দিচ্ছি। চা শ্রমিকদের জন্যও করে দিয়েছি- এভাবে প্রত্যেকটা শ্রেণির মানুষের পুনর্বাসনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

‡ভাট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করায় পুনরায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নৌকা মার্কায় ভোট পেয়েছিলাম বলেই জয়ী হয়ে ২০০৯ সালে সরকার গঠন করতে পারলাম এবং পুনরায় আমাদের প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু করলাম।'

করোনাভাইরাসের কারণে বিশ্বের স্থবিরতায় ঘরগুলো হস্তান্তরকালে সশরীরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে না পারার আক্ষেপ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইচ্ছা ছিল নিজ হাতে আপনাদের কাছে বাড়ির দলিলগুলো তুলে দেবো। কিন্তু এই করোনাভাইরাসের কারণে সেটা করতে পারলাম না। তবে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলেছিলাম বলেই আপনাদের সামনে এভাবে হাজির হতে পেরেছি।

কেমন আছেন ট্রাম্প!

(প্রথম পাতার পর)

ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্ট থেকে ফ্লোরিডার একজন সাধারণ নাগরিক হয়ে গেলেন তিনি। সেইসাথে নাম লেখালেন ফ্লোরিডার সিনিয়র সিটিজেন তথা প্রবীণ নাগরিকদের তালিকায়।

রাজ্যের প্রায় ৪৫ লাখ সিনিয়র সিটিজেনের মতোই ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্পের হাতেও এখন 'অফুরন্ত অবসর'।

বুধবার হোয়াইট হাউজ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা পরই নিজের অতিপ্রিয় মার-এ-লাগোর পামবিচে পৌঁছে যান ট্রাম্প। এ সময় তার গাড়িবহরকে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানাতে এসেছিলেন হাতেগোনা কয়েকজন সমর্থক। যাদের অধিকাংশ ছিলেন বয়সে প্রবীণ।

ট্রাম্পের মতো একজনকে পেয়ে তারা বেশ খুশিই। তবে ট্রাম্পকে প্রতিবেশী হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নয় মার-এ-লাগোর অধিকাংশ বাসিন্দাই। তার নিকটতম প্রতিবেশী বলেছেন, আমাদের প্রতিবেশী হিসাবে আপনাকে চাই না। এখানে নয়, অন্য কোথাও অবসর যাপন করুন।

প্রতারণা, উদ্ভট আচরণ ও কথায় কথায় মিথ্যা বলাকেই এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত চার বছরে মোট ৩০ হাজার ৫৩৭টি মিথ্যা বলেছেন তিনি।

‡ফ্লোরিডা রাজ্যের পামবিচ শহরে মার-এ-লাগোর অবস্থান। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মালিকানাধীন এই প্রাইভেট ক্লাব। বহু পরিবারের বসবাস এখানে। প্রায় ৫০০ সদস্য এই ক্লাবের। অনেকগুলো বিল্ডিং ব্লকে বিন্যস্ত মার-এ-লাগো। অনেকটা প্রাইভেট অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের মতো।

সমুদ্র লাগোয়া নয়নাভিরাম এবং সুশোভিত স্থান। মঙ্গলবার পাম বিচ শহর কর্তৃপক্ষের কাছে এক লিখিত আর্জিতে এই প্রাইভেট এস্টেটের অধিবাসীরা দাবি জানিয়ে বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ১৯৯০ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তির ফলে মার-এ-লাগোয় তার বসবাসের অধিকার হারিয়েছেন। এই দাবির কপি দেয়া হয়েছে ইউএস সিক্রেট সার্ভিসকেও।

'ধীরে চলো' পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এগুচ্ছেন

(প্রথম পাতার পর)

আপাতত ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক বৈদেশিক নীতি মেনে চলবে বাইডেন প্রসাশন এমন আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এনিয়ে ভক্স নিউজ ডট কম সহ কিছু আমেরিকান সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশ করেছে।

বাইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্থনি ব্লিনকিনস সিনেটে কনফারমেশন শুনানিতে বলেছেন, চায়না, ভেনিজুয়েলা বা ইউক্রেনে ট্রাম্পের গৃহীত নীতিমালা বহাল থাকবে। সমাজতান্ত্রিক মাদুরো সরকারের প্রতি অবরোধ আরো কঠোর হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ব্লিনকিন। পাশাপাশি রাশিয়াকে মোকাবিলায় ইউক্রেনকে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র সরবরাহের নীতিও অনুসৃত হবে। চায়না থেকে ট্রাম্প প্রশাসনের নেয়া নীতিমালা থেকে আমেরিকা ঠিক এখনই সরে আসবে না। মধ্যপ্রাচ্য নীতিও প্রায় অপিবর্তিত থাকছে বাইডেন প্রশাসনের। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন জেরুজালেমে আমেরিকান দূতাবাস স্থাপন করে। এটিও আপাতত বহাল থাকছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ দিনের ইসরায়েল-প্যালেস্টাইন নীতি থেকে ট্রাম্প বের করে নিয়ে আসেন আমেরিকাকে। ফলে ওই অঞ্চলে সংঘাত ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে।

ব্লিনকিন বলছেন, রাশিয়া ও জার্মানীর মধ্যে পাইপ লাইন স্থাপনে বিরোধীতা করবে যুক্তরাষ্ট্র। ইউএস প্রশাসন মনে করে এতে কেবল জার্মানী নয় গোটা ইউরোপ রাশিয়ার তেল ও গ্যাসের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে। রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বা উন্নয়ন ঘটানোর সহসা কোন পরিকল্পনাও নেই বাইডেন প্রশাসনের।

জো বাইডেন নির্বাচনী প্রচারণার সময় বলেছিলেন ইরানের সাথে নিউক্লিয়ার আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র আবার ফিরে যাবে। হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি এখন বলছেন ইরানের সাথে এমন সমঝোতায় যেতে হলেও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে।

চায়নার উরুগুয়ে ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের প্রতি দমন নিপীড়ন নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকিন। চীনের প্রতি বাইডেন প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছু পরিবর্তন হলেও মূল অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না বলেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিনকেন বলেছেন।

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় বাইডেন প্রশাসনের পক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমূহ বৈদেশিক নীতি থেকে একদম ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। যদিও পরিবর্তনের কথা বলেছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে বৈদেশিক নীতিতে কতোটা পরিবর্তন আসবে বাইডেন প্রশাসনের সময়, এ নিয়ে বিশেষজ্ঞরাও নিশ্চিত নন।

দৃশ্যমান পরিবর্তনের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত পাল্টে যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে আবার যোগদানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ক্ষমতায় এসেই প্রেসিডেন্ট বাইডেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় পুনরায় যোগদানের নির্দেশ জারী করেছেন। মুসলমান দেশগুলো থেকে আমেরিকায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাতিল করেছেন প্রেসিডেন্ট।

দৃশ্যত এসব পরিবর্তন ছাড়া আমেরিকান পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য অন্য পরিবর্তন হচ্ছে, সৌদি আরবের নেতৃত্বে ইয়েমেনের সাথে যুদ্ধকে সমর্থন জানানো। আমেরিকান ইউ-নিভার্সিটির পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক অধ্যাপক জর্ডান টামা বলেছেন, ট্রাম্পের নেয়া সব পররাষ্ট্রনীতি ভুল ছিল তা নয়। অতএব বাইডেন প্রশাসনের এখানে ধীরে সুস্থে এগুলেও ক্ষতি নেই।

ল্যারি কিং আর নেই

(প্রথম পাতার পর)

মারা গেছেন। ল্যারি কিংয়ের ফেসবুক পেজে তাঁর মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। কিং পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, জানুয়ারির গোড়ার দিকে সিডারস-সিনাইয়ে করোনা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন কিং। তবে প্রাথমিকভাবে তাঁর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানানো হয়নি।

ল্যারি কিং ২৫ বছর সিএনএনে 'ল্যারি কিং লাইভ' টক শোটি চালিয়ে এসেছিলেন। ৬৩ বছরের পেশাগত জীবনে রেডিও, টেলিভিশন ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হাজার হাজার সাক্ষাৎকার তিনি নিয়েছিলেন। সেলেব্রিটিদের নিয়ে আলোচনা করতে করতে একপর্যায়ে ল্যারি কিং নিজেই সেলেব্রিটি হয়ে ওঠেন।

যে কারণে অ্যাটর্নি জেনারেলকে বরখাস্ত করতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

অ্যাটর্নি জেনারেল জেফরি রজেনকে পদচ্যুত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের একযোগে পদত্যাগের হুমকির মুখে এই সিদ্ধান্ত থেকে তিনি ফিরে আসেন বলে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

ïµবার যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নিউ ইয়র্ক টাইমসের এই প্রতিবেদনে বলা হয়, ডোনাল্ড ট্রাম্প জেফরি রজেনকে পদচ্যুত করে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে জেফরি ক্লার্ককে নিয়োগ করার পরিকল্পনা করছিলেন। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ে অ্যাসিট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ওই সময় দায়িত্ব পালন করা জেফরি ক্লার্ক©‡ক নিয়ে ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল পরিবর্তনের চিন্তা করেছিলেন।

‡জফরি ক্লার্ক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের কথিত জয়লাভ ও নির্বাচনের ফলাফল চুরির দাবিতে সমর্থনের জন্য পরিচিত ছিলেন। এই কারণে ট্রাম্পের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুসারে, জেফরি রজেন নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তনে ট্রাম্পের মিত্রদের মামলার সহায়তায় অস্বীকার করেন এবং নির্বাচনে প্রতারণার বিষয়ে তদন্তের জন্য পরামর্শক নিয়োগ করতে অস্বীকৃতি জানান। ïরুতে রজেনকে পদচ্যুত করার পরিকল্পনা ট্রাম্পের ছিল না। হোয়াইট হাউজে এক বিব্রতকর বৈঠকে উভয় কর্মকর্তার বিবাদের পর রজেনকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত সামনে আসে। দায়িত্ব ছাড়ার পর সাবেক প্রেসিডেন্টের প্রথম প্রকাশ্য মন্তব্যের পরই বিষয়টি সামনে আসে। শুক্রবার মার-এ-লাগোর গলফ ক্লাবে এক সাংবাদিকের কাছে সাক্ষাতকারে ট্রাম্প বলেন, তিনি কোনো না কোনোভাবে আবার ফিরবেন। তিনি বলেন, 'আমরা কিছু করবো, তবে এখনই নয়।'

এদিকে শুক্রবার মার্কিন কংগ্রেসের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা ঘোষণা করেন, সোমবার তারা ট্রাম্পকে অভিশংসনের প্রস্তাব সিনেটে পাঠাবেন।

সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা চাক শুমার অভিশংসনের বিষয়ে বলেন, 'সিনেট বিচারের আয়োজন করবে। সিনেটর-রাই সিদ্ধান্ত নিবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় প্ররোচনা দিয়েছিলেন কি না।'

ট্রাম্পের ভাইরাল নকল চিঠিতে কি

(প্রথম পাতার পর)

এরই মধ্যে চিঠিটি ভাইরাল হয়েছে। অনেকে ফেসবুকে ছবিটি শেয়ার করছেন। তবে এই চিঠি ট্রাম্পের নয়। এটি এডিট করা একটি ছবি। খবর রয়টার্সের।

আধুনিক সময়ের প্রথা অনুযায়ী, ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের জন্য একটি চিঠি রেখে যান ওভাল অফিসে।

বুধবার জো বাইডেন শপথ নিয়ে প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্বগ্রহণের পর ট্রাম্পের চিঠি নিয়ে সাংবাদিকদের বলেন, যেহেতু এটা গোপন চিঠি। আমি তার সঙ্গে কথা না বলে এ বিষয়ে কিছু বলব না। তবে এটি 'খুব উদার ভাষায় লেখা চিঠি'।

গত ৩ নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফল কখনোই মেনে নেননি ডোনাল্ড ট্রাম্প। এমনকি হোয়াইট হাউজ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতেও নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নাম উল্লেখ করেননি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য হলো বিদায়ি প্রেসিডেন্ট তার উত্তরসূরিদের শুভেচ্ছা ও পরামর্শ প্রদান করে একটি চিঠি লিখে যান।

নতুন প্রেসিডেন্টের পড়ার জন্য চিঠিটি সাধারণত রেজোলিউট ডেস্কে রেখে যায় বিদায়ি প্রেসিডেন্ট। নতুন প্রেসিডেন্ট প্রথম ওভাল অফিসে প্রবেশ করে এ চিঠি পড়েন।

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে একটি এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ নজরুল। ফোন: ৩৪৭-২৬১-৮১২১
এইচ-জা-১৮

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রীটে নতুন রেনোভেটেড ৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে কাছাকাছি। ফোন: ৭১৮-৬০৭-৯৫৫১ অথবা ৩৪৭-৮৭০-০৭৪০
জা-২৫/ফে-০১

এপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৭ স্ট্রীট ও ৩৪ এভিনিউতে একটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিং-এর এক রুম পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে ভাড়া হবে। দুজন কর্মজীবী পুরুষ/মহিলা অথবা স্বামী-স্ত্রী। যোগাযোগ: ৬৪৬-৩০৯-০৯৫৩
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১০৯ এভিনিউ এবং ভ্যান উইক বুলেভার্ডে নতুন রেনোভেটেড এক বেডরুম, একটি লিভিং রুম, বাথরুম ও পৃথক কিচেন-এর বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। ২ অথবা ৩ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৮-১৮৮৬
জা-১৮/২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেটে সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স স্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

অ্যাপাটমেন্ট ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের ৭৮ স্ট্রীট এবং ২৪ এভিনিউতে এক বেডরুমের সেমি বেসমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

বাসা ভাড়া

জ্যাম্যাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ার পোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দোতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফার্স্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

কুইন্সের মনোরম পরিবেশে নিউ রেনোভেটেড ওয়াইড বেসমেন্টের এক বেডরুম, লিভিং রুম ও কিচেন সহ বাসা জানুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। সাইড এন্ট্রেন্স আছে। বাসার কাছেই ব্যাংক আর লং আইল্যান্ড রেলরোড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৮৩-৫৬৩৭
জা-১১/১৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**

ন-৩০/ডি-০৭/১৪

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ স্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

এপার্টমেন্ট ভাড়া

এস্টেরিয়ার ২৩-০২ ৩০ ড্রাইভ-এ সেকেন্ড ফ্লোরে তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, ডাইনিং, লিভিং রুম ১৫০০ স্কয়ার ফুট ১ নভেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: নাজমুল। ফোন: ৯১৭-২৯৯-৯৪৭৮
অ-১৯/২৬

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ স্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন

ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: **201-839-7579**
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ স্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

কোভিডের পর পড়ছে চুল, যা করবেন

(শেষের পাতার পর)

সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেই আলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো।

ব্রণ: করোনার চিকিৎসায় 'স্টেরোয়েডস' ব্যবহার করা হলে এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ব্রণের সমস্যা দেখা দেয়। বুক, পিঠ, কাঁধ, থুতনির নিচের অংশ ও গলায় ব্রণের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত ব্রণ হওয়ার অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত ঘাম। এ ছাড়া স্টেরোয়েডস'য়ের কারণে দেহের তাপমাত্রার ওঠা-নামা ব্রণের সৃষ্টি করে। হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে চুলে শ্যাম্পু করা হয় না। ফলে মাথায় দেখা দেয় খুশকির সমস্যা। সেখান থেকেও কপাল, পিঠ, গলা, কাঁধ ও বাহুতে ব্রণ দেখা দেয়।

যা করবেন: ব্রণ হলে এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করা প্রয়োজন। ব্রণে কোনোভাবেই আঘাত করা ঠিক নয়। এতে দাগ বসে যেতে পারে। শরীর আর্দ্র রাখতে গোসলের পরে নন-কমেডোজেনিক ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। ব্রণের চিকিৎসায় ত্বকে কখনও শক্ত স্ক্রাব ব্যবহার করা যাবে না। ময়েশ্চারাইজার সক্রিয়ভাবে ব্রণের কোনো উপকার না করলেও তা দাগের জটিলতা কমাতে সহায়তা করে। তবে 'স্টেরয়েডস' বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি ব্রণের চিকিৎসা শুরু করলে এই সমস্যা আর ফিরে আসবে না।

চুল পড়া: করোনা থেকে সুস্থ হওয়ার পর অনেক রোগীর অস্থায়ীভাবে চুল পড়ছে। এই সময়ে চুলের বৃদ্ধি সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, যাকে বলে অতিরিক্ত 'টেলোজেন এফ্লুভিয়াম'য়ের প্রভাব। এটা হওয়ার কারণ এই সময়ে মানসিক চাপ। এ সমস্যা সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার তিন মাস পর থেকে শুরু হয়।

'ইন্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিন'য়ের করা এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, এ সংক্রমণের ২৫টি লক্ষণের মধ্যে অতিরিক্ত চুল পড়া অন্যতম।

যা করবেন: চুল পড়া সমস্যায় আতঙ্কিত হয়ে শুরুতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন না হলেও হবে। পর্যাপ্ত পুষ্টি চাহিদা বিশেষ করে ভিটামিন, খনিজ, লৌহ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন ইত্যাদি খাবার গ্রহণ করতে হবে। সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে না চললে চুল পড়ার সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, এক্ষেত্রে খাবার তালিকায় রঙিন খাবার যোগ করতে হবে। প্রতিদিন দু-তিনটি ফল, সবজি, ভুট্টা, শস্য, মটর ও স্বাস্থ্যকর চর্বি খাদ্যতালিকায় যোগ করা প্রয়োজন। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রোটিন গ্রহণ না করাই ভালো।

য়)

ডান ও বাম হাতে আমলনামার

(শেষের পাতার পর)

সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। অধিকতর সম্ভবনা হলো, আমলনামা দেয়ার সময়ই সৎ ও সত্যনিষ্ট মানুষগুলো নিজেরাই ডান হাত বাড়িয়ে আমলনামা গ্রহণ করবে কারন মৃত্যুর সময় থেকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তার সাথে যে আচরণ করা হবে তাতে তার মনে এতটা আস্থা ও প্রশান্তি থাকবে যে, সে মনে করবে আমাকে এখানে পুরস্কার প্রদানের জন্য হাজির করা হচ্ছে। একজন মানুষ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ মানুষ হিসেবে পরপারে যাত্রা করছে, না অসৎ ও পাপি হিসাবে যাত্রা করছে মৃত্যুর সময় থেকেই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মৃত্যুর সময় থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত একজন নেককার মানুষের সাথে সম্মানিত মেহমানের মত আচরণ করা হয়। কিন্ত একজন অসৎ ও বদকার মানুষের সাথে আচরণ করা হয় অপরাধে অভিযুক্ত কয়েদীর মত। এরপর কিয়ামতের দিন আখিরাতের জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই নেককার মানুষের জীবন যাপনের ধরণ-ধারণাই পাল্টে যায়। একইভাবে কাফের, মুনাফিক ও পাপীদের জীবন যাপনের ধরণ ভিন্নরূপ হয়ে যায়।

মৃত্যুর সময় নেককার ও বদকারদের অবস্থা: এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "এমন মুত্তাকীদেরকে, যাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতাগণ যখন মৃত্যু ঘটায় তখন বলে,"তোমাদের প্রতি সালাম, যাও নিজেদের কর্মকাণ্ডের বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।" (নাহল: ৩২) "হায়, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতাগণ নিহত কাফেরদের রুহ কবয করছিল! তারা তাদের চেহেরায় ও পিঠে আঘাত করছিল এবং বলছিল "নাও এবং জালাপোড়ার শাস্তি ভোগ করো। এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই করে রেখে এসেছো। নয় তো আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন।" (আনফাল: ৫০-৫১)

কবরের অবস্থা: এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "হ্যাঁ এমন কাফেরদের জন্য, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করতে থাকা অবস্থায় যখন ফেরেশতাদের হাতে পাকড়াও হয় তখন সংগে সংগেই আত্মসমর্পণ করে এবং বলে, "আমরা তো কোন দোষ করছিলাম না।" ফেরেশতারা জবাব দেয় কেমন করে দোষ করছিলে না! তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ খুব ভালো করেই জানেন। এখন যাও, জাহান্নামের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ো, এখানেই থাকতে হবে চিরকাল। সত্য বলতে কি, অহংকারীদের এই ঠিকানা বড়ই নিকৃষ্ট"। (নাহল:২৯)

"অন্যদিকে যখন মুত্তাকীদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে কি নাযিল হয়েছে, তারা জবাব দেয়, সর্বোত্তম জিনিস নাযিল হয়েছে। এ ধরণের সৎ কর্মশীলদের জন্য এ দুনিয়াতেও মঙ্গল রয়েছে এবং আখিরাতের আবাস তো তাদের জন্য অবশ্যই উত্তম।" (নাহল:৩০)

দুটি আয়াতে মৃত্যুর পর ফেরেশতাদের সাথে মুত্তাকী ও বদকারদের আলাপ আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলো কুরআন মজিদের এমন ধরণের আয়াতের অন্যতম যেগুলো সুস্পষ্টভাবে কবরের আযাব ও সওয়াবের প্রমাণ পেশ করে।

মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের অবস্থা: এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে এই চিত্র পাওয়া যায়। চিত্রটি হচ্ছে, মৃত্যু নিছক দেহ ও রুহের আলাদা হয়ে যাওয়ার নাম। একটি অপরাধী রুহকে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসাবাদ, তারপর আযাব ও যন্ত্রনার মধ্যে পড়ে যাওয়া এবং তাকে দোযখের সামনে উপস্থাপিত করা-এসব কিছু এমন একটি অবস্থার সাথে সাদৃশ্য রাখে যা একজন খুনের আসামীকে ফাঁসি দেবার তারিখের একদিন আগে একটি ভয়ংকর স্বপ্নের আকারে তার কাছে উপস্থিত হয়। অনুরূপভাবে একটি পবিত্র পরিচ্ছন্ন ও নিস্কুলষ রুহের সম্বর্ধনা, তারপর তার জান্নাতের সুখবব শোনা এবং জান্নাতের বাতাস ও খোশবুতে আপ্লুত হওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন,"তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই মারা যায় তাকেই সকাল ও সন্ধায় তার শেষ বাসস্থান দেখানো হতে থাকে। জান্নাতি ও দোযখী উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি হতে থাকে। তাকে বলা হয় কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তোমাকে পুনরায় জীবিত করে তাঁর সান্নিধ্যে ডেকে নেবেন, তখন তোমাকে আল্লাহ সে জায়গা দান করবেন এটা সেই জায়গা।" (বুখারী মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ)

হাশরের ময়দানের অবস্থা: এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে সে তার চেয়ে বেশী ভালো প্রতিদান পাবে এবং এ ধরণের লোকেরা সেদিনের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে নিরাপদ থাকবে। আর যারা অসৎ কাজ নিয়ে আসবে, তাদের সবাইকে অধোমুখে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা কি যেমন কর্ম তেমন ফল-ছাড়া অন্য কোন প্রতিদান পেতে পারো?" (নামল:৮৯-৯০)

হাশরের ময়দানে জান্নাতের হকদার লোকদের সাথে অপরাধীদের থেকে ভিন্নতর ব্যবহার করা হবে। তাদের সম্মানের সাথে বসানো হবে। হাশরের দিনের কঠিণ দুপুর কাটাবার জন্য তাদের আরাম করার জায়গা দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ বলেন,"সেদিন যারা জান্নাতের অধিকারী হবে তারাই উৎকৃষ্ট স্থানে অবস্থান করবে এবং দুপুর কাটাবার জন্য চমৎকার জায়গা পাবে। (ফুরকান:২৪)

সেদিনের সব রকমের কষ্ট ও কঠোরতা হবে অপরাধীদের জন্য। সৎকর্মশীলদের জন্য নয়। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত নবী

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, **বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট**)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯, ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মষ্ঠীনি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/মেয়ীগিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেযির বাড়িতে বেতন-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল/টেক্সট:

347-766-6412

বিয়ের জন্য বাংলাদেশী বা প্রবাসী সিটিজেন পাত্র-পাত্রী খুঁজছেন?

TASLIMA MARRIAGE MEDIA

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশের সিটিজেন পাত্র-পাত্রী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যাংকার, ডক্টরেট, বিসিএস ক্যাডার, ডিফেন্স কর্মকর্তা, মাল্টিন্যশনাল কোম্পানীর কর্মকর্তা, প্রফেসর, ফার্মাসিস্ট, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট সহ অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ১নং ম্যারেজ মিডিয়া।



তাসলিমা ম্যারেজ মিডিয়া

হেড অফিসঃ উত্তরা বিএনএস সেন্টার, রুম- ৯২৩, সেক্টর- ৭, ঢাকা

কর্পোরেট অফিসঃ বাসা নং- ৫৯, হুদা এপার্টমেন্ট, ৪র্থ তলা, রোড নং- ৪, ব্লক- সি, বনানী, ঢাকা

ব্রাঞ্চ অফিসঃ 9 Crescent Pl East York ON M4C 5L8 Toronto

মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপঃ ০১৯৭২০০৬৬৯৪, ০১৭৮২০০৬৬১৫

ই-মেইলঃ taslimamedia@gmail.com

ওয়েবঃ www.taslimamarriagemedia.com

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Living home never felt better...

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা

প্রান্তিক পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 25 // 2021

পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের রয়েছে পূর্ণ প্রতিশ্রুতি : রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা



নিউইয়র্ক: পারমানবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি কার্যকরের ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতিসংঘের বেশকিছু সদস্যরাষ্ট্র আয়োজিত উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের পূর্ণ ও অটল প্রতিশ্রুতি পূর্ণব্যক্ত করলেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) কার্যকর হওয়ার ঐতিহাসিক মূহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে গত ২২ জানুয়ারী নিউইয়র্ক, জেনেভা এবং ভিয়েনায় (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে খেলবেন বাংলাদেশী শাকের

পুরস্কার নিচ্ছেন বাংলাদেশের স্পিনার শাকের আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা ডেস্ক: বেশ প্রতিশ্রুতিশীল বাহাতি স্পিনারই ছিলেন শাকের আহমেদ। ২০০৯ সালে দেশের মাটিতে ইংল্যান্ড যুব দলের বিরুদ্ধে খেলেছেন। পরের বছর বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে যুব বিশ্বকাপ খেলেছেন। এমনকি ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট, লিস্ট-এ ক্রিকেট খেলেছেন। ওই বছরই পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে।

সিলেটের এই তরুণের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন নতুন দুয়ার খুঁজে পেয়েছে। আগামী মার্চে ওমানে তিন জাতি ওয়ানডে সিরিজের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ক্রিকেট বোর্ডের ডাকা ৪৪ সদস্যের প্রাথমিক দলে আছেন বাংলাদেশী ক্রিকেটার শাকের আহমেদ। গত ২৩ জানুয়ারী শনিবার দল ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

দেশটির ঘরোয়া ক্রিকেটে শাকেরের ক্লাব 'ক্রিকেট একাডেমি অব ড্রেটিয়ট'। মিশিগানের এই ক্লাবের হয়ে ভালো করেই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দলের ক্যাম্পে ডাক পেয়েছেন ২৮ বছর বয়সী এই বাঁহাতি স্পিনার। অধিনায়ক হিসেবে ক্লাবটিকে কয়েকটি শিরোপাও এনে দিয়েছেন শাকের। তিন জাতি সিরিজের চূড়ান্ত দলে তার টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বাংলাদেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে ১৭ টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ৪৫ উইকেট ও ৬টি লিস্ট-এ ম্যাচে ৬ উইকেট রয়েছে তার। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব, জাতীয় লিগে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলেছেন।

শাকের ছাড়াও ক্রিকেট খেলুড়ে দেশগুলোর অনেক প্রতিষ্ঠিত ক্রিকেটারই ডাক পেয়েছেন এই ক্যাম্পে। পাকিস্তানের সামি আসলাম, নিউজিল্যান্ডের কোরি অ্যান্ডারসন, শ্রীলঙ্কার সিহান জয়াসুরিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজের নারসিংহ দিওনারাইনের মতো ক্রিকেটাররা যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার আশায় রয়েছেন।

পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চ্চা সাংবধিানিক অধিকার

-মুজিব রহমান



নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরীক্ষিত ও মূলধারার রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের সক্রিয় সংগঠক মুজিব রহমান নিউইয়র্কের ডিস্ট্রিক্ট ২৪ থেকে সিটি কাউন্সিলের বিশেষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আগামী ২ ফেব্রুয়ারী। কাউন্সিলম্যান রোরি ল্যান্সমেনের পদত্যাগের পর এই পদটি খালি হয়। মুজিব রহমান ২০১৩ সালের নির্বাচনে রোরির সঙ্গে নির্বাচনে লড়েছিলেন। বাংলাদেশী অন্যন্য প্রার্থী যারা এই পদে এবার প্রার্থী হয়েছেন, তাঁদের কেউই তখন রোরির বিরুদ্ধে সমর্থন করেননি। বরং কেউ কেউ মুজিবের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে রোরির পক্ষে কাজ করেছিলেন।

বাংলাদেশ সোসাইটির ইতিহাসে সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত সভাপতি মুজিব রহমান সিটি ইউনিভার্সিটি অব নিউইয়র্ক থেকে স্নাতক সম্পন্ন করা মুজিব রহমান ইউএস সেনসাস ব্যুরো, ইউএসবিএ ও আইআরএসে কর্মরত ছিলেন। মুজিব মূলধারার রাজনীতিতে একজন নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট হিসেবে সক্রিয় হলেও তার গ্রহণযোগ্যতা সর্ব মহলে। পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি একনিষ্ঠ মুজিবকে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থকরাও পছন্দ করেন তার এই অবস্থানের জন্য। পারিবারিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধের চর্চ্চার বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সাংবধিানিক অধিকার হিসাবে নিশ্চিত রয়েছে। আর তাই যারা এর বিরুদ্ধ অবস্থানে রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে মুজিব সোচ্চারকণ্ঠ। স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে সুন্দর পারিবারিক জীবন যাপনকারী মুজিব বাংলাদেশীদের স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চ্চার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেন, যারা এর বিরুদ্ধে প্রচারণা করেন তাদের সাথে দ্বিমত করারও স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। কমিউনিটির নেতৃস্থানীয় ও ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্ব হচ্ছে স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন যাপনওে ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি একনিষ্ঠদের সমর্থন করা।

মুজিব রহমান আরো বলেন, শুধুমাত্র ভোটের রাজনীতিতে জেতার নেশায়-আশায় আমাদের পবিত্র ধর্মকে জলাঞ্জলি দিয়ে এবং স্বাভাবিক পারিবারিক জীবন প্রথাকে বিসর্জন দেয়া কতটুকু সমীচিন তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। ডেমোক্রেট বা রিপাবলিকান রাজনীতি করতে হলে এসবের কোন কিছুই বিসর্জন দেবার প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃত বাংলাদেশী একজনকে সিটি কাউন্সিলে পাঠানো কমিউনিটির দায়িত্ব আর তাই ২ ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে ব্যালটে প্রথমে তাকে চিহ্নিত করে পরবর্তী প্রার্থীদের পছন্দ করার আহবান জানিয়েছেন মুজিব রহমান। ২৩ জানুয়ারী থেকে ৩১ জানুয়ারী আগাম ভোটে অংশ নিতে আহবান জানিয়ে মুজিব বলেন, করোনাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি মানার তাগিদে সবার উচিৎ আগাম ভোটে অংশ নেয়া উচিৎ।

আগাম ভোট ও নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে জানতে ৯১৭-৮৩৩-৩৪৭৮ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করেছেন মুজিব রহমান।- বিজ্ঞপ্তি

মৃত্যুদন্ডেও বন্ধ হচ্ছে না ধর্ষণ

২০২০২ সাল : বাংলাদেশে ১৬২৭ নারী ও শিশু শিকার : হত্যা করা হয়েছে ৫৩ জনকে

ঢাকা ডেস্ক: প্রতিদিন দেশের কোথাও না কোথাও ধর্ষণের মতো পৈশাচিক ও জঘন্য ঘটনা ঘটছে। নরপশুদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না কোমলমতি ছোট্ট শিশু থেকে শুরু করে ষাটোর্ধ্ব বৃদ্ধা কিংবা প্রতিবন্ধী নারী কেউই। প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দিলেই ছাত্রীদের তুলে নিয়ে দলবেঁধে ধর্ষণ করা হচ্ছে। আবার কুপ্রস্তাবে সম্মতি না দিলেই কখনো কখনো রাতে ঘরে ঢুকে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্ষণ করার পর মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে ছেড়ে দিচ্ছে নরপিশাচরা। কেউ কেউ লোকলজ্জার ভয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। গত বছরের অক্টোবরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ডের বিধান যুক্ত করা হয়। ২০০০ সালের এই আইনের ৯ (১) ধারায় এতদিন সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদন্ড। তারপরও যেন থামছে না ধর্ষণ কিংবা গণধর্ষণের ঘটনা। নতুন বছরের এ ক'দিনে অন্তত ১০০ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। কয়েকজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

গত ৭ জানুয়ারী রাজধানীর কলাবাগানে মাস্টার মাইন্ড স্কুলের এক ছাত্রীকে বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণের পর হত্যা করে লম্পট তানভীর ইফতেখার দিহান। বছরের শুরুতেই ধর্ষণের পর হত্যার এ পৈশাচিক ঘটনাটি মানুষের মনে অনেক দাগ কেটেছে। অবশ্য দিহানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এর আগে বছরের প্রথম দিন রাতে নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলায় এক গৃহবধূর ঘরে ঢুকে ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তার সন্তানদের সামনেই বিবস্ত্র করে নির্যাতন করে স্থানীয় সন্ত্রাসী জিয়া ওরফে জিহাদ, এনায়েত, ভুট্টু মাঝি ও ফারুক। ওই সন্ত্রাসীরা তাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালানোর দৃশ্য মুঠোফোনে ধারণ করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দিলে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়। গত বছর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। গত বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর স্বামীর সাথে বেড়াতে গিয়ে নববিবাহিত এক তরুণী সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগ কর্মীদের দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঘটনায় সারা দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ওই ঘটনার বিচার শুরু হয়েছে। নোয়াখালী ও সিলেটের ঘটনা দু'টি রাজধানীসহ সারা দেশে সমালোচনার ঝড় তুলে। এ নিয়ে দেশব্যাপী বিক্ষোভ হয়েছে।

গত ২ জানুয়ারী সন্ধ্যায় মিরপুর-১ গোলচত্বর এলাকায় ফুল বিক্রেতা এক কিশোরী (১২) ধর্ষণের শিকার হয়। ফুল বিক্রি করেই জীবন চলত ওই ভাসমান কিশোরীর। এরপরে গত ১৬ জানুয়ারি সাভারের রাজাসন মন্ডলপাড়া এলাকায় ৯ বছরের এক শিশু ভাড়া বাড়িতে ধর্ষণের শিকার হয়। একই দিনে নারায়ণগঞ্জ সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি পশ্চিমপাড়া এলাকায় প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় এক নারীকে ধর্ষণ করে অটোরিকশাচালক রনি। এর আগে গত ১৪ জানুয়ারি জামালপুরের বকশীগঞ্জে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে জন্মনিবন্ধন সনদ আনতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হন এক নারী পোশাক শ্রমিক। একই দিনে যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার হাসপাতাল রোড থেকে এক স্কুলছাত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে ভিডিও ধারণ করে এক লম্পট। ওই ঘটনায় অপহরণের পর ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। এ রকম দেশে একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। কোনোটার খবর প্রকাশ পাচ্ছে, আবার কোনোটার খবর গণমাধ্যম এড়িয়ে যাচ্ছে। ধর্ষণের ভিডিও ভাইরাল হলেই কেবল তোলপাড় সৃষ্টি হয়, মামলা হয়, বিচার হয়। অনেক ঘটনা সময়ের ব্যবধানে আড়ালে গিয়ে ফাইলবন্দী হয়ে থাকে।

আইন ও সালিস কেন্দ্র-আসকের ২০২০ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয়েছে এক হাজার ৬২৭ জন নারী ও শিশু। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৫৩ জনকে এবং ১৪ জনকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। এ ছাড়া ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে ৩২৬ জনকে। ২০১৯ সালে সারা দেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হয় এক হাজার ৪১৩ নারী ও শিশু। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয় ৭৬ জনকে এবং ১০ জন নারীকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়। ২০১৮ সালে এ সংখ্যাটি ছিল ৭৩২। ২০১৯ সালে সারা দেশে ধর্ষণের ঘটনা আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেড়েছে। ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে ধর্ষণের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)





পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের

(৪৬ পাতার পর)

একযোগে আয়োজিত ভার্চুয়াল ইভেন্টে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিল বাংলাদেশ। জাতিসংঘে আয়োজিত স্মরণীয় এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। বিশ্বকে পারমাণবিক যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্ত করার জন্য ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, প্রদত্ত বক্তব্য তা উদ্ধৃত করেন রাষ্ট্রদূত ফাতিমা। তিনি বলেন, পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রতি অবিচল থাকা বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি যারফলে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ। পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ের অন্যতম একজন প্রবক্তা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অব্যাহত আহ্বানকে ধারণ করে বাংলাদেশ ২০১৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশন চলাকালীন ২০১৯ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর চুক্তিটি অনুসমর্থন করে বাংলাদেশ।

পারমাণবিক অস্ত্রের অমানবিক ও বিধ্বংসী পরিণতির কথা তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা যেসকল রাষ্ট্র এখনও এই চুক্তি স্বাক্ষর করেননি তাদের স্বাক্ষর করার আহ্বান জানান যাতে এর সার্বজনীন প্রয়োগের বাস্তবায়ন অর্জন করা সম্ভব হয়। পারমাণবিক প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার' বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানকে উদ্বৃত করে রাষ্ট্রদূত ফাতিমা বলেন, পারমানবিক প্রযুক্তির গবেষণায় আরও বেশি বিনিয়োগ করতে হবে। তিনি শান্তিপূর্ণ ও পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত বিশ্বের জন্য পারমাণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে অব্যাহতভাবে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ারও আহ্বান জানান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সর্বদাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

পারমানবিক অস্ত্রের মানবিক প্রভাব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে অবদান সৃষ্টিকারী জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির পারমানবিক বোমার আঘাত নিয়ে বেঁচে থাকা ব্যক্তিবর্গ (হিবাকুশাস) সহ যে সকল কর্মী সুদীর্ঘ এই সময় ধরে পারমানবিক নিরস্ত্রীকরণে নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শণ করেন বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি। পারমানবিক তেজস্ক্রিয়তার শিকার এবং এর ক্ষত নিয়ে বেঁচে থাকা সকল মানুষের প্রতিও গভীর শ্রদ্ধা জানান রাষ্ট্রদূত ফাতিমা।



পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত চুক্তি (টিপিএনডব্লিউ) স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর জন্য পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার, বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুদকরণ, কেন্দ্র স্থাপন, স্থানান্তর, এবং হুমকি প্রদান নিষিদ্ধ করতে এটিই হচ্ছে প্রথম আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তিটি এ পর্যন্ত ৮৬টি দেশ স্বাক্ষর করেছে এবং ৫১টি দেশ অনুসমর্থন করেছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ২০২০ সালের ২৪ অক্টোবর ৫০তম অনুসমর্থনকারী দেশ হিসেবে হন্ডুরাসের দলিলাদি জমা দেওয়ার ৯০ দিন পর আজ ২২ জানুয়ারি ২০২১ থেকে চুক্তিটি কার্যকর হল।

আজকের এই অনুষ্ঠানটি অস্ট্রিয়া, ব্রাজিল, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া, আয়ারল্যান্ড, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা ও থাইল্যান্ড এর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্যের মধ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেডক্রস এবং ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিশন টু অ্যবলিস নিউক্লিয়াস উইপন এর প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। জাতিসংঘ মহাসচির অনুষ্ঠানটি উপলক্ষে একটি ভিডিও বক্তব্য প্রদান করেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে



TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

সকাল থেকে ঝরছে পেঁজা তুলার মতো তুষার। জানালার বাইরে দৃষ্টি গলাতেই এ দৃশ্য ধরা দিলো শোয়েবের চোখে। চায়ের কাপে চুমুক ---(বাকি অংশ ২৭ পাতায়

কুইন্সের রেস্টুরেন্ট ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বরো প্রেসিডেন্টের উদ্যোগ

সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার অনুদানের সিদ্ধান্ত

বাংলা পত্রিকা রিপোর্টঃ মহামারী করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত কুইন্সের রেষ্টুরেন্ট ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বরো প্রেসিডেন্ট নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বরো অফিস সূত্র জানা গেছে, যেসব ক্ষুদ্র ব্যবাসয়ী করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদের সর্বাধিক ২০,০০০ ডলার এককালীন অনুদান দেবেন



কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস। সম্প্রতি কুইন্স স্মল বিজিনেস গ্রান্ট প্রোগ্রামের জন্য স্টিভ কোহেন ১৭.৫ মিলিয়ন ডলার অনুদান দেন। এর মধ্যে থেকে ১৫ মিলিয়ন ডলার তিনি অনুদান হিসাবে প্রদান করবেন বলে জানা গেছে। গত ১৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার তিনি এই কর্মসূচি ---(বাকি অংশ ২৭ পাতায়

হাসান ফেরদৌসের বাংলা একাডেমির পুরস্কার লাভ



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্কের বিশিষ্ট কলামিষ্ট, লেখক, প্রাবন্ধিক, সুবক্তা ও আলোচক হাসান ফেরদৌস ঢাকাস্থ বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত ---(বাকি অংশ ২৭ পাতায়



ডান ও বাম হাতে আমলনামার তাৎপর্য

জাফর আহমাদ

হাশরের ময়দানে কতককে তার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে আর কতককে বাম হাতে। ডান হাতে আমলনামা দেয়ার অর্থ হবে তার হিসেব নিকেশ অত্যন্ত পরিস্কার। একজন (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ভ্যাকসিন নেয়ার কয়েক ঘন্টা পর মৃত্যু

বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালির্ফনিয়ায় কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহনের কয়েক ঘন্টা পর এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। তবে তার ---(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

১০০ ডলারের আঙ্কেল সেলামী ৫৫০ ডলার

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আঙ্কেল সেলামী আর বলে কাকে? বাজির ১০০ ডলার সময়মত পরিশোধ না করায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থক সীয়ান হাইন্সকে ২ মাসে ৩০০ ডলার সুদ এবং ২৫০ ডলার কোর্টফী পরিশোধ করতে হচ্ছে। প্রাপ্ত ---(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

একলিমুজ্জামান নুনু'র ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির পরিচিত মুখ, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক উপদেষ্টা আলহাজ্জ একলিমুজ্জামান নুনু মিয়া (৬৬) আর নেই। শনিবার রাত ২টা ৩২ মিনিটের সময় তিনি নিউইয়র্কের প্রেসবেটেরিয়ান হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন অবস্থায় (বাকি অংশ ৪ পাতায়)



বাংলাদেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ ৯ গুণ বেশি: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ষণ ৯ গুণ বেশি হয় বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোমেন। ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিভিউ ডটকম নামে একটি অনলাইন (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

ট্রাম্প টাওয়ারের নিরাপত্তা হ্রাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওয়াইট হাউজ ত্যাগের পর তার প্রেসিডেন্সীর ক্ষমতা চলে যাওয়ার সাথে সাথে নিউইয়র্কের আলোচিত ভবন ট্রাম্প টাওয়ারের নিরাপত্তাও(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

১২ ফেব্রুয়ারী থেকে ট্যাক্স ফাইল

প্রফেসর এহতেশামুল হক: ২০২১ সালের ট্যাক্স ফাইল শুরু হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার থেকে। গত শুক্রবার এমন তথ্য জানা গেছে আইআর এস এর ওয়েবসাইট থেকে। এই দিন থেকেই ট্যাক্সদাতারা এবং ট্যাক্সফাইলিং প্রতিস্টানগুলো ব্যক্তিগত রিটার্ন দাখিল করতে শুরু করবেন। আইআরএস জানিয়েছে গত বছর দ্বিতীয় স্টিমুলাস প্যাকেজ বা ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট পেমেন্ট সহ অন্যান্য আর্থিক



সুবিধা দেয়ার কারনে ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ আইআরএস ট্যাক্স াইনে কিছু পরিবর্তন এনেছে। যে কারনে ট্যাক্স ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করতে এবার দেরী হয়েছে। এমন তথ্য দিয়ে আইআরএস জানিয়েছে তাদের কম্পিউটার সিস্টেমে পরিবর্তন আনা হয়েছে। আপডেট করা হয়েছে আগের ডাটা। ট্যাক্স রিটার্ন যারা করবেন তারা যাতে বিড়ম্বনায় না (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

কোভিডের পর পড়ছে চুল, যা করবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) থেকে সুস্থ হওয়ার পর অনেকেরই অতিরিক্ত চুল পড়ছে। দেখা দিচ্ছে ব্রণের সমস্যা। এ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

কমিউনিটিতে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি

হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার ও ব্রঙ্কসের পিআইসি মসজিদ বন্ধ ঘোষণা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে নতুন করে উদ্বেগজনকভাবে কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশীদের পরিচালনায় দুটি মসজিদের মুসুল্লিদের মধ্যে কোভিড সংক্রমণ চিহ্নিত হওয়ায় মসজিদ দুটিতে আপাতত: নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মসজিদগুলোঅ হচ্ছে জ্যামাইকার হিলসাইড ইসলামিক সেন্টার এবং ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার (পিআইসি)। (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

ক্যাপিটল হিলে হামলায় অর্থ যোগায় ট্রাম্পের নির্বাচনী তহবিল!

বিশেষ প্রতিনিধি: সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থনে ৬ জানুয়ারী ক্যাপিটল হিলে হামলাকারী উগ্রবাদী সন্ত্রাসী গৌষ্ঠীর সমাবেশের পেছনে অর্থ ঢেলেছে ট্রাম্পের নির্বাচনী তহবিল। এই সন্ত্রাসীদের ওয়াশিংটনে জড়ো করতে তাঁর নির্বাচনী ফান্ড থেকেই অর্থ সহায়তা দেয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয় ট্রাম্পের পক্ষে যতো প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন(বাকি অংশ ৪ পাতায়)

খেলার খবর

'বিশ্বকাপে সরাসরি খেলতে হলে আরও উন্নতি করতে হবে'

স্পোর্টস ডেস্ক: ওয়ানডে সুপার লিগ চলে আসায় প্রতিটি ম্যাচই এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচকেই এখন আর হালকাভাবে (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

তাজ্জব কি বাত!



রাতে রিমোট টিপতে টিপতে এক সময় আল জাজিরায় এসে চোখ আটকে যায়। পাকিস্তানে সম্প্রতিকালে গড়ে ওঠা 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে'র ওপর একটি প্রতিবেদন দেখাচ্ছিল। দুনিয়ার ---(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামাল: বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

মসজিদ আলহামদুলিল্লাহর কার্যক্রম শুরু বৃহৎ পরিসরে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক এর কুইন্স বুরোতে মসজিদ আলহামদুলিল্লাহ এবং জামেয়াতুল উলুম মাদ্রাসায় আরো বৃহৎ পরিসরে, উন্নত এবং আধুনিক পরিবেশে চলছে দ্বীনি কার্যক্রম। ১২১ ০৩ সাতফিন ব্লুভার্ড-এ প্রতিষ্ঠিত মসজিদ আলহামদুল্লিাহ'র (বাকি অংশ ৪ পাতায়

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রশংসাপত্র লাভ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: মহামারী করোন-াভাইরাস (বাকি অংশ ৪ পাতায়)



J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
Tax Services
Life Insurance
Health Insurance
Auto Insurance
Home Insurance
Business Insurance
TLC Insurance
DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST
e-file
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472.

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৪১ পাতায়)

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
WALL STREET FINANCE LLC

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com